চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 319 Wednesday, 18 October, 2023 ✱ ২৮ বর্ষ, ৩১৯ সংখ্যা ✱ ৩০ আশ্বিন, ১৪৩০, বুধবার, ১৮ অক্টোবর, ২০২৩ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

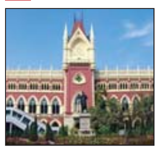

পুজোর আগে তাঁদের জন্য সুখবর! উচ্চ প্রাথমিকের কাউন্সেলিং শুরু করার নির্দেশ দেয় কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সৌমেন সেনের ডিভিশন বেঞ্চ। ...বিস্তারিত পাতা ৩

তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে সংসদে 'ঘুষের বিনিময়ে প্রশ্ন' করার অভিযোগ করেছেন ভারতীয় জনতা পার্টির সাংসদ নিশিকান্ত দুবে। ...বিস্তারিত পাতা ৫

শুধুমাত্র বিবাহিত বিষমকামী দম্পতিরাই সন্তানকে স্থিতিশীলতা দিতে পারে তা প্রমাণ করার জন্য রেকর্ডে কোনও তথ্য নেই। বললেন জাস্টিস চন্দ্রচূড়। ...বিস্তারিত পাতা ৬

ফের জোড়া গোল করলেন রোনাল্ডো। দুই দিন আগে ইউরো বাছাইপর্বের ম্যাচে স্লোভাকিয়ার বিপক্ষে ৪-২ ব্যবধানে জয়ে জোড়া গোল করেছিলেন সিআর৭। ...বিস্তারিত পাতা ৮

'বস্তি' বলে আর কিছু থাকবে না কলকাতায়

নতুন নাম দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ অক্টোবরঃ বস্তি নামে আপত্তি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। কলকাতা শহরে আর বস্তি বলে কোনও শব্দ রাখতে চাইছেন না তিনি। তৃতীয়ার বিকেলে ভার্চুয়ালি পুজোর উদ্বোধনের সময় নিজেই জানিয়ে দিলেন সেকথা। এদিন বিকেলে শহরের বেশ কয়েকটি পুজোর উদ্বোধন হয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে। সেই তালিকায় ছিল আলিপুরের আমরা সকল পল্লি সমিতিও। সেখানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী তথা কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। পুজোর উদ্বোধনের সময় ফিরহাদ মুখ্যমন্ত্রীকে বলেন, ''এই বস্তিটা চেতলার মধ্যে অন্যতম বড় লিড দেয় (শাসক শিবিরকে)। এরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া আর কিছু জানেন না।'' ফিরহাদ হাকিম সেই সময় আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু, মেয়রের বক্তব্য মাঝখানে থামিয়ে দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জানতে চান, ওই এলাকার সকলে ঠিকা-স্বত্ব পেয়েছেন কি না। মেয়র জানান, সকলেই পেয়ে গিয়েছেন। তখন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''ঠিকা-স্বত্ব পেয়ে গেলে তো নিজেদের জায়গা। এটাকে বস্তি বলবে না। এটা আমার মাটির কুটির, আমার ভালবাসার জায়গা, মায়ের আঁচল। বস্তি বলে কিছু হয় না। বস্তি কথাটা তুলে দাও।'' মেয়র ফিরহাদ হাকিমের উদ্দেশে মমতার পরামর্শ, বস্তি শব্দটির বদলে অন্য কোনও নাম ব্যবহার করার জন্য। বললেন, ''প্রয়াস বা এই জাতীয় কিছু নাম দাও। কিংবা উত্তরণ।'' তখন ফিরহাদ মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করেন, তিনি যাতে একটি নাম ঠিক করে দেন। শেষে মমতা বস্তির বদলে 'উত্তরণ' শব্দটি ব্যবহারের জন্য বলেন। মেয়রের উদ্দেশে বললেন, ''বস্তি শব্দটি আর বলবে না।'' মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ পেয়ে ফিরহাদও জানালেন, পুরনিগমে তিনি এই শব্দটি ঠিক করে নেবেন। মমতার প্রস্তাব, এগুলিকে যেন উত্তরণ-১, উত্তরণ-২, উত্তরণ-৩ এভাবে নামকরণ করা হয়। উল্লেখ্য সোমবার রাজ্যে

এসেছিলেন দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। কলকাতায় সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারে পুজো উদ্বোধন করেছিলেন তিনি। এই পুজোটি বিজেপি কাউন্সিলর সজল ঘোষের পুজো বলেই পরিচিত। এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পা ব্যথার জন্য ভার্চুয়ালি বেশ কিছু মণ্ডপের উদ্বোধন করেন। তখনই সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের প্রসঙ্গ টেনে বিজেপিকে কটাক্ষ করেন তিনি। সেই সময়ে সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের প্রসঙ্গ উঠতেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''ও ছাড়ুন না। কেন বারবার একই কথা বলছেন। ওদের একটাই আছে ওদের করতে দিন। খেয়ে দেয়ে কাজ নেই। মা দুর্গার পুজো ওরা জানে না। ওদের শিক্ষা নেই। সংস্কৃতি নেই।'' কালনা থেকে ভিন রাজ্যে কাজে যাওয়া দুই কিশোরকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ উঠেছে। সোমবারই দুই তরতাজা কিশোরের নিথর দেহ গ্রামে ফিরেছে। পুজোর মধ্যে এই মর্মান্তিক ঘটনার কথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলাতেও। আজ দুর্গাপুজোর ভার্চুয়াল উদ্বোধনের সময় সেই শোকস্তব্ধ পরিবারগুলির পাশে দাঁড়ালেন মুখ্যমন্ত্রী। বললেন, ''নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে কালনার দু'টি ছেলেকে।'' মৃতদের পরিবারকে ২ লাখ টাকা করে আর্থিক সাহায্যের কথাও ঘোষণা করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ঘটনায় অভিযুক্তদের যাতে যোগ্য সাজা হয়, সেই দাবি তুলেছেন পরিবারের সদস্যরা। আজ মুখ্যমন্ত্রীও বুঝিয়ে দিলেন, এই ঘটনায় যথাযথ তদন্ত চাইছেন তিনি। শোকস্তব্ধ পরিবারগুলির উদ্দেশে মমতার বার্তা, তাঁরা যেন স্থানীয় থানায় এফআইআর দায়ের করেন। জানালেন, ''আমি চাই বিচার হোক। তাঁদের কেসটা আমি সিআইডিকে দেব।'' মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, অন্যান্য রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিকরাও যেমন এ রাজ্যে আসেন। তেমনই বাংলার থেকেও অনেকে ভিন রাজ্যে কাজ করতে যান। মমতা বললেন, ''এভাবে নির্মমভাবে হত্যা করাকে আমরা ধিক্কার জানাচ্ছি।'' ওই দুই কিশোরের বাড়ি কালনার কৃষ্ণদেবপুর পঞ্চায়েতের নতুনচর গ্রামে। পেটের তাগিদে ভিন রাজ্যে কাজ শিখতে গিয়েছিল। গুজরাটের রাজকোটে একটি গয়নার দোকানে রুপোর কাজ শিখছিল বলে পরিবারের দাবি। সম্প্রতি ওই গয়নার দোকানে চুরি হয়েছিল এবং সেই ঘটনায় মালিকের সন্দেহ গিয়েছিল ওই দুই কিশোরের দিকে। আর সেই সন্দেহের বশেই দুই কিশোরকে গোডাউনে ডেকে নিয়ে গিয়ে বেধড়ক মারধর করা হয়েছিল বলে অভিযোগ। এরপর দুই কিশোর যখন বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিল, তখন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে তাদের মৃত বলে ঘোষণা করা হয়।

বড় ঘোষণা মমতার! ১৯৭ কোটি টাকা ঋণ মকুব বাংলার লাখ লাখ কৃষকদের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ অক্টোবরঃ উৎসবের মরশুমে বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। কৃষকদের কোটি কোটি টাকার ঋণ ছাড় দেওয়ার কথা জানাল রাজ্য। বাংলা শস্য বীমা-র অধীনে চাষিদের ১৯৭ কোটি টাকা ছাড়ের ঘোষণা করা হয়েছে। চলতি বছরে বিক্ষিপ্ত বর্ষায় নাজেহাল অবস্থা হয়েছে দেশবাসীর। কোথাও অতিবৃষ্টির জেরে বন্যা তো আবার কোথাও অনাবৃষ্টি, খরার কারণে ফসলের ক্ষতি। পশ্চিমবঙ্গে চলতি বছরে বৃষ্টিপাতের ঘাটতির কারণে ধানের ফলন বিঘ্নিত হয়েছে। ফলে ঋণ নিয়ে চাষ করা লক্ষ লক্ষ কৃষক ব্যাপক ভাবে আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছেন। তাঁদের জন্যই এবার বড় ঘোষণা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের। বৃষ্টির অভাবে ক্ষতিগ্রস্থ ধান চাষিদের ঋণ মুকুব করার সিদ্ধান্ত নিলেন মমতা। নবান্ন সূত্রে খবর, বাংলার ২ লক্ষ ৪৬ হাজার কৃষক চলতি মরশুমে বৃষ্টির অভাবের কারণে ধান চাষ করতে পারেননি। তাই বাংলা শস্য বীমা-র অধীনে চাষিদের ১৯৭ কোটি টাকা ছাড়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে কৃষকদের আর কোনও টাকা দিতে হবে না। ২০১৯ সাল থেকে বাংলা শস্য বীমা চালু হয়েছে। এক্স হ্যান্ডেলে আজ খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই সুখবর জানান। কৃষি দফতর সূত্রে খবর, মূলত বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিম মেদিনীপুরের একাংশ কৃষকরাই সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

পুজোর মুখে জেলা প্রশাসনে বড় রদবদল নবান্নের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ অক্টোবরঃ ১৫৮ জন আধিকারিককে বদল করল নবান্ন। ডব্লুবিসিএস স্তরে ১২১ জনকে বদল করা হয়েছে। তার মধ্যে ৩৭ জন অতিরিক্ত জেলা শাসক বা এডিএম। ২৬ জন মহকুমা শাসক বা এসডিও রয়েছেন। তালিকায় রয়েছেন ৪০ জন আইএএস অফিসার। তবে তার মধ্যে তিন জনের দায়িত্বে বদল এসেছে। হাওড়ার অতিরিক্ত জেলা শাসক আর পুর কমিশনার এক সঙ্গে ছিলেন ধবল জৈন। তিনি শুধু কমিশনার থাকলেন। ৩৭ জনের মধ্যে ১৩ জন বদলি হয়েছে যুগ্ম সচিব পদে। ১৪ জন অতিরিক্ত জেলা শাসক পদে দায়িত্ব পেয়েছেন। অফিসার অন স্পেশ্যাল ডিউটি

পদে কর্মরত ছিলেন ১০ জন আইএএস অফিসার। তাঁদের এসডিও পদে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে নবান্নের নির্দেশিকা অনুসারে। কী কারণে এই রদবদল? পর্যবেক্ষকদের মতে, সংশ্লিষ্টদের একই পদে কার্যকালের মেয়াদ তিন বছর হয়ে গিয়েছে। সামনেই চব্বিশের নির্বাচন। সেক্ষেত্রে তার আগেই এই রদবদল প্রয়োজন ছিল। তা না হলে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের বিধি অনুযায়ী ভোটের কাজে তাঁদের কাজে লাগানো যেত না। কিছুদিন আগে ১২টি জেলার জেলাশাসক ছাড়াও জেলা পুলিশ প্রশাসনেও বড়সড় রদবদল হয়েছিল। তাঁদেরও কার্যকালের মেয়াদ একই জায়গায় তিন বছরের বেশি হয়ে গিয়েছে। এবারের বদলি-নির্দেশিকায় ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক, মহকুমাশাসক এবং অতিরিক্ত জেলাশাসক পদমর্যাদার আধিকারিকরা রয়েছেন।

মন্ত্রী-বিধায়কদের বেতন বিলে সই রাজ্যপালের, ভাতা বাড়তে নেই বাধা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ অক্টোবরঃ পুজোর মুখে সোমবার বিশেষ অধিবেশন ডাকা হয়েছিল বিধানসভায়। মন্ত্রী-বিধায়কদের বেতন বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিল নিয়ে আলোচনার জল্পনা ছিল। কিন্তু রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস সম্মতি দেননি। বিধানসভায় পেশ হলেও মন্ত্রী-বিধায়কদের বেতন বিল নিয়ে আলোচনা হয়নি। ঠিক ২৪ ঘণ্টার ব্যবধানেই মন্ত্রী বিধায়কদের বেতন ভাতা সংক্রান্ত দুটি বিলে স্বাক্ষর করে দিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। বিল দুটিতে অনুমোদন দিয়ে ছেড়ে দিল রাজভবন। সূত্রের খবর, রাজ্যপালের তরফে ইতিমধ্যেই এবিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে জানানো হয়েছে। বিধানসভার গত অধিবেশনেই পূর্ণমন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী এবং বিধায়কদের বেতন বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বেতন ও ভাতা সংক্রান্ত আইনে সংশোধনী আনতে চাইছে রাজ্য সরকার। রাজ্যের তরফে সোমবার বিধানসভায় বিল পেশ করা হয়েছিল। কিন্তু রাজ্যপাল তাতে সম্মতি দেননি। ফলে তা নিয়ে আলোচনা সম্ভব হয়নি। রাজ্যের তরফ থেকে আগেও অভিযোগ করা হয়েছিল, নবান্ন থেকে পাঠানো একাধিক ফাইল সই না করে আটকে রেখেছেন রাজ্যপাল। সেক্ষেত্রে এই বিলে রাজ্যপালের সই না করার আশঙ্কা আগে থেকেই করেছিল রাজ্যের শাসকদল। মঙ্গলবারই ওই দুটি বিলে সই করে দেন রাজ্যপাল। বিধানসভার পরবর্তী অধিবেশন ডাকা হয়েছে আগামী ৪ ডিসেম্বর। সেদিন ওই দুটি বিল নিয়ে আলোচনা হতে পারে বলে সূত্রের খবর। রাজ্যপাল সই করে দেওয়ার ফলে এই বিলটি নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে আর কোনও বাধা রইল না। তবে এই বিলটি আইনে পরিণত করতে গেলে, বিধানসভায় পাশ হয়ে ফের যেতে হবে রাজ্যপালের কাছেই। মন্ত্রী বিধায়কদের বেতন বৃদ্ধি সংক্রান্ত রাজ্যের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রথম থেকেই বিরোধিতা করেছে বিজেপি। বিধানসভাতেও তারা সোচ্চার হবেন। রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বিধানসভার বাইরে দাঁড়িয়েই স্পষ্ট করেছিলেন, বেতনের বর্ধিত অংশ দিয়ে ডিএ বৃদ্ধির দাবিতে আন্দোলনরত সরকারি কর্মীদের মঞ্চকে আইনি লড়াইয়ের জন্য সাহায্য করবেন।

এবার স্কুল বাজেয়াপ্ত করবে ইডি! বিস্ফোরক দাবি কেন্দ্রীয় সংস্থার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ অক্টোবরঃ মা শতরূপার জামিনের পর এবার জামিন চাইছেন ছেলে শৌভিক ভট্টাচার্য। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় কয়েক মাস জেলে কাটিয়ে ফেললেও, তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়নি বলেই অভিযোগ মানিক-পুত্রের। সেই মামলায় এবার একটি স্কুলের নাম প্রকাশ্যে আনল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। শতবর্ষ প্রাচীন ওই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বেআইনি লেনদেন হয়েছে বলে অভিযোগ। ইতিমধ্যেই আরও এক ব্যক্তিকে সমন পাঠানো হয়েছে এই মামলায়। বুধবার তাঁর হাজিরা দেওয়ার কথা আছে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় সংস্থা। জামিন চেয়েই হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন শৌভিক। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের বেঞ্চে চলছে সেই মামলার শুনানি। এদিন আদালতে ইডি দাবি করেছে, শৌভিক ভট্টাচার্যের প্যান নম্বরের সূত্র ধরে একটি ক্লাব এবং এই স্কুলের অ্যাকাউন্টের খোঁজ পায় ইডি। ইডি-র আইনজীবী বলেন, ''আমরা স্কুল বাজেয়াপ্ত করার প্রক্রিয়ায় রয়েছি।'' তবে ইডি জানিয়েছে, স্কুল বাজেয়াপ্ত করা মানে বন্ধ করা নয়, প্রতীকীভাবে বাজেয়াপ্ত করে ইডি। শৌভিক ভট্টাচার্যকে ইডি গ্রেফতার করেনি। আদালতের নির্দেশে তাঁকে জেল হেফাজতে পাঠানো হয়েছিল। এখন তাঁকে অযথা আটকে রেখে কী লাভ? ইডি-কে এই প্রশ্নই করেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। বিচারপতি জানতে চান, জামিন দিলেও তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা সম্ভব কি না। ইডি-র তরফে দাবি করা হয়, নতুন তথ্য পাওয়া গিয়েছে,

সেই অনুযায়ী জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। ইডি এদিন আরও দাবি করেছে, ওই স্কুলটি শৌভিক ভট্টাচার্যের ঠাকুরদা অর্থাৎ মানিক ভট্টার্যের বাবার নামাঙ্কিত, কিন্তু শৌভিক জানিয়েছেন, স্কুলের নাম তিনি জানেন না। তদন্তকারীদের দাবি, এটি একটি ১০০ বছরের পুরনো স্কুল। স্কুলের শতবর্ষ উদযাপনের সময় অনেকে অনুদান দিয়েছেন। ১ লক্ষ টাকা অনুদান দিয়েছেন বলে দাবি করেছেন শৌভিক। কিন্তু ইডি-র দাবি, ১ লক্ষ টাকা নয়, আরও অনেক বেশি টাকা স্কুলে দেওয়া হয়েছে এবং সেটি একটিই অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে। যে চেকগুলি থেকে দেওয়া হয়েছে, সেগুলির সংখ্যা পরপর বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। এ কথা শুনে শৌভিক দাবি করেন, ইডি-র অধীনেই শৌভিকের অ্যাকাউন্টগুলি রয়েছে। এই লেনদেনের মাধ্যমে শৌভিক কীভাবে লাভবান হতেন? বিচারপতির এই প্রশ্নে ইডি জানায়, এই লেনদেনের মাধ্যমে রাজনৈতিকভাবে লাভবান হতেন শৌভিক ভট্টাচার্যের বাবা মানিক ভট্টাচার্য। এটা মানিকের রাজনৈতিক উত্থানে সাহায্য করেছিল বলেও অভিযোগ। ইডি-র আরও দাবি ২০১৮ সালে টাকা আসার পরেই স্কুলের নাম বদল করা হয়েছে।

'কাজের সব হিসাব দিয়েছি, কথা দিয়ে কথা রাখি আমি!' বললেন অভিষেক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ অক্টোবরঃ এদিন মহেশতলায় একাধিক বিষয়ে মুখ খুললেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, ''ডায়মন্ড হারবারে প্রতি বছর পুজোর আগে আমি দেখা করার চেষ্টা করি। দেখা না হলে পুজো অসম্পূর্ণ হয়ে যায়। গত দু'বছর ধরে আমি আর সেভাবে পুজো উদ্বোধন করিনা। আমাদের সরকার বলেছে ধর্ম যার যার উৎসব সবার। এখন মহালয় থেকে ঠাকুর দেখার ভিড় জমে যায়। বেলা ৩'টে থেকে ঠাকুর দেখতে লোক নেমে যায়। বাংলার প্রাণের উৎসব আর চারদিনে সীমাবদ্ধ নেই।'' তিনি আরও বলেন, ''আমি বলেছিলাম আমি ব্লকে ব্লকে সভা করব। দায়িত্বপূর্ণ জনপ্রতিনিধি হিসাবে কাজ করব। ডায়মন্ড হারবারে কোভিডের সময় যদি কমিউনিটি কিচেন করে ১০ লাখ মানুষকে খাবার দিতে পারি। পুজোয় মানুষের বাড়িতে উপহার পাঠাতে পারি। রাস্তার জন্য ৩৫০০ কোটি টাকার কাজ করেছি। ৭ কিমি উড়ালপুল করা হয়েছে। বজবজ ট্রাঙ্ক রোড সংস্কার করা হয়েছে। ৫২ কোটি টাকায় কাজ হচ্ছে। মিউনিসিপ্যালিটির উদ্যোগে হাসপাতাল হয়েছে। একাধিক জল প্রকল্পের কাজ চলছে। বাইপাস রোডের কাজ চলছে।'' অভিষেক আরও বলেন, ''আমি কথা দিয়েছিলাম, যে ভাবে আমাকে আপনারা সমৃদ্ধ করেছেন। আমি রাজনৈতিক যে দায়িত্ব পালন করেছি। তার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব ডায়মন্ড হারবারের। আমি কাজের সব হিসাব ও খতিয়ান পুস্তিকা আকারে দিয়েছি। দেশে কোনও সাংসদ এটা করেনি। সরাসরি অভিযোগ আমাকে জানাতে বলেছি। আমার এক ডাকে অভিষেককে গোটা রাজ্যের মানুষ ফোন করছে। কথা দিয়ে আমি কথা রাখি।'' তৃণমূল সাংসদের দাবি, ''ব্রাজিলের কিংবদন্তি ফুটবলার রোনাল্ডিনিহো এসে খেলে গেল। ডায়মন্ড হারবারের নিজের ফুটবল ক্লাব আছে। সবাই ধর্ম দূরে রেখে আনন্দ উপভোগ করুন। সব রেজিস্টার্ড ক্লাবের পাশে দাঁড়িয়েছি। ক্লাব ও মসজিদ কমিটি উভয়ের পাশে দাঁড়িয়েছি। আমি ধর্মকে ঢাল করে রাজনীতি করিনা। ধর্মকে আমি বাড়িতে রেখে রাজনীতি করি। পুজো সবার ভালো কাটুক। এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রেখে পুজো পালন করুন।''

বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের পর্যবেক্ষণ

বিশ্বভারতীর ভিসি-কে অবিলম্বে অপসারণ করা উচিত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ অক্টোবরঃ বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীকে অবিলম্বে দায়িত্ব থেকে অপসারণ করা উচিত, পর্যবেক্ষণ কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের। বিশ্বভারতীর পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক ও বিজ্ঞানী মানস মাইতির এক মামলায় এই মন্তব্য করেন বিচারপতি। অধ্যাপক মানস মাইতি সার্নের একটি প্রোজেক্টের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। ২০০৫ সাল থেকে ওই প্রোজেক্টের সঙ্গে যুক্ত তিনি। এদিকে ২০২১ সালে বিশ্বভারতীর একটি ঘটনার প্রেক্ষিতে উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী তাঁকে শোকজ করেছিলেন এবং শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ তোলেন। ওই অধ্যাপকের বিরুদ্ধে ২০২২ সালে সার্নকে একটি চিঠি লিখেছিলেন বিদ্যুৎবাবু। বিদ্যুৎবাবুর বক্তব্য ছিল, ওই অধ্যাপকের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ রয়েছে। তাই ওই অধ্যাপককে সার্নের প্রোজেক্ট থেকে সরানোর দাবি জানিয়েছিলেন উপাচার্য। ইতিমধ্যে বিশ্বভারতীর অধ্যাপক মানস মাইতি সার্নের যে প্রোজেক্টে কাজ করতেন, সেটি কর্তৃপক্ষ বাতিল করেছে। এমন অবস্থায় হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন তিনি। বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের এজলাসে সেই মামলা ওঠে। আজ মামলার শুনানির সময় বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, বিশ্বভারতীর উপাচার্যকে অবিলম্বে অপসারণ করা উচিত। যদিও আলাদা করে কোনও নির্দেশ দেননি বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। শুধুমাত্র ওই অধ্যাপক যাতে সংশ্লিষ্ট প্রোজেক্টে কাজ করতে পারেন, সেই মতো প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি। বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের একক বেঞ্চ এদিন নির্দেশ দিয়েছে, আগামী সাতদিনের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়কে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, যাতে ওই

অধ্যাপক মানস মাইতি ফের সার্নের প্রোজেক্টে অংশগ্রহণ করতে পারেন। এদিকে বিচারপতির এদিনে পর্যবেক্ষণের বিষয়ে বিশ্বভারতীর উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা হলেও, তাঁর কোনও প্রতিক্রিয়া এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। আবার বিচারপতির পর্যবেক্ষণ নিয়ে উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীকে খোঁচা দিয়েছেন বিজেপির জাতীয় সম্পাদক অনুপম হাজরা। সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি লেখেন, বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো মানুষও প্রকাশ্যে বলছেন বিশ্বভারতীর ভিসি-কে সরানো উচিত। আর উপাচার্য পৌষ-মেলা, বসন্ত উৎসব বন্ধ করে অতি-বিজেপি সেজে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন দিল্লিতে যদি মেয়াদকালটাকে একটু বাড়ানো যায়।

দাদাসাহেব ফালকে সম্মান পেয়ে চোখে জল ওয়াহিদার

নয়াদিল্লি, ১৭ অক্টোবরঃ আগস্ট মাসেই ঘোষিত হয়েছিল ৬৯তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রাপকদের তালিকা। অবশেষে নবরাত্রির আবহে বিজয়ীদের হাতে উঠল সেরার শিরোপা। আলিয়া থেকে আল্লু, কৃতী থেকে মাধবনরা এদিন চলচ্চিত্র পুরস্কার গ্রহণ করলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর হাত থেকে। চলতিবার ভারতী চলচ্চিত্রে সর্বোচ্চ পুরস্কার, দাদাসাহেব ফালকে-তে সম্মানিত হলেন ষাট ও সত্তরের দশকের সাড়া জাগানো নায়িকা ওয়াহিদা রহমান। ক্রিম রঙা শাড়িতে ঝলমলে ৮৫ বছর বয়সী অভিনেত্রী। পুরস্কার হাতে আবেগতাড়িত তিনি, চোখ ছলছল করে উঠল তাঁর। 'গাইড', 'প্যায়াসা', 'কাগজ কে ফুল', 'চৌদভি কা চান্দ'-সহ অজস্র হিট ছবির লিডিং লেডি হিসাবে দর্শক দেখেছে তাঁকে। পদ্মভূষণ, পদ্মশ্রী সম্মানে আগেই ভূষিত হয়েছেন ওয়াহিদ, এবার মিলল চলচ্চিত্রের সবচেয়ে সম্মানীয় পুরস্কার। এদিন নয়া দিল্লির বিজ্ঞানভবনে বসেছিল পুরস্কারের বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয়য় তথ্য-সম্প্রচার মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর। লাল গালিচায় দূরদর্শনকে অভিনেত্রী বলেন, এই পুরস্কার তাঁর কাছে বিরাট সম্মানের। তরুণ প্রজন্মকে নিজেদের স্বপ্নের পথে অবিচল থাকার উপদেশ দেন ওয়াহিদা, আর এই পুরস্কার উৎসর্গ করেন গোটা বলিউড ইন্ডাস্ট্রিকে। এদিনের অনুষ্ঠানের অন্যতম হাইলাইট ছিল বিয়ের শাড়িতে আলিয়ার পুরস্কার গ্রহণ। বরকে সঙ্গে নিয়েই এদিনের আসরে হাজির ছিলেন 'গঙ্গুবাই কাথিয়াওয়াড়ি' আলিয়া। নিজের ওয়াড্রব থেকে পুরোনো পোশাক পরতে বরাবরই স্বচ্ছন্দ আলিয়া, এদিন নায়িকার ঢালাও প্রশংসা সোশ্যাল মিডিয়ায়। অন্যদিকে কালো রঙা বন্ধগলায় দেখা মিলল তাঁর হ্যান্ডসাম বরের। চলতিবার আলিয়ার সঙ্গে 'মিমি' ছবির জন্য সেরা অভিনেত্রীর

পুরস্কার ভাগ করে নিয়েছেন কৃতি শ্যানন। সেরা অভিনেতা নির্বাচিত হয়েছেন 'পুষ্পা' আল্লু অর্জুন। পদ্ম-পুরস্কারের পর জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের মঞ্চেও পুরস্কৃত করণ জোহর। 'শেহশাহ' ছবির জন্য সম্মানিত প্রযোজক করণ। অন্যদিকে সেরা অভিনেতার পুরস্কার হাতছাড়া হলেও ভিকি কৌশল অভিনীত সর্দার উদম সিং-এর হাতে উঠল সেরা হিন্দি ছবির পুরস্কার। সেরা চলচ্চিত্রের পুরস্কার গিয়েছে আর মাধবনের ছবি 'রকেট্রি-দ্য নম্বি এফেক্ট'-এর ঝুলিতে। এদিন সেরা ছবি কিংবা সেরা অভিনেতার পুরস্কার হাতছাড়া হলেও রাজামৌলীর 'আরআরআর'-এর ঝুলিতে গিয়েছে সর্বোচ্চ ৬টি জাতীয় পুরস্কার। সহ-অভিনেতা হিসেবে পুরস্কৃত হয়েছেন পঙ্কজ ত্রিপাঠী। শ্রেষ্ঠ গায়িকা হিসাবে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার গ্রহণ করেন শ্রেয়া ঘোষাল। লাল শাড়িতে এদিন ঝলমল করলেন বাঙালি গায়িকা।

পুজোর ভিড় সামাল দিতে তৎপর মেট্রো

নোয়াপাড়ায় জোর কদমে চলছে রেকগুলির স্বাস্থ্য পরীক্ষা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ অক্টোবরঃ পুজোয় বাড়ছে ভিড়। গতবারের তুলনায় বাড়ছে রাস্তায় যানজট। তাই যাতায়াত, ঠাকুর দেখার জন্য মানুষের কাছে প্রধান অস্ত্র মেট্রো। সেই মেট্রো পুজোর জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। এদিকে পুজোর আগে শপিং মুখী মানুষের ভিড় সামাল দিতে গত মাস থেকেই স্পেশ্যাল মেট্রো চলেছে। চলেছে শেষ ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত। পুজোতেও রাতভর চলবে স্পেশ্যাল মেট্রো। এদিকে কয়েকদিন আগেই আমার সিগন্যালিংয়ের সমস্যার জন্য শ্যামবাজারের কাছে দেখা গিয়েছিল মেট্রো বিভ্রাট। দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে গিয়েছিল একাধিক মেট্রো। তাই পুজোয় এই সমস্যার পুনরাবৃত্তি

যাতে না দেখা যায় সে জন্য তৎপরতা বাড়ানো হয়েছে কলকাতা মেট্রোর তরফে। বেশ কিছু বিষয়ে দেওয়া হচ্ছে বিশেষ নজর। ● প্রতিটি রেকের সমস্ত কোচের মোটরিং এবং ব্রেকিং সিস্টেম চেক করা হচ্ছে। ● জরুরি আলো, যাত্রীদের অ্যালার্ম, সিগন্যাল বেল, দরজার সতর্কতা বেল, মার্কার এবং টেইল ল্যাম্প, হেডলাইট, ক্যাব লাইট (গার্ড এবং ড্রাইভার), উভয় ড্রাইভিং ক্যাব থেকে ফ্ল্যাশার টেস্ট করা হচ্ছে। ● ইনভার্টার এবং আউটপুট চেকিং, ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক জনিসপত্র সব ঠিকঠাক আছে কিনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ● হর্ন, ওয়াইপার, ব্রেকের অবস্থা পরীক্ষা করা হচ্ছে। ● জরুরি ব্রেকিং সিস্টেমও টেস্ট করা হচ্ছে। ● সমস্ত দরজার অপারেশন ঠিকঠাক আছে কিনা তাও চেকিং করা হচ্ছে। ● মেট্রোর ভিতরে যাত্রীদের জন্য মাইকিং ও ডিসপ্লেতে স্টেশনের তথ্য দেখানো হয় তা ঠিকঠাক আছে কিনা দেখানো হচ্ছে। বর্তমানে, উত্তর-দক্ষিণ মেট্রোতে ১৬টি মেধা রেক, ১৩টি আইসিএফ রেক এবং ১টি ডালিয়ান রেক চালু রয়েছে। সমস্ত মেট্রো রেকগুলির রক্ষণাবেক্ষণের কাজ চলছে নোয়াপাড়ার মেট্রো কারশেডে।

পুজোতে কলকাতা বাসীর জন্য রইলো বড়ো সুখবর,চালু হয়ে গেল ‘ যাত্রা সাথী’

দুরন্ত বার্তা, ডিজিটাল ডেস্কঃ তথ্যপ্রযুক্তি দফতর এবং কলকাতা পুলিশের উদ্যোগে হলুদ ট্যাক্সি এবং অ্যাপ-ক্যাবের সরকারি অ্যাপ ‘যাত্রী সাথী’-র সূচনা হল সোমবার। ভার্চুয়াল মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ওই অ্যাপের উদ্বোধন করবেন বলে সূত্রের খবর। একযোগে হাওড়া স্টেশন, হাজরা মোড় এবং কলকাতা বিমানবন্দরে ওই অ্যাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হওয়ার কথা।প্রায় মাস ছয়েক ধরে পাইলট প্রকল্পের আওতায় অ্যাপ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলার পরে পুজোর আগে এর সূচনা হচ্ছে। যাত্রীদের কাছে একে জনপ্রিয় করে তুলতে প্রথম থেকেই বড় মাপের প্রস্তুতি নিয়ে নামছে তথ্যপ্রযুক্তি দফতর এবং কলকাতা পুলিশ। সূত্রের খবর, এই সরকারি অ্যাপের প্রচারের জন্য ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে অভিনেতা দেবকে। ইতিমধ্যেই তাঁকে নিয়ে বিজ্ঞাপনের ছবি তোলা হয়েছে। শহরের প্রায় ৫০০টি মণ্ডপে অ্যাপের প্রচারে বিশেষ উদ্যোগী হয়েছে সংশ্লিষ্ট পক্ষ। পুজোর সময়ে ক্যাবের চাহিদা আকাশছোঁয়া হয় বলেই অ্যাপ চালু করার জন্য পুজোকেই সেরা মঞ্চ হিসেবে দেখা হচ্ছে। গুগল প্লে স্টোর ছাড়াও অ্যাপল স্টোর এবং ও এনডিসি প্ল্যাটফর্মে এই অ্যাপ পাওয়া যাচ্ছে।পুজোর মুখে এই অ্যাপ শুরু হলে বাজারে চালু থাকা চার-পাঁচটি অ্যাপ পরিষেবার দিক থেকে কঠিন প্রতিযোগিতার মুখে পড়তে পারে। সূত্রের খবর, নতুন অ্যাপে কমিশন নামমাত্র হওয়ায় ভাড়ার হার কম হবে। চালকেরাও বেশি টাকা পাবেন। ইতিমধ্যে ট্যাক্সিচালকদের একাধিক সংগঠন এই অ্যাপ ব্যবহারে আগ্রহী হয়েছে। এআইটিইউসির ট্যাক্সি এবং অ্যাপ-ক্যাব চালক সংগঠনের নেতা নওলকিশোর শ্রীবাস্তব বলেন, ‘ ট্যাক্সিচালকদের জীবিকায় নতুন করে অক্সিজেন জোগাবে বলে আশা। নতুন অ্যাপ সরকার পরিচালনা করুক। এর রক্ষণাবেক্ষণ সরকারি নজরদারিতে হওয়া জরুরি।’’

দ্বিতীয় বর্ষের বস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি আজ অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে সুসম্পন্ন

কলকাতা,১৭অক্টোবরঃসোনারপুরের রূপনগর ওয়েলফেয়ার সোসাইটি তাদের দ্বিতীয় বর্ষের বস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি আজ অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে সুসম্পন্ন করল। এবছর সর্বমোট দেড়শো জন দু ঃস্থ ও অভাবী মানুষের হাতে সম্পূর্ণ নতুন বস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। প্রসঙ্গত অবশ্য উল্লেখ্য যে সোসাইটির আজীবন সদস্য ও অত্যন্ত হৃদয়বান, দানশীল মানুষ শ্রদ্ধেয় বিনয় কৃষ্ণ মুখার্জীর অহৈতুকী পৃষ্ঠপোষকতায় এই কর্মসূচিটি সুসম্পন্ন হয়। এই দেড়শো জন মানুষের মধ্যে একশো কুড়ি জন মহিলাকে শাড়ি এবং তিরিশ জন পুরুষকে লুঙ্গি প্রদান করা হয়। গতবার সোসাইটি একশো জন দু ঃস্থ মহিলাকে নতুন বস্ত্র প্রদান করেছিল। এবার সোসাইটি পাঁচটি সংগঠনকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। সেগুলি হলো - চাঁদপুর খেয়ালী সংঘ, অরবিন্দ নগর কালচারাল সোসাইটি, আশা কালচারাল সোসাইটি, সোনারপুর উদ্যোগ পরিবার এবং রূপনগর ভ্যান- টোটো ইউনিয়ন। সোসাইটির প্রধান উপদেষ্টা শ্রী মনোরঞ্জন পাইক, সোসাইটির সভাপতি শ্রী ছত্রধর বিশ্বাস, সোসাইটির প্রবীণতম সদস্য শ্রী রাধাকৃষ্ণ দাস এবং চাঁদপুর খেয়ালী সংঘের সম্পাদক শ্রী অর্জুন মন্ডল, রূপনগর ওয়েলফেয়ার সোসাইটির বর্তমান সম্পাদক শ্রী শান্তিনাথ দে তাদের বক্তব্যে মহান দানবীর বিনয় বাবুর এই মহতী ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেন। বিনয় বাবু তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে সোসাইটির প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। সোসাইটির পক্ষ থেকে প্রত্যেক গ্রহীতার হাতে নতুন বস্ত্রের পাশাপাশি একটি করে মিষ্টির প্যাকেট ও সামান্য অর্থ সাহায্য করা হয়। এই দেড়শো জনের বাইরেও কিছু মানুষ নতুন বস্ত্রের আশায় সোসাইটির কাছে দরবার করেন কিন্তু তাদের কাছে নির্দিষ্ট কুপন না থাকায় তাদেরকে এই প্রীতি উপহার প্রদান করা সম্ভব হয়নি। সোসাইটি এই অপরাগতায় খুবই বিব্রত ও অসহায় বোধ করেছে। সোসাইটির কর্মকর্তারা অনুভব করেছেন যে গ্রহীতার সংখ্যা যতই বা।ানো হোক এ নিরন্ন দেশে তা কখনই পর্যাপ্ত হবে না। তবে আশা করা যায় আগামী বছর এই সংখ্যাটা সামান্য হলেও বাড়বে এবং আরও কিছু দু ঃস্থ মানুষের মুখে হাসি ফোটানো যাবে।

আগামী কয়েক দশকে বিশ্বের শীর্ষ পাঁচটি জাহাজ নির্মাণ দেশগুলির মধ্যে একটি হতে চলেছে ভারতঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৭ অক্টোবরঃ আগামী কয়েক দশকে বিশ্বের শীর্ষ পাঁচটি জাহাজ নির্মাণ দেশগুলির মধ্যে একটি হতে চলেছে ভারত। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, আমাদের মন্ত্র হল মেক ইন ইন্ডিয়া, মেক ফর ওয়ার্ল্ড। আসন্ন সময়ে আমরা দেশের বিভিন্ন জায়গায় জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত কেন্দ্র গড়ে তুলতে চলেছি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মঙ্গলবার গ্লোবাল মেরিটাইম ইন্ডিয়া সামিট-২০২৩- এর ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করেছেন। এই সম্মেলন চলতি মাসের ১৯ তারিখ অবধি চলবে। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী ভারতের সমুদ্র অর্থনীতির বিষয়ে অমৃত কাল ভিশন ২০৪৭-এর একটি দীর্ঘকালীন ব্লুপিন্ট -এর উদ্বোধন করেন। এই ব্লুপ্রিন্ট -এ বন্দর, সুস্থায়ী ব্যবস্থাপনা ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার বিষয়গুলির উল্লেখ করা আছে।প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, এখনকার ভারত আগামী ২৫ বছরের মধ্যে একটি উন্নত দেশ হওয়ার লক্ষ্যে কাজ করছে। আমরা প্রতিটি সেক্টরে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনছি। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, ইতিহাস সাক্ষী আছে, যখনই ভারতের সামুদ্রিক সক্ষমতা শক্তিশালী হয়, তখনই দেশ ও বিশ্ব উপকৃত হয়...গত ৯-১০ বছর ধরে, এই সেক্টরকে শক্তিশালী করার জন্য আমরা একটি নীতিনির্ধারিত পদ্ধতিতে কাজ করে যাচ্ছি...জি-২০ চলাকালীন শীর্ষ সম্মেলনে, ভারত-মধ্যপ্রাচ্য-ইউরোপ অর্থনৈতিক করিডোর নিয়ে একটি ঐতিহাসিক চুক্তি হয়েছিল।

পুজোর আগে গঙ্গারামপুর থানার সামনে ফোয়ারা উদ্বোধন হতে চলেছে, খুশি শহরবাসী

জয়দীপ মৈত্র,দক্ষিণ দিনাজপুঃ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর পৌরসভার উদ্যোগে শহরের সৌন্দর্যায়নের স্বর্ণ মুকুটে ফের আরেকটি নতুন পালক সংযোজন হতে চলেছে। মূলত, গঙ্গারামপুর পৌরসভার পৌরপিতা প্রশান্ত মিত্রের উদ্যোগে গঙ্গারামপুর থানার সামনে একটি ফোয়ারার ব্যবস্থা করেছেন। বুধবার সেটির উদ্বোধন হতে চলেছে। প্রসঙ্গত, পুজোর আগেই গঙ্গারামপুর শহরের বাসিন্দাদের উপহার দিতেই পৌরপিতা প্রশান্ত মিত্রের এই উদ্যোগ। যে খবর শুনতেই শহরের বাসিন্দাদের মধ্যে খুশির আবহাওয়া তৈরী হয়েছে। উল্লেখ্য, বিগত কয়েক বছরে গঙ্গারামপুর পৌরসভার পৌরপিতা প্রশান্ত মিত্র শহরকে সৌন্দদর্যায়নের চাদরে মুড়ে চিত্র বদলে ফেলেছেন। এই বিষয়ে গঙ্গারামপুর পৌরসভার পৌরপিতা প্রশান্ত মিত্র জানান, গঙ্গারামপুর পৌরসভার তরফে শহরের বাসিন্দাদের পুজোর আগে উপহার দিতে এই প্রয়াস। বরাবরের মতন ফের গঙ্গারামপুর শহরের সৌন্দর্যায়নের স্বর্ণ মুকুটে আরেকটি নতুন পালক সংযোজন হতে চলেছে আমরা গঙ্গারামপুর থানার সামনে একটি ফোয়ারার ব্যবস্থা করেছি যা বুধবার উদ্বোধন হতে চলেছে এবং আগামীতে আরও অনেক কাজ রয়েছে গঙ্গারামপুর শহরকে ঢেলে সাজাতে আমরা গঙ্গারামপুর পৌরসভা কাজ শুরু করেছি। গঙ্গারামপুর শহরের সৌন্দর্যায়নের স্বর্ণ মুকুটে আরও একবার নতুন পালক সংযোজন হতে চলেছে তা বলাই বাহুল্য।

আবার র‍্যাগিং যাদবপুরে ইউজিসি-র হেল্পলাইনে জানানো হল অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, ডিজিটাল ডেস্কঃ আবারও র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ উঠল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে, প্রসঙ্গত, মাস দুয়েক আগে র‍্যাগিংয়ের জেরে যে ছাত্রমৃত্যু নিয়ে উত্তাল হয়েছিল রাজ্য। আবার ও সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে সেই একই অভিযোগ উঠল। তবে এবার একটি নয়, দু’টি এমন ঘটনা ঘটেছে বলে সূত্রের খবর। যদিও মনে করা হচ্ছে সেই দু’টি ঘটনার মধ্যে একটি ছাত্রমৃত্যুর ঘটনার অনেক আগেই ঘটেছে। তার অভিযোগ সামনে এসেছে সম্প্রতি। ঘটনাগুলি নিয়ে প্রশাসনিক তপরতার অভাব দেখা গিয়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। আরও অভিযোগ, এই প্রশাসনিক গড়িমসির কারণেই অগস্টের ছাত্রমৃত্যুর ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে এখনও পর্যন্ত নির্দিষ্ট কোনও ব্যবস্থা নেওয়া যায়নি।নতুন করে দু’টি র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ ইউজিসি-র হেল্পলাইনে জানানো হয়েছে। সেখান থেকে তা বিশ্ববিদ্যালয়কে জানানো হয়েছে। সূত্রের খবর, এই দুই র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কী পদক্ষেপ করেছে, তা নিয়ে সোমবার ইউজিসি-র পক্ষ থেকে কর্তৃপক্ষের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে।সূত্রের খবর, র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ দু’টি নিয়ে জরুরি ভিত্তিতে অ্যান্টি র‍্যাগিং স্কোয়াডের মিটিং ডাকতে চেয়েছিলেন এই স্কোয়াডের চেয়ারম্যান, ‘ টেকনোলজি’ বিভাগের অধ্যাপক সন্ময় কর্মকার। কিন্তু প্রশাসনিক টালবাহানায় সেই বৈঠক ডাকা হয়নি, এমন অভিযোগ করে সোমবার তিনি অন্তর্বর্তী উপাচার্য বুদ্ধদেব সাউকে চিঠিও দেন। এই পরিস্থিতিতে তিনি স্কোয়াডের চেয়ারম্যান পদে কেন থাকবেন, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন।সূত্রের খবর সাম্প্রতিক র‍্যাগিংয়ের দু’টি ঘটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও হস্টেলে ঘটেনি। ঘটেছে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসেই। একটি ঘটেছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মেন ক্যাম্পাসে অর্থনীতি বিভাগের বর্তমানে তৃতীয় বর্ষের পড়ুয়ার সঙ্গে। অন্যটি ঘটেছে সল্টলেক ক্যাম্পাসে এক কনস্ট্রাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়ার সঙ্গে। এই ঘটনা চলতি শিক্ষাবর্ষে ঘটেনি বলেই খবর। তবে এ মাসে এই ঘটনা দু’টি নিয়ে অভিযোগ জানানো হয়েছে।সূত্রের খবর, অন্তর্বর্তী উপাচার্যকে সন্ময় জানিয়েছেন, ১৩ অক্টোবর তিনি র‍্যাগিংয়ের অভিযোগের বিষয়ে জানতে পেরে দ্রুত অ্যান্টি র‍্যাগিং স্কোয়াডের বৈঠক ডাকার জন্য সচেষ্ট হন। বিষয়টি স্কোয়াডের আহ্বায়ককে জানান। অন্তর্বর্তী উপাচার্যের দফতর, সহ-উপাচার্য, রেজিস্ট্রারকে ই-মেল করেও তিনি কোনও সদর্থক সাড়া পাননি। ডিন অব স্টুডেন্টসও এই বিষয়ে জেনেছিলেন। এ দিন গোটা বিষয় নিয়ে অন্তর্বর্তী উপাচার্যকে প্রশ্ন করা হলে তিনি অবশ্য কোনও মন্তব্য করতে চাননি।অগস্টে ছাত্রমৃত্যুর ঘটনায় গঠিত তদন্ত কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী, দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বারবার বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন মহল থেকে দাবি উঠছে। কিন্তু ওই ঘটনার পরে দু’মাসের বেশি অতিবাহিত হয়ে গেলেও এখনও কোনও রকম পদক্ষেপ কর্তৃপক্ষ করেননি। এর মধ্যে অ্যান্টি র‍্যাগিং স্কোয়াডের বৈঠকে এই তদন্ত কমিটির বিভিন্ন সুপারিশ গ্রহণের পাশাপাশি বিষয়গুলি দ্রুত বাস্তবায়নের দাবি উঠেছিল।সোমবার স্কোয়াডের পর্যবেক্ষণ নিয়ে আলোচনা হয় অ্যান্টি র‍্যাগিং কমিটির বৈঠকে। কিন্তু সেখানে কোনও পদক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত হয়নি বলেই খবর। এরই মধ্যে আবারও দু’টি র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ প্রশাসনিক গড়িমসির। বুধবার বিশ্ববিদ্যালয়ে ছুটি পড়ে যাচ্ছে। ক্যাম্পাসে অনেকেরই বক্তব্য, দীর্ঘসূত্রিতার জেরে বিষয়গুলিকে এরপর গুরুত্বহীন করে দেওয়া হবে। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির (জুটা) সাধারণ সম্পাদক পার্থপ্রতিম রায় এ দিন বলেন, ‘ অগস্ট ছাত্রমৃত্যুর ঘটনার পরেও কর্তৃপক্ষ দোষীদের শাস্তির ক্ষেত্রে ইচ্ছে করে টালবাহানা করছেন। ওই ঘটনা থেকে কর্তৃপক্ষ যে কোনও শিক্ষাই নেননি, এই ঘটনা আরও একবার তা প্রমাণ করে দিল।’’

পুজোর মরসুমে পুলিশ আধিকারিকদের বিশেষ বার্তা সিপি-র

দুরন্ত বার্তা,১৭অক্টোবরঃ পুজোর কটা দিন যাতে শহরে আইন শৃঙ্খলা বজায় থাকে এবং পুজো পরিদর্শনে আগত দর্শনার্থীরা সকলেই যাতে নির্বিঘ্নে পুজোর কটা দিন কাটাতে পারে তার জন্য কলকাতা পুলিশ বাহিনীকে নির্দেশ দিলেন কলকাতার নগরপাল বিনীত গোয়েল। সোমবার আলিপুর বডিগার্ড লাইন্সে পুজোর শহরের পুলিশি ব্যবস্থা নিয়ে বৈঠক করেন তিনি। সেখানেই উপস্থিত পুলিশ আধিকারিকদের এই নির্দেশ দেন নগরপাল। এমনকি, যে সমস্ত পুলিশকর্তা ও আধিকারিকদের পুজোয় প্রথম বার ডিউটি পড়েছে, তাঁদেরও একাধিক বার এলাকা ঘোরার নির্দেশ দেন তিনি।এ বছর চতুর্থী থেকে শহরের রাস্তায় অতিরিক্ত পুলিশ নামানো হচ্ছে বলে কলকাতা পুলিশ জানিয়েছে। লালবাজার সূত্রে জানা গিয়েছে, চতুর্থীতে শহরে অতিরিক্ত চার হাজার পুলিশকর্মীকে মোতায়েন করা হলেও পঞ্চমী থেকে নবমী পর্যন্ত তাঁদের সংখ্যা থাকবে দ্বিগুণ। ওই পাঁচ দিন শহরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে রাস্তায় থাকবেন আট হাজার পুলিশকর্মী। এ ছাড়া, ট্র্যাফিক পুলিশের কয়েক হাজার অতিরিক্ত কর্মীও রাস্তায় মোতায়েন থাকবেন বলে লালবাজার জানিয়েছে। সব মিলিয়ে পুজোর ক’দিন শহরের রাস্তায় পুলিশকর্মীর মোট সংখ্যা ১৪ হাজার ছাড়াতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।পাশাপাশি, শহরের নিরাপত্তার দায়িত্বে ১৮ জন উপ-নগরপাল পদমর্যাদার পুলিশকর্তা থাকবেন। থাকবেন ৮২ জন সহকারী নগরপাল পদমর্যাদার আধিকারিকও। এ ছাড়া ২০০ জন ইনস্পেক্টরও রাস্তায় থাকবেন পুজোর ক’দিন। শহর জুড়ে প্রায় ৫১টি নজর-মিনার প্রস্তুত রাখা হচ্ছে। থাকছে ৩০টি অ্যাম্বুল্যান্স, ১৬টি কুইক রেসপন্স টিমও। গঙ্গার ঘাটগুলিতে থাকছে অতিরিক্ত বন্দোবস্ত। লালবাজারের এক পুলিশকর্তা বললেন, ‘ দিনে যানশাসনই অন্যতম চ্যালেঞ্জ। রাস্তায় পুলিশ নামানোর পাশাপাশি ক্যামেরাতেও নজরদারি চলবে।’’ এ দিন পুজোর শহরে নিরাপত্তা ও ট্র্যাফিক

উৎসবের মরসুমে শিকেয় পঠনপাঠন, অগ্রিম ছুটি স্কুলে স্কুলে

দুরন্ত বার্তা,১৭অক্টোবরঃ মহালয়ার দিন থেকেই শহরের বেশ কিছু পুজো মণ্ডপ খুলে গিয়েছে। দর্শনার্থীদের ভিড় জমতে শুরু করেছে মন্ডপে মন্ডপে। শহরের বেশ কিছু স্কুল কর্তৃপক্ষ জানাচ্ছেন, এত আগে পুজো শুরু হয়ে যাওয়ায় রীতিমতো বিপাকে পড়েছে পড়ুয়ারা। পুজোর ছুটি পড়ার আগেই বন্ধ করে দিতে হচ্ছে স্কুল। অথচ, সরকারি স্কুলের নিয়ম অনুযায়ী, ছুটি পড়ার কথা পঞ্চমী থেকে। তবে বর্তমানে যা পরিস্থিতি, তাতে চতুর্থী পর্যন্ত খোলা রাখা নিয়েই সংশয়ে বেশ কিছু স্কুল।কলেজ স্ট্রিট চত্বরে রয়েছে হিন্দু, হেয়ার, সংস্কৃত কলেজিয়েটের মতো স্কুল। একটু দূরেই বেথুন কলেজিয়েট স্কুল। পড়ুয়াদের অভিভাবকেরা জানাচ্ছেন, কলেজ স্ট্রিট এলাকার একাধিক বড় পুজোকে কেন্দ্র করে রাস্তাঘাটের যা পরিস্থিতি, তাতে তাঁরা ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠাতে ইচ্ছুক নন। হিন্দু স্কুলের এক পড়ুয়ার অভিভাবক রাজা সাহা সোমবার বললেন, আজ থেকেই যা ভিড়, মনে হচ্ছে, পুজো শুরু হয়ে গিয়েছে। বেশির ভাগ মণ্ডপও খুলে গিয়েছে। বিজ্ঞাপনী হোর্ডিংয়ের জন্য ফুটপাত দিয়ে হাঁটা যাচ্ছে না। রাস্তায় গাড়িও বেড়ে গিয়েছে। এত আগে পুজো শুরু করার মানে কী?’’ হেয়ার স্কুলের নবম শ্রেণির এক পড়ুয়ার অভিভাবক প্রসেনজি বসু বললেন, আগে ষষ্ঠী থেকে পুজো দেখা শুরু হত। এখন মহালয়া থেকেই শুরু হচ্ছে। তা হলে পুজোর ছুটিও এগিয়ে আনা হোক। স্কুলের সামনে যে ভাবে তারস্বরে মাইক বাজছে, পঠনপাঠন কি সম্ভব? যানজটে ওদের বাড়ি ফিরতেও দেরি হচ্ছে। উৎসব শুরু হয়ে যাওয়ায় বেশ কিছু রাস্তা ‘ এন্ট্রি’ হয়ে গিয়েছে।যানজটের জেরে স্কুলবাসে করে বাড়ি ফিরতে পড়ুয়াদের এতটাই দেরি হচ্ছে যে, প্রাথমিক স্তরে স্কুলের সময় কমিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছে সাউথ পয়েন্ট। আবার নির্দিষ্ট সময়ের আগেই পুজোর ছুটি দিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন বলে জানালেন বাঙুরের

২০২৩ এর নোবেল প্রাইজ বিজয়ীদের নিয়ে ভবিষ্যত বাণী

প্রণব কুমার ভট্টাচার্যঃকলকাতাঃ ২০২৩ এর নোবেলপ্রাইজ গত ২ অক্টোবর ২০২৩ থেকে ঘোষণা করতে শুরু করেছিল সুইডেন, স্টকহোমের নোবেল প্রাইজ অর্গানাইজেশন ,মেডিসিন বা ফিজিওলজির জন্য প্রাইজ থেকে শুরু করে পরপর পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন বিজ্ঞান, সাহিত্য, শান্তির জন্য আর ৯অক্টোবরে শেষ হয়েছে ইকোনমিকস এর জন্য সুইডিশ রিসব্যাংক প্রাইজ ফর ইকোনমিকস সাইন্স ইন মেমোরি অফ আলফ্রেড নোবেল দিয়ে। এই নোবেল প্রাইজ ঘোষণার অনেক আগেই , এবং ঘোষনার আগের দিনও নোবেল প্রাইজ অর্গানাইজেশন,সুইডেন, স্টকহোম, তাদের অফিসিয়াল টুইটার অ্যাকাউন্টে বা তাদের ফেস বুক অ্যাকাউন্টে সারা পৃথিবীর লোকজনের কাছেই জানতে চান যে সেই বছরে কারা কারাই বা হতে পারেন নোবেল প্রাইজ বিজয়ী এবং সেটা নোবেল ফাউন্ডেশন তাদের টুইটার বা ফেসবুক অ্যাকাউন্টে অফিসিয়ালি পোস্ট করে। উত্তর দিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিরা সারা পৃথিবীর যে কোনো জায়গা থেকেই নোবেল প্রাইজ অর্গানাইজেশনর ফেস বুক বা টুইটার অ্যাকাউন্টে প্রথমে জইন করে পোস্টের কমেন্ট বা রিপ্লাইতে নাম প্রপোজ বা প্রেডিক্ট করতে পারেন। এবং নোবেল প্রাইজ অর্গানাইজেশনের থেকে দায়িত্বে থাকা কিছু ব্যক্তি এই পোস্ট গুলোর কমেন্ট বা রিপ্লাই মডারেট করেন। মডারেট করবার পরে যদি আপনার করা পোস্ট সেখানে দেখা যায়, তাহলে সেটা নোবেল প্রাইজ অর্গানাইজেশন অ্যাকসেপ্ট করেছেন। অবাঞ্ছিত পোস্ট গুলোকে ওনারা ঢেকে দেন বা সরিয়ে দেন।প্রফেসর ডাক্তার প্রণব কুমার ভট্টাচার্য প্রতি বছরের মতো এই ২০২৩ সালেও তার পছন্দের বিজ্ঞানীদের যারাযারা ওনার মতে যোগ্য নোবেল প্রাইজ পেতে তাদের নাম পোস্ট করেছিলেন এবং কেনো তাদের পাবার সম্ভবনা বেশী সেটাও উনি বলেছিলেন এবং কোন কাজের জন্য তারা পেতে পারেন সেটাও বলেছিলেন। বলা যেতে পারে ভবিষ্যত বাণী করেছিলেন যা তিনটে ক্ষেত্রে মিলে গেছে।মেডিসিন বা ফিজিওলজিতে ২০২৩ এর নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন যদিও Prof Katalin Karik2 এবং Prof Drew Weissman তাদের ডডঙগক টেকনোলজির সাহায্যে কোভিদ্ -১৯ ভাইরাস এর BionTech কোম্পানির করা ভ্যাকসিন তৈরি করবার জন্য।যদিও প্রফেসর ডাক্তার প্রণব কুমার ভট্টাচার্য নোবেল প্রাইজ অর্গানাইজেশনের অফিসিয়াল টুইটার অ্যাকাউন্টে প্রেডিকশন করেছিলেন এবং তার পছন্দদ ছিলো যে এই বছরের মেডিসিনের নোবেল প্রাইজ স্লিপ মেডিসিনের জন্য নির্দিষ্ট তিন বিজ্ঞানীকে পুরস্কার দেওয়া হতে পারে, কিন্তু ২০২২ সালের ২৬ অক্টোবের ওনার প্রেডিকশন এবং পছন্দের বিজ্ঞানীদের তিন নম্বরে ছিলো কিন্তু ঋণত্তঞ ১৯ ডডঙগক ভ্যাকসিন টেকনোলজি ,যদিও উনি প্রফ সারা গিলবার্ট এর নাম করেছিলেন ।প্ডাক্তার প্রণব কুমার ভট্টাচার্য পদার্থবিদ্যা বিভাগে ২০২৩ এর নোবেল প্রাইজ কাকে দেওয়া হতে পারে এই বিষয়ে ওনার করা প্রেডিকশন এবং পছন্দেরর প্রায় পুরোটাই মিলে গেছে । উনি নাম ঘোষণার অনেক দিন আগেই বলেছিলেন ২০২৩ বছরে অটো সেকেন্ড পালস লাইট বা অটোসেকন্ড বিজ্ঞান কে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হতে পারে এবং ওনার পছন্দের তালিকায় তিন জন পদার্থ বিজ্ঞানীর মধ্যে যে দুজন বিজ্ঞানীর নাম একেবারেই মিলে গেছে তাদের নাম হল Ferenc Kraus এবং Anne L Huller। ওনার দু নম্বর পছন্দের তালিকায় অবশ্য ছিলো পার্টিকেল ফিজিক্সএর আলোর থেকে দ্রুতগামি Tachyon কনার জন্য উত্তর ২৪ পরগনার, সোদপুর ,পূর্বপল্লী গ্রামের, শ্রীরূপক ভট্টাচার্য এর জার্নালে প্রকাশিত (২০১৫ সালের প্রকাশিত) কাজের জন্য প্রোফেসর ডাক্তার প্রণব কুমার ভট্টাচার্য শান্তির নোবেল প্রাইজ এর জন্য যে চার জনের নাম উনি নাম ঘোষণার কিছুদিন পূর্বেই পছঃেদর তালিকায় রেখেছিলেন তার মধ্যে প্রথমেই ছিলো ইরানের অ্যাডভোকেট এবং মহিলাদের জন্য হিউম্যান রাইট এক্টিভিস্ট, বর্তমানে জেলে বন্দী নার্গিস মহহামদির নাম। এবং এই বছরের নোবেল শান্তির

জো বাইডেন বুধবার ইজরায়েল যাচ্ছেন, সহমর্মিতা জানাতেই মার্কিন রাষ্ট্রপতির এই সফর

তেল আভিভ, ১৭ অক্টোবর ঃ আমেরিকার রাষ্ট্রপতি জো বাইডেন বুধবার ইজরায়েল সফরে যাচ্ছেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত ইজরায়েলের জনগণকে সহমর্মিতা জানাতেই মার্কিন রাষ্ট্রপতির এই ইজরায়েল সফর। আমেরিকার বিদেশসচিব অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন জানিয়েছেন, বুধবার ইজরায়েল সফরে যাচ্ছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। তিনি ইজরায়েল, এই অঞ্চল এবং বিশ্বের জন্য একটি সংকটময় মুহূর্তে এখানে আসছেন। প্রেসিডেন্ট বাইডেন ইজরায়েলের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংহতি পুনর্নিশ্চিত করবেন।ইজরায়েল থেকেই আমেরিকার বিদেশসচিব অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন বলেছেন, রাষ্ট্রপতি হামাসের হাতে বন্দিদের মুক্তি নিশ্চিত করতে আমাদের ইজরায়েলি অংশীদারদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সমন্বয় চালিয়ে যাবেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইজরায়েল একটি পরিকল্পনা তৈরি করতে সম্মত হয়েছে, যা দাতা দেশ এবং বহুপাক্ষিক সংস্থার মানবিক সহায়তা গাজার বেসামরিক মানুষদের কাছে পৌঁছাতে সক্ষম করবে।

পুণে-বেঙ্গালুরু হাইওয়েতে ভয়াবহ দুর্ঘটনা, ট্রাকে আগুন লেগে মৃত্যু ৪ জনের

পুণে, ১৭ অক্টোবর ঃমহারাষ্ট্রের পুণে জেলায় ভয়াবহ এক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের। সোমবার রাতে পুণে-বেঙ্গালুরু হাইওয়ের ওপর স্বামীনারায়ণ মন্দিরের কাছে একটি ট্রাকে আগুন ধরে যায়, অপর একটি গা।রি সঙ্গে সংঘর্ষের পর ওই ট্রাকে আগুন ধরে যায়। আর তাতেই মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের। দুর্ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ৩ জনের, পর আরও একজন প্রাণ হারান।সোমবার গভীর রাতে পুণে পুলিশ জানিয়েছে, পুণে শহরের স্বামীনারায়ণ মন্দিরের কাছে পুণে-বেঙ্গালুরু হাইওয়ের ওপর একটি ট্রাকে আগুন লাগার পর ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। অন্য একটি গাড়ির সঙ্গে সংঘর্ষের পর ট্রাকটিতে আগুন লেগে যায়। ঘটনাস্থলেই ৩ জনের মৃত্যু হয়, পর আরও একজন প্রাণ হারান। মামলা রুজু করে দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পুজোর ডিউটিরত পুলিশের জন্য জারি হল নতুন নিয়ম

দুরন্ত বার্তা, ডিজিটাল ডেস্কঃ পুজোর ডিউটিরত পুলিশের জন্য কড়া নিয়ম আনছেন পুলিশকর্তারা। এবার পুজোয় ডিউটির সময়ও পুলিশের মোবাইল ব্যবহারে নিয়ন্ত্রণ লালবাজারের। এমনকী, কাঁধে নিজস্ব ব্যাগ নিয়েও ডিউটি করা যাবে না। গত বছরের অক্টোবরে পুজোর পর ডিউটির সময় পুলিশের মোবাইল ব্যবহারে রাশ টানার নির্দেশ দিয়েছিলেন পুলিশ কমিশনার। এবার লালবাজারের নির্দেশ, পুজোর ডিউটির সময় খুব প্রয়োজন ছাড়া মোবাইল ব্যবহার করতে পারবেন না পুলিশকর্মীরা। সোমবারই লালবাজারের কর্তা, প্রত্যেক থানা ও ট্রাফিক গার্ডের ওসিদের নিয়ে বৈঠকে বসতে পারেন পুলিশ কমিশনার। সেখানেই পুলিশকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেবেন লালবাজারের কর্তারা।এই বছর প্রায় চার হাজার পুলিশকর্মী অবসর গ্রহণ করেছেন। তাই পুলিশের সংখ্যা কম হলেও অন্তত দশ হাজার পুলিশ পুজোর ডিউটিতে রাস্তায় থাকছে। সঙ্গে অন্তত দশ হাজার ‘ ভলান্টিয়ার’। এ ছাড়া থাকছেন হোমগার্ড ও সিভিক ভলান্টিয়াররাও। প্রত্যেকটি বড় পুজোর দায়িত্বে থাকছেন একজন করে ডিসি পদমর্যাদার আধিকারিক। অন্য গুরুত্বপূর্ণ পুজো, যেখানে দর্শনার্থীদের ভিড়, সেখানে দায়িত্বে থাকছেন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার পদের কর্তা। ছোট পুজো মণ্ডপগুলিতেও প্রয়োজনে পুলিশ মোতায়েন করতে পারেন ডিভিশনের ডিসিরা। চতুর্থী থেকে নবমী টানা বিকেল সাড়ে তিনটে থেকে রাস্তা ও মণ্ডপে পুলিশ মোতায়েন থাকছে। আবার রাত বারোটায় মোতায়েন হচ্ছে পুলিশের দ্বিতীয় ব্যাচ। ফলে দুঘণ্টা টানা ডিউটির পর পুলিশকর্মীরা যাতে একটু বিশ্রাম নিতে পারেন, সেই ব্যবস্থা করতে বলা হয়েছে দায়িত্বে থাকা পুলিশকর্তাদের। পুজোয় শহরের রাস্তায় থাকছে পর্যাপ্ত সংখ্যক পুলিশ পিকেট। নিরাপত্তা ও নজরদারির জন্য রাস্তায় দু’বেলা থাকবে আটটি করে ১৬টি হেভি রেডিও ফ্লাইং স্কোয়াড। এ ছাড়াও ৩০টি পুলিশ কংট্রোলরুম মোবাইল ও আরও পিসিআর গাড়ি টহল দেবে। ১৩টি কুইক রেসপন্স টিম কমব্যাট ফোর্স নিয়ে থাকবে রাস্তায়। অন্তত ১২টি জায়গায় পিসিআর ভ্যান তৈরি থাকবে আপদকালীন পরিস্থিতিতে দমকলকে এসকর্ট করতে। কলকাতার ন’টি ডিভিশনের বিভিন্ন রাস্তায় দর্শনার্থীদের সুবিধায় থাকবে মোবাইল পুলিশ অ্যাসিস্ট্যান্ট ভ্যান। প্রত্যেকটি ভ্যানের সঙ্গে থাকবে পুলিশের সিটি ওয়াচ বাইক। ১৪টি জায়গায় মোতায়েন থাকবে অ্যাম্বুল্যান্স ও ১৫টি জায়গায় ট্রমা কেয়ার। ন’টি ডিভিশনেই ‘ কলকাতা’র গাড়ি নিখোঁজ হয়ে যাওয়া শিশু, প্রবীণদের সাহায্যার্থে রাখা থাকবে বলে জানা গিয়েছে।

মন্ত্রী-বিধায়কদের বেতন বৃদ্ধির বিলে সায়, রাজভবন থেকে ফাইল গেল নবান্নে

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ বাংলার রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস অবশেষে সম্মতি দিলেন মন্ত্রী-বিধায়কদের বেতন বৃদ্ধি সংক্রান্ত জোড়া বিলে । মঙ্গলবার রাজভবন থেকে ফাইলে স্বাক্ষর করে পাঠানো হয়েছে রাজ্য সরকারের সদর দফতর নবান্নে। পুজোর মুখে সোমবার বিশেষ অধিবেশন ডাকা হয়েছিল বিধানসভায়। জল্পনা ছিল, মন্ত্রী এবং বিধায়কদের বেতন বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিল নিয়ে আলোচনা হতে পারে। সোমবার বিলটি পেশও হয়েছিল। কিন্তু আলোচনা হয়নি। শেষ পর্যন্ত শোকপ্রস্তাব পাঠ করেই মুলতুবি হয়ে যায় অধিবেশন।বিরোধী দলনেতা শুভেঃদু অধিকারী দাবি করেন, যে কোনও লেনদেন সংক্রান্ত আর্থিক বিল বিধানসভায় পাশ করতে গেলে রাজ্যপালের অনুমোদন আবশ্যিক বিষয়। এ ক্ষেত্রে যে দুটি বিল পাশ করাতে চেয়েছিল রাজ্য সরকার, তার কোনওটিতেই অনুমোদন দেননি রাজ্যপাল। তাই শোকপ্রস্তাবের পর অধিবেশন মুলতুবি হয়ে গেলে বিধানসভার অধিবেশন কক্ষে এবং বাইরে বিক্ষোভ দেখান বিজেপি বিধায়কেরা।তাঁদের অভিযোগ, অনৈতিক ভাবে রাজ্য সরকার সেই বিল বিধানসভায় পেশ করেছে। কিন্তু সেই দাবি মানতে চাননি অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য থেকে শুরু করে স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। স্পিকার দাবি করেছিলেন, বিল পাশ হওয়ার আগে রাজ্যপাল অনুমোদন দিলেই চলবে। এ ক্ষেত্রে বিল পেশ এবং তার উপর আলোচনার ক্ষেত্রে কোনও বাধা নেই। কিন্তু যে হেতু প্রাক্তন বিধায়ক মারা গিয়েছেন, তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্রস্তাব হওয়াতেই অধিবেশন মুলতুবি করে দেওয়া হয়েছে। দুটি বিল নিয়ে আলোচনা হবে ৪ ডিসেম্বর।সোমবার দিনভর এই সংক্রান্ত বিষয়ে বিবাদ-বিতর্ক চললেও, মঙ্গলবার সকালেই এই দুটি বিলে ছাড় দিয়েছেন রাজ্যপাল। তবে এক দিন দেরি করে ছাড় দেওয়ায় মন্ত্রী-বিধায়কদের বেতন বৃদ্ধির প্রক্রিয়াটিও বেশ কিছু দিন পিছিয়ে যাবে বলেই মনে করা হচ্ছে। কারণ দুটি সংশোধনী বিল পেশ হয়ে আলোচনার পর পাশ হয়ে তা আবারও রাজ্যপালের কাছে স্বাক্ষরের জন্য যাবে। আর অধিবেশনের পরবর্তী দিন হিসেবে ৪ ডিসেম্বর ঘোষণা করে দিয়েছেন স্পিকার। তাই গোটা প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে নতুন বছরের জানুয়ারি মাস হয়ে যাবে বলেই মনে করা হচ্ছে।তবে রাজ্যপাল বিল নিয়ে আলোচনা এবং পাশের অনুমতি দেওয়ায় স্বস্তি ফিরেছে বিধানসভা থেকে নবান্নে। কারণ ৭ সেপ্টেম্বর বিধানসভায় মন্ত্রী-বিধায়কদের বেতন বৃদ্ধির বিষয়ে ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। আর রাজভবন নবান্নের টানাপড়েনে বিষয়টি আটকে গিয়েছিল। মঙ্গলবার ফাইল ছাড়া হলেও, বুধবার থেকে পুজোর ছুটি শুরু হয়ে যাচ্ছে সরকারি প্রশাসনে। তাই রাজ্যপালের অনুমোদন পেয়েও ফাইলটিকে অপেক্ষা করতে হবে আগামী ডিসেম্বর পর্যন্ত।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,১৮অক্টোম্বর ঃবুধবার, ৩০আশ্বিন মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ১৮অক্টোম্বরঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ৩০আশ্বিন মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ৩০আশ্বিন মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ ৩০আশ্বিন মাস ১৯৪৪, মৈতৈ ঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৪.৩ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৬.০৫ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯১শতকরা এবং ৫৭শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে মঙ্গলবার । জোয়ার-সকাল ৬টা ২১ মিনিট এবং রাত৮টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৬টা ২০মিনিট। রাত-১০টে ২১ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৫ টা ২০মনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ১৫ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃকিছু মানসিক চাপ থাকা সত্ত্বেও স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। আজ, আপনি আপনার ব্যবসা জোরদার করতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। শুভদিন

বৃষভ রাশিঃঅতীত উদ্যোগগুলি থেকে আসা সাফল্য আপনার প্রত্যয় বাড়িয়ে তুলবে। যদি আপনার মনে হয় যে আপনার পর্যাপ্ত অর্থ নেই, তবে অর্থ পরিচালন এবং সঞ্চয় সম্পর্কে কোনও প্রবীণের পরামর্শ নিন।

মিথুন রাশিঃআপনার শক্তি পুনরুদ্ধার করতে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিন। ব্যবসায়িক কৃতিত্বের জন্য যাঁরা আপনার কাছে আসে তাঁদেরকে শুধু উপেক্ষা করুন।।

কর্কট রাশিঃবহিরাঙ্গণ খেলাধূলা আপনাকে আকর্ষণ করবে- ধ্যান এবং যোগ লাভজনক হবে। ।

সিংহ রাশিঃআপনার স্বামী বা স্ত্রীর বিশ্বস্ত হৃদয় এবং সাহসী মেজাজ খুশি দিতে পারে। সংসারে শান্তি

কন্যা রাশিঃ আপনি আজ খুব সক্রিয় এবং চটপটে থাকবেন। আপনার স্বাস্থ্য আজ আপনাকে পুরোপুরি সমর্থন করবে। শুভদিন

তুলা রাশিঃআপনার মন ভাল জিনিষের প্রতি আগ্রহী হবে। আপনি যদি কোনও ঋণ গ্রহীতাকে দীর্ঘদিন থেকে আপনার অর্থ ফেরত দিতে বলছিলেন।

বৃশ্চিক রাশিঃএকটি আমোদপ্রমোদ এবং মজার দিন। আপনার পরিবারের কোনও ।

ধনু রাশিঃ নিজেকে সুস্থ এবং সন্দর রাখতে উচ্চ ক্যালোরির খাবার এড়িয়ে চলুন। সংসারে সুখ

মকর রাশিঃকাজের চাপ এবং ঘরে বিরোধ কিছু চাপের সৃষ্টি করতে পারে। আপনার সন্তানদের কারণে আজ আপনি অর্থনৈতিক সুবিধা

কুম্ভ রাশিঃজয় উদযাপন আপনাকে প্রচুর আনন্দ দেবে। আপনি আনন্দ উপভোগের জন্য এই খুশি বন্ধুদের সাথে ভাগ করে নিতে পারেন। সংসারে সুখ।

মীন রাশিঃখুশিতে ভরা ভালো দিন। এমনকি আপনি যদি দিন জুড়ে অর্থ সংক্রান্ত সমস্যাগুলি মোকাবেলা করতে থাকেন তবে সন্ধ্যায় আপনি লাভ অর্জন করার

শেরশাহের আমল থেকে চলে আসা রসপুর রায় বংশের ৪৭৯ বছরের দুর্গাবন্দনায় আজ ও 'বুহিত তোলা' প্রথা চালু আছে

অভিজি হাজরা, আমতা, হাওড়া, ১৭ অক্টোবর ঃ সেই কামান আজ আর নেই । নেই সেই তোপের শব্দ ও। তবুও তোপের শব্দ শোনা যাবে এমন এক গভীর বিশ্বাস নিয়ে নিকটবর্তী দামোদর নদের তীরে কান পেতে থাকেন আজ রায় পরিবারের সদস্যরা। সন্ধিপুজার সময় দামোদর নদের ঢেউ বেয়ে ভেসে আসা তোপের শব্দ শোনার সঙ্গে সঙ্গে দেবী দুর্গার হাতে বিল্বপত্র চড়ানো হয়।প্রাচীন হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া উত্তর বিধান সভা কেন্দ্রে তথা আমতা থানার অন্তর্গত রসপুর গ্রাম।এই গ্রাম পূর্বতন ' বালিয়া পরগনার অন্তর্গত ছিল। রসপুর গ্রামের রায় পরিবারের এই দুর্গাপুজা ১৫৪৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে চলে আসছে। এবার এই পুজো ৪৭৯ বছরে পদার্পণ করল। আধুনিকতার সর্বগ্রাসী ব্যাপ্তির মধ্যে ও এই পুজো যে গুটিকয়েক সুপ্রাচীন প্রথা ধরে রেখেছে তার মধ্যে অন্যতম হলো দামোদর নদের ঢেউয়ের শব্দে এভাবে কান পেতে থাকা।এই পুজোর প্রবর্তক রসপুর রায় বংশের প্রতিষ্ঠাতা রায় পরিবারের কৃতি সন্তান যশচন্দ্র রায়।জানা যায়, ' শশাঙ্ক দেব বংশের কশ্যপ গোত্রীয় বংশে যশচন্দ্রের জন্ম।রসপুরের রায় বংশ পূর্বে নামের শেষে ' দেব ' পদবী ব্যবহার করতো।যশচন্দ্র শেরশাহের কাছ থেকেই ' রায় ' উপাধি লাভ করেন। সেই থেকেই রসপুরের 'দেববংশ রায়বংশ" নামে খ্যাত। বর্তমানে দেব শব্দের পরিবর্তন ঘটিয়ে কেবলমাত্র ' রায় ' পদবী ব্যবহার করে থাকে। ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি যশচন্দ্র শেরশাহের কাছ থেকে জায়গীর পেয়ে এই রসপুর গ্রামে এসে বসবাস শুরু করেন।গ্রামের সামনে দিয়েই তখন বয়ে যেত দামোদর নদ।এখন অবশ্য দামোদর নদ পূর্বতন জায়গা থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছে। দামোদর নদের বুকে নৌকা ভাসিয়ে বাণিজ্যে যেতেন রায় বংশের সদস্যরা।ব্যবসার দৌলতে বিপুল ধনসম্পদের অধিকারী যশচন্দ্র রায় ১৫৪৫ খ্রীষ্টাব্দে শুরু করেন দুর্গাপুজো। সেই পুজো আজ ও চলে আসছে অত্যন্ত নিয়ম নিষ্ঠার সঙ্গে।রসপুর গ্রামের রায় বংশের পুজো বাংলার প্রাচীনতম দুর্গাপুজো গুলির অন্যতম। রায় পরিবার শিবের উপাসক ছিল। সেই জন্য দুর্গাপুজোতে মহিষ বলি হতো। পরবর্তী সময়ে এই রায় পরিবার ২ টি মতে ভাগ হয়ে যায়। একটি অংশ বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হয়ে যায়।অপর অংশ শিবের অর্থা শৈব শাক্ত মতেই অটল থাকে। যশচন্দ্রের নাতি রামকৃষ্ণ রায় ছিলেন রায় বংশের শ্রেষ্ঠ সন্তান। বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ ' শিবায়ন'-এর রচয়িতা রামকৃষ্ণ রায়। কথিত আছে, দুর্গাপুজার বলিদান মুহূর্তে এক ব্রাহ্মণ পন্ডিত রসপুর গ্রামের পুজো প্রাঙ্গনে উপস্থিত হন এবং রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্রকে বৈষ্ণব শাস্ত্রমতে তর্কযুদ্ধে আহ্বান জানিয়ে আকৃষ্ট করেন। রামকৃষ্ণ রায় বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হন। এরপর তিনিই পারিবারিক এই দুর্গাপূজার রীতিতে কিছু পরিবর্তন করেন।যশচন্দ্র রায় যে দুর্গাপুজোর প্র চ ল ন করেছিলেন তাতে সন্ধিপুজোর সময় মহিষ বলি দেওয়া হতো। রামকৃষ্ণ রায় এই বলি রোধ করে দেবীর হাতে তুলে দেন বিল্বপত্র।এখন আর বলিদান হয় না। যশচন্দ্র ' বৃহন্নন্দিকেশ্বর ' পুরাণ মতে দুর্গাপুজো করতেন। সাধারণ দুর্গাপুজোতে যে যে পদ্ধতিতে প্রতিমা নির্মাণ হয়, এখানে কিন্তু তার ব্যতিক্রম। এই ঐতিহ্যপূর্ণ রায় বংশের দুর্গা প্রতিমার বৈশিষ্ট্য হল, দেবী দুর্গার ডান পাশের উপরে থাকেন সিদ্ধিদাতা গণেশ। গণেশের পায়ের কাছে নীচে লক্ষী। দেবীর বাম পাশের উপরে থাকেন দেবসেনাপতি কার্তিক তাঁর বাহন ময়ূরের পিঠে চড়ে। কার্তিকের পায়ের নীচে সরস্বতী। একচালা ঠাকুর। গণেশের কলাবউ গণেশের পাশে। রায় বাড়ির একটি নির্দিষ্ট জায়গা থেকে প্রতিমা নির্মাণের জন্য মাটি তোলা হয় জন্মাষ্টমীর দিন। মহাষষ্ঠীর সন্ধ্যায় বাঁধানো বেল গাছ তলায় ঘট স্থাপন করে শুরু হয় দেবীর বোধন। এছাড়া দুর্গা প্রতিমার পুজোতে মহাসপ্তমীর দিন তিনটি নবপত্রিকা ও ২১ টি ঘট স্থাপন করা হয় প্রতিমার চারিদিকে। চণ্ডীপাঠ শুরু হয় সেদিন থেকেই। পুজো

আরম্ভ হয় কৃষ্ণ নবমী তিথিতে। সেদিন থেকে শুক্লা নবমী তিথি পর্যন্ত ১৬ দিনে ১৬ টি ঘট, দেবীর ও গণেশের একটি করে ২ টি ঘট স্থাপন করা হয়। যশচন্দ্রের মৃত্যুর বহু পরে রায় বংশের বংশধরেরা সাত ঘরে বিভক্ত হয়ে গেলেও সবাই মিলে দুর্গা পূজার ব্যয়ভার বহন করতে থাকেন। এই জন্য এই পুজোকে ' সাত ঘরের পুজো ' বলা হয়ে থাকে।পুজো উপলক্ষে যাত্রা,নাটক, হরিনাম এই সব অনুষ্ঠান হতো। বাণিজ্যই যে বংশের বিপুল ধনসম্পদের উৎস , প্রাচীনকালের নৌ-নির্ভর সেই বানিজ্যের স্মৃতি ' বুহিত তোলা ' প্রথার মাধ্যমে পুজোর অনুষ্ঠানের সঙ্গে যেন সম্পৃক্ত হয়ে গিয়েছে। নবমী পুজোর দিন বাঁশের তৈরী একটি কৃত্রিম নৌকা কুলোর উপর রেখে দেন। মধ্যরাত্রে পরিবারের একজন পুরুষ সেটি মাথায় করে বহন করেন।আর সেই পুরুষ সদস্যকে অনুসরণ করেন পরিবারের সাত বা এগারো জন সীমন্তিনী। ঢাক - ঢোল,কাঁসর -ঘন্টা ও শঙ্খ এবং উলুধ্বনির মাধ্যমে গৃহে নিয়ে যান সেই নৌকা। এই নিয়মটি ' বুহিত তোলা ' নামে খ্যাত।এই পুজোর শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ সন্ধিপুজো।৪৭৯ বছর আগে এই পুজোর সূচনালগ্নে তমলুকের রাজবাড়িতে ও দুর্গোৎসব হত।রাজবাড়ির কামানের ধ্বনি শুনে হাওড়ার নারিটের মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের বাড়ি থেকে ও দাগা হত তোপ। ন্যায়রত্ন পরিবারের তোপ- ধ্বনি শোনার জন্য খরস্রোতা দামোদর নদের তীরে উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন রসপুরের রায় পরিবারের বয়স্করা। মেঘের গর্জনের মতো গুরু গুরু শব্দ তুলে দামোদর নদের ঢেউ বেয়ে যখনই ভেসে আসতো সেই ধ্বনি, সেই বার্তা রিলে ব্যবস্থার মাধ্যমে পৌঁছে যেত পুজোমন্ডপে। শব্দ শোনার সঙ্গে সঙ্গেই সন্ধিপুজোর অনুষ্ঠ হিসাবে এখানে ও কামান দাগতেন সুবল চন্দ্র রায়।সঙ্গে সঙ্গে কোপ পড়ত মহিষের গলায়। এখন আর বলিদান না থাকলে ও সন্ধিপুজোর প্রথা বলবৎ আছে। এই সময় দেবীর হাতে তুলে দেওয়া হয় বিল্বপত্র।সন্ধিপুজো শেষ হলে কুলবধূদের নিয়ে শুরু হয় ধুনোপোড়া অনুষ্ঠান। এই বংশের প্রবীণতম সদস্য প্রশান্ত রায়,গীতশিল্পী নিতাই রায়, বর্তমান প্রজন্মের অসীম মিত্র, পিনাকী রায়(বড়) ওরফে কৌশিক রায় বলেন,'তমলুকের রাজবাড়িতে এখন আর তোপধ্বনি হয় না। তোপধ্বনি বন্ধ হয়ে গিয়েছে নারিটের ন্যায়রত্নের বাড়িতে ও। আমাদের যে কামানটি ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-১৯৪৫)-এর পর আর সেটির খোঁজ পাওয়া যায় নি। নারিটের ন্যায়রত্নের বাড়িতে তোপ বন্ধ হয়ে গেলেও এখন ও আমরা দামোদর নদের তীরে কান পেতে থাকি। বিশ্বাসের জোরে আমরা কিন্তু তোপের শব্দ শুনতে পাই। এটা হয়তো বিশ্বাসযোগ্য নয়। তবুও আমরা দামোদর নদের তীরে কান পেতে থাকি। বিশ্বাসের জোরে আমরা কিন্তু তোপের শব্দ শুনতে পাই'। দশমীর দিন সকাল বেলায় পঞ্জিকার সময় ধরে সুতো কাটা হয়। সন্ধ্যার পর প্রতিমা নিরঞ্জন হয় দামোদর নদে।

শ্রীরামপুর আর্ত সেবা কমিটি কর্তৃক দুস্থদের বস্ত্র বিতরন

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, শিয়াখালা, হুগলি ১৭ অক্টোবর ঃ শারদ উৎসবকে সামনে রেখে শ্রীরামপুর আর্ত সেবা কমিটি কর্তৃক দুস্থদের বস্ত্র বিতরণ করা হলো।সংস্থার সম্পাদক শ্রীযুক্ত পুলক সিনহা জানান প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরেও গরীব দুঃস্থদের,বস্ত্র বিতরণ করা হয়, প্রায় সাড়ে ৭০০ জনের হাতে তা তুলে দেওয়া হয় , এদের মধ্যে নারী-পুরুষ এবং শিশুরাও ছিলেন। ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় শ্রীরামপুরের বিধায়ক ডঃ সুদীপ্ত রায়, শ্রীরামপুর পৌরসভার পৌর প্রধান গিরিধারী সাহা উপ পৌর প্রধান উত্তম নাগ কাউন্সিলর মিলন মুখোপাধ্যায়, বিশিষ্ট সমাজসেবী অলক রঞ্জন ব্যানার্জি সংস্থার সভাপতি চঞ্চল মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। মানুষ মানুষের জন্য এই শপথ গ্রহণের মাধ্যমে পাশে দাঁড়াবার অঙ্গীকার নিয়ে,এই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও সংগঠন ,বরাবরই তাদের কর্মসূচি পালনে অঙ্গীকারবদ্ধ ছিলেন এবং তাদের কর্মসূচি পালন করে চলেছেন বর্তমান সময় পর্যন্ত। অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের পুষ্পস্তবক দিয়ে সম্মাননা জানানো হয়।

কালীঘাটে একটি বাড়িতে আগুন, দমকলের তৎপরতায় এল আয়ত্তে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ অক্টোবর ঃ মহানগরী কলকাতায় ফের অগ্নিকাণ্ড! এবার আগুন লাগল কালীঘাটের একটি বাড়িতে। মঙ্গলবার ১৪ নম্বর কালীঘাট রোডে অবস্থিত একটি বাড়িতে আগুন লাগে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের তিনটি ইঞ্জিন। দমকল কর্মীদের চেষ্টায় আগুন আয়ত্তে এসেছে। কী কারণে আগুন তা এখনও স্পষ্ট নয়। পুলিশ ও দমকল সূত্রের খবর, মঙ্গলবার ১৪ নম্বর কালীঘাট রোডে অবস্থিত একটি বাড়িতে আগুন লাগে। খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে পৌঁছে যায় দমকলের মোট তিনটি ইঞ্জিন। দমকল কর্মীদের চেষ্টায় আগুন আয়ত্তে এসেছে। এই অগ্নিকাণ্ডে কেউ হতাহত হননি।

দুটি অটোর একে অপরের ধাক্কায় আহত চার জয়নগরে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ১৭ অক্টোবর ঃ নিয়ন্ত্রন হারিয়ে মঙ্গলবার জয়নগর থানার দূর্গাপুর কুমোরপা।া এলাকায় দক্ষিন বারাসাত মুখী একটি অটো অপর একটি অটোকে ধাক্কা মারে। আর তাতেই আহত হন চার জন। এদিন দুপুরে জয়নগর থানার দূর্গাপুর কুমোরপাড়া এলাকায় জয়নগর থেকে দক্ষিন বারাসাত মুখী দুটি অটো একে অপরকে ওভারটেক করতে গিয়ে একটি অটো অপর একটি অটোকে ধাক্কা মারে। আর তাতেই দুজন অটো চালক ও দুজন যাত্রী আহত হন। স্থানীয়রা আহত দের উদ্ধার করে স্থানীয় চিকিৎসকের কাছে চিকিসা করান। আহত দুই অটো চালক হলো গৌরাঙ্গ বৈদ্য, বাড়ি জয়নগর থানার দক্ষিণ বারাসাত এলাকায় ও রেজাউল সরদার, বাড়ি জয়নগর থানার পদ্মের হাট এলাকায় এবং মুকিলা গাজী ও জিয়াউদ্দিন গাজী, বাড়ি উস্তি থানা এলাকায়।আর এই ঘটনার খবর পেয়ে জয়নগর থানার পুলিশ গিয়ে সমস্ত ঘটনা লিপিবদ্ধ করেন এবং তদন্তের কাজ শুরু করেন।

অমাবস্যায় ভরা কটালের জেরে নদী বাঁধে ধস গোসাবায়

দুরন্ত বার্তা, গোসাবা, ১৭ অক্টোবর ঃ অমাবস্যায় ভরা কটালের জেরে ধস নামল দক্ষিণ ২৪ পরগনার গোসাবার কালিদাসপুরে। সোমবার রাতে ৯ নম্বর কালীদাসপুর গ্রামের নদী বাঁধে ধস নামে। প্রায় দেড়শো মিটারের বেশি এলাকা জুড়ে ধস নামায় চাষের জমি, পুকুর জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। খবর পেয়ে .সোমবার রাত থেকেই বাঁধ মেরামতির কাজ শুরু করেছেন সেচ দফতরের কর্মীরা। এদিকে, নদী বাঁধে ধস নামার জেরে প্রবল দুঃশ্চিন্তার মধ্যে রয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

সমকামী যুগলদের দত্তক নেওয়া নিয়ে বড় রায় সুপ্রিম কোর্টের

দুরন্ত বার্তা, ১৭ অক্টোবর ঃ মঙ্গলবার সমলিঙ্গে বিবাহ আইন মামলায় রায় ঘোষণা করতে গিয়ে দেশের সর্বোচ্চ আদালত সমলিঙ্গ সম্পর্ককে স্বীকৃতি দিলেও সমকামী যুগলরা সন্তান দত্তক নিতে পারবেন না বলে সাফ জানিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট। এদিন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন পাঁচ সদস্যের বেঞ্চ ৩,২ রায় দিয়ে এদিন জানিয়ে দিয়েছে । সম্প্রদায়ের কোনও অবিবাহিত যুগল দত্তক নিতে পারবেন না। প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় ও বিচারপতি সঞ্জয় কৌল সমকামী যুগলদের দত্তক নেওয়ার পক্ষে রায় দিলেও বাকি তিন বিচারপতি রবীন্দ্র ভাট, হিমা কোহলি ও পি এস নরসিমহা বিপক্ষে মত দেন। ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়কে এদিন বলতে শোনা যায়, শুধুমাত্র বিবাহিত বিষমকামী দম্পতিরাই সন্তানকে স্থিতিশীলতা দিতে পারে তা প্রমাণ করার জন্য রেকর্ডে কোনও তথ্য নেই। কিন্তু শেষপর্যন্ত ভোটাভুটিতে পিছিয়ে পড়ার ফলে সমকামী যুগলদের দত্তক নেওয়ার অধিকার দেওয়া হল না। প্রসঙ্গত, বিপরীত লিঙ্গের বিবাহ আইনের প্রসঙ্গ টেনে এদিন প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড় বলেন, বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানটি কোনও অনড়, অটল বিষয় নয়। বিবাহে বিবর্তন আসে। আরও বলেন, বিবাহ বর্তমানে যে স্বীকৃতি পেয়েছে, তা সম্ভব হত না আইন না থাকলে।'' পাশাপাশি পাঁচ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চ জানিয়ে দেয়, আদালত আইন তৈরি করতে পারে না। কিন্তু আইনের ব্যাখ্যা দিতে পারে। এতএব সমলিঙ্গ বিবাহকে আইন করার বিষয়ে সরকারকেই অগ্রসর হতে হবে।

জামালপুর নাগরিক জনকল্যান সোসাইটির বস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৭ অক্টোবর ঃ প্রতি বছরের মত এবছরও পুজোর আগে জামালপুর নাগরিক জনকল্যান সোসাইটির উদ্যোগে এক বস্ত্রবিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হল সোমবার। জামালপুর বাস স্ট্যান্ডে আয়োজিত ওই বস্ত্র বিতরণ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন, পূর্ব বর্ধমানের জেলা শাসক পূর্নেন্দু মাঝি, এসডিপিও সুপ্রভাত চক্রবর্তী, বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি, বিডিও শুভঙ্কর মজুমদার, জামালপুর থানার আইসি রাকেশ সিং, জামালপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পূর্ণিমা মালিক, সহ সভাপতি তথা জামালপুর নাগরিক জনকল্যান সোসাইটির সম্পাদক ভূতনাথ মালিক, এবং জামালপুর ব্লকের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ তথা জামালপুর নাগরিক জনকল্যান সোসাইটির সভাপতি মেহেমুদ খান সহ জামালপুর ব্লকের ১৩ টি অঞ্চলের অঞ্চল প্রধান, উপপ্রধান সহ অন্যান্যরা। বস্ত্রদান চলাকালিন উপস্থিত হয়েছিলেন পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্যামাচরণ লোহার। জেলাশাসক পুর্নেন্দু মাঝি বলেন, একটি জনকল্যাণ সোসাইটি যে এত বড় কর্মকান্ড করতে পারে তা জামালপুরে না এলে জানতে পারতেন না। তিনি এই মহ কর্মকান্ডের ভূয়সী প্রশংসা করার পাশাপাশি বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের পরিষেবার সুবিধার প্রসঙ্গ তুলে ধরে বাড়ির মেয়েদের পড়াশোনা শেখানোর আবেদন জানান। তিনি বলেন সেই সমাজ তত ভালো যে সমাজে মেয়েরা মাথা উঁচু করে কথা বলে, স্বাধীন ভাবে বাঁচতে পারে। জেলা সভাধিপতি শ্যামাপ্রসন্ন লোহার এই ধরনের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে দু ঃস্থ মানুষদের পাশে সকলকে দাঁড়ানোর আবেদন জানান। বিধায়ক অলোক মাঝি তার বক্তব্যে বলেন, বিভিন্ন উসব অনুষ্ঠানে মন্ডপসজ্জা ও প্রতিমাসজ্জায় বিপুল টাকা খরচ করা হলেও আমাদের চারিপাশে যে সমস্ত মানুষ আছে তাদের কথা আমরা অনেক সময় ভাবি না। সে জায়গায় বর্তমানে মানুষের মূল্যবোধের অনেকটাই পরিবর্তন হয়েছে।

উচ্চ প্রাথমিকে কাউন্সেলিং শুরুর অনুমতি হাইকোর্টের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ অক্টোবর ঃ ধীর্ঘদিন ধরে চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে আছেন পশ্চিমবঙ্গের উচ্চ প্রাথমিকের চাকরিপ্রার্থীরা। পুজোর আগে তাঁদের জন্য সুখবর! মঙ্গলবার ছিল এই মামলার শুনানি। এদিন উচ্চ প্রাথমিকের কাউন্সেলিং শুরু করার নির্দেশ দেয় কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সৌমেন সেনের ডিভিশন বেঞ্চ। যদিও আদালত স্পষ্ট জানিয়েছে, হাইকোর্টের নির্দেশ ছাড়া নিয়োগ করা যাবে না। উচ্চ প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া পিছিয়ে যাওয়ায় হতাশ ছিল চাকরিপ্রার্থীরা। স্কুল সার্ভিস কমিশন ২০২১ সালে সাক্ষাকারের যে তালিকা প্রকাশ করেছিল তাতে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল। কলকাতা হাইকোর্টে ওঠে মামলা। এদিকে উচ্চ প্রাথমিকের নিযগে প্রক্রিয়া শুরু করতে চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয় এসএসসি। এই বছরই ১৪০০০ শূন্যপদে নিযগে করতে চেয়ে. আদালতে দ্বারস্থ হয়েছিল কমিশন। ২০১৬ সালে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য আবেদন করেছিল স্কুল সার্ভিস কমিশন। আর এই মামলার প্রক্ষিতেই সংশ্লিষ্ট নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। উল্লেখ্য, রাজ্যের শূন্যপদগুলিতে যাতে অবিলম্বে নিয়োগ করা হয় সেই জন্য তপর রাজ্য। ইতিমধ্যেই সেই লক্ষ্যে পদক্ষেপও করা হচ্ছে। এরই মধ্যে উচ্চ প্রাথমিক নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের এই নির্দেশ অত্যন্ত তাপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। ২০১৪ সালে উচ্চ প্রাথমিকে নিয়োগের জন্য পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল। ২০১৬ সালে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছিল। এর পর ১৪ হাজার ৩৩৯ পদের জন্য ১৩ হাজার ৩৩৮ জনের মেধাতালিকা প্রকাশ করা হয়। ১১টির বেশি বিষয়ের জন্য আলাদা আলাদা মেধাতালিকা প্রকাশ করা হয়। এরপরেই আদালতের নিয়োগের অনুমতির জন্য অপেক্ষা করা শুরু হয়। প্রসঙ্গত, বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছিল উচ্চ প্রাথমিকে ঘোষণা করা শূন্যপদের সংখ্যা ছিল ১৪ হাজারের বেশি। কিন্তু, প্যানেলে নাম এসেছিল ১৩ হাজারের। একাধিক ক্যাটাগরিতে প্যানেল ছিল। এই নির্দেশের ফলে নিয়োগ সংক্রান্ত জট অনেকটাই কাটল বলে মনে করা হচ্ছে।

বেপরোয়া গতিতে বিপত্তি! গাড়ি উল্টে আহত চালক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ অক্টোবর ঃ ফের বেপরোয়া গতিতে বিপত্তি! মঙ্গলবার সকালে নিউটাউনের আলিযা. বিশ্ববিদ্যালযের সামনে উল্টে গেল একটি চারচাকা গাড়ি। আকাঙ্খা মোড়ের দিক থেকে টাটার দিকে যাওয়ার সময় ডিভাইডারে ধাক্কা মেরে উল্টে যায় গাড়িটি। এই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন ওই গাড়ির চালক। দুর্ঘটনাগ্রস্ত গা।টিকে আটক করেছে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, মঙ্গলবার সকালে আকাঙ্খা মোড়ের দিক থেকে টাটার দিকে যাওয়ার সময় ডিভাইডারে ধাক্কা মেরে উল্টে যায় একটি গাড়ি। এই দুর্ঘটনায় ওই গাড়ির চালক আহত হয়েছেন। তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

শারদীয়া পূজোর প্রাক্কালে নন্দনে পরিধি ছাড়িয়ে বইপ্রকাশ অনুষ্ঠান

মলয় সুর, হুগলি, ১৭ অক্টোবর ঃ শারদীয়া পূজোর প্রাক্কালে নন্দন চত্বরে জীবনানন্দ সভা গৃহে সান্ধ্যকালীন অনুষ্ঠানে শিক্ষিকা এবং বাচিক শিল্পী মধুমিতা ধূত - এর বই পরিধি ছাড়িয়ে পত্রিকাটি প্রকাশিত হলো। বইটির সংকলন বিশ্বরূপার মোড়ক উন্মোচনে করেন বিখ্যাত কবি ও শিশু সাহিত্যিক পার্থজি গঙ্গোপাধ্যায়। এছাড়া ছিলেন সাহিত্যিক রামকিশোর ভট্টাচার্য । অনুষ্ঠানে পত্রিকার সম্পাদিকা মধুমিতা ধূত তার সুস্পষ্ট বক্তব্যে উঠে আসে পত্রিকা প্রকাশের বিভিন্ন অসুবিধার কথা। আগামী দিনে এই অসুবিধার বাঁধা কাটিয়ে কিভাবে পুনরায় পত্রিকা এবং সংকলন প্রকাশ করা যায় তার সচিন্তা ভাবনা তিনি ফুটিয়ে তোলেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকল বক্তাই মধুমিতার এই প্রচেষ্টাকে অভিনন্দনে ভরিয়ে দিয়ে বিশেষ শুভেচ্ছা প্রদান করেন। পত্রিকাটিতে প্রায় শতাধিক দেশ-বিদেশের কবির নানা ধরনের কবিতা স্থান পেয়েছে। বিশেষভাবে নজর করে তার গুণগতমান। প্রসঙ্গত বইটিতে বাংলাদেশের আব্দুর রশিদ চৌধুরী, মোহাম্মদ আমির হোসেন, এথেন্স শহরের গ্রিসের তানভীর আজমী এছাড়া সুদূর ইংল্যান্ডের কঙ্কা চৌধুরী গুপ্তা প্রমুখরা। বইটিতে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের কবিরা কবিতা লিখেছেন। এদিন অনুষ্ঠান মঞ্চে প্রত্যেক কবি ও লেখকদের সুদৃশ্য দশভূজার মুর্তি তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন বরুণ চক্রবর্তী, চন্দ্রনাথ বসু, শংকর তালুকদার, শ্রী বিউটি দাস, শ্রীমতী রাখি ব্যানার্জি। পরিশেষে নিখিলেশ বিশ্বাস রচিত শ্রুতি নাটক আমার গোপাল পরিবেশন করা হয়। অভিনয়ে ছিলেন শেখ মনিরুদ্দিন, মধুমিতা ধুত ও প্রলয় দাশগুপ্ত। আর সভাগৃহে পরিপূর্ণ দর্শকের মন ভরিয়ে তা চিরকালের মতো

রায়চৌধুরি পরিবারের পুজোর, বিসর্জনের পর দুর্গার মুকুট পরানো হয় গৃহদেবতাকে

কলকাতা, ১৭ অক্টোবর ঃ শিবপুরের রায়চৌধুরি পরিবারে আজও রাজা রামব্রহ্ম রায়চৌধুরির বংশধররা দুর্গাপুজো করেন। এ বছর ৩৩৯ বছরে পদার্পণ করল রাজ পরিবারের এই পুজো। এই বা।রি গৃহদেবতা মা ব্যাতাইচণ্ডী। পুজোর শুরু এক স্বপ্নাদেশ থেকে। রাজা স্বপ্নে আদেশ পান, দেবী দুর্গা রাজকন্যার বন্ধুরূপে রোজ দুপুরে বালি পুকুরে তাঁর সঙ্গে খেলা করেন। তাঁর পুজো যেন শিবপুরের রায়চৌধুরি পরিবারে হয়। রাজবাড়ির কাছেই শিবপুরের বালি পুকুরে রোজ দুপুরে একটি মেয়ের সঙ্গে খেলা করতেন রাজকন্যা। খেলা শেষে পুকুরে নেমে স্নানও করতেন। একদিন শিবপুরের রাজা রামব্রহ্ম রায়চৌধুরি মেয়ের এই কীর্তিকলাপ জানতে পেরে ভীষণ রেগে যান।কে সেই খেলার সঙ্গিনী যে রাজকন্যাকে রোজ দুপুরে ডেকে । পুকুরে স্নান করতে বলে। কোথায় থাকে সেই সঙ্গিনী? তার সাহস হয় কী করে দুপুরবেলা রাজকন্যার সঙ্গে পুকুরে স্নান করার আর খেলার। এসব জানতেই মেয়েকে দিয়ে একদিন তাঁর পুকুরের খেলার সঙ্গিনীকে ডেকে পাঠান রাজা। রাজকন্যার সঙ্গিনীর নাম ছিল পদ্মাবতী।পরদিন

দুপুরে পুকুরে গিয়ে রাজকন্যা যখন পদ্মাবতীকে বলেন, রাজা ডেকেছে, তখন তার খেলার সাথী স্পষ্ট জানিয়ে দেন, রাজার নির্দেশ তিনি মানবেন না।পদ্মাবতী কারও সঙ্গে দেখা করবে না।পদ্মাবতী রাজকন্যাকে জানান, তিনি কারও সঙ্গে দেখা করেন না। তিনি যদি মনে করেন কারও সঙ্গে দেখা করার প্রয়োজন রয়েছে তবে তিনি তাঁর কাছে নিজেই পৌঁছে যান। রাজকন্যাকে একথা বলায় রাজা রামব্রহ্ম তো যান বেজায় চটে। সেদিনই রাজা তাঁর পেয়াদাদের পাঠান পুকুর থেকে পদ্মাবতীকে খুঁজে আসতে। কিন্তু পেয়াদারা ওই বালি পুকুরে গিয়ে দেখেন পুকুর ধারে শুধু পায়ের ছাপ। আর সেখানে কেউ নেই। অনেক খোঁজাখুঁজি করে খোঁজ পাওয়া নি পদ্মাবতীর।

সেদিন পেয়াদারা ফিরে আসেন রাজ দরবারে। সেই রাতেই পদ্মাবতী রাজা রামব্রহ্মকে স্বপ্নে দেখা দেন। স্বপ্নে তিনি রাজাকে বলেন, তিনি আসলে দেবী দুর্গা। তিনি রাজকন্যার বন্ধু রূপে রোজ দুপুরে বালি পুকুরে তাঁর সঙ্গে খেলা করেন। তাঁর পুজো যেন শিবপুরের রায়চৌধুরি পরিবারে হয়। রাজা রামব্রহ্ম এই স্বপ্ন দেখার পর তাঁর চোখ খোলে। সেই ইংরেজির ১৬৮৫ সাল ও বাংলার ১০৯২ বঙ্গাব্দে শুরু। আজও হচ্ছে চতিহ্যের সেই দুর্গাপুজো।

দমদমে আগুনে ভস্মীভূত দুর্গাপুজো মণ্ডপ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ অক্টোবর ঃ কলকাতার উপকণ্ঠে দমদমে আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গেল একটি দুর্গাপুজো মণ্ডপ। মঙ্গলবার ভোর পাঁচটা নাগাদ দমদমের নেতাজি সংঘ ক্লাবের সদস্যরা জানতে পারেন তাদের পুজো মণ্ডপে আগুন লেগেছে। তক্ষণা খবর দেওয়া হয় দমকলে, দমকলের এক ঘণ্টার চেষ্টায় সম্পূর্ণ আগুন নিয়ন্ত্রণে এলেও, পুড়ে গেছে প্যান্ডেলের কাপড়, কাঠামো। পুজোর আগে মণ্ডপ পুড়ে যাওয়ায় মাথায় হাত উদ্যোক্তাদের। পুজো উদ্যোক্তাদের প্রশ্ন, বিদ্যু বিচ্ছিন্ন থাকার পরও আগুন লাগল কী করে? দমদম থানার পুলিশকে বিষয়টি জানানো হয়েছে। পুলিশ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

হাইকোর্টে কান্নাকাটির জেরে বেআইনি ভবন ভাঙার সিদ্ধান্ত স্থগিত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ অক্টোবর ঃ সোমবার দুপুরে কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় নির্দেশ দিয়েছিলেন বিধাননগরের ১৬টি পরিবারের বাসস্থান একটি বেআইনি বাড়ি ভেঙে ফেলার। তার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই মত বদলালেন । মঙ্গলবার দুপুরে তাঁর এজলাসে ওই বাড়ির বাসিন্দাদের দুরবস্থার কথা শুনে ভবন ভাঙার সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখার কথা জানান। বিধাননগর পুরসভার কাউন্সিলর চামেলি নস্কর ওই বাড়ির বাসিন্দাদের দুর্ভোগের বর্ণনা দিতে গিয়ে বিচারপতির সামনেই কান্নায় ভেঙে পড়েন তিনি। বিচারপতিও বলেন, দুর্গাপুজোর সময় মাথার উপর থেকে ছাদ চলে যাবে এটা আমিও চাই না।'' তবে একই সঙ্গে বিচারপতি প্রশ্ন তুলেছেন, এই বাড়ির নির্মাণ নিয়ে। এ বিষয়ে ইডির তদন্তের প্রস্তাব করে বিচারপতি বলেন, পাঁচতলা বাড়ি তো আর হাওয়ায় হাত নাড়িয়ে পিসি সরকারের ম্যাজিকের মতো তৈরি হয়নি। কী ভাবে ওই বাড়ি সবার নজর এড়িয়ে তৈরি হল, তা খতিয়ে দেখতে প্রয়োজনে ইডিকে তদন্তভার দেওয়া হতে পারে।'' বিধাননগর সেক্টর ফাইভ এলাকার শান্তিনগরে অবৈধ ভাবে নির্মিত একটি পাঁচ তলা ভবন দ্রুত ভেঙে ফেলার নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। সোমবার বিধাননগর পুরসভাকে তিনি নির্দেশ দেন, অবিলম্বে ওই বাড়ির জল এবং বিদ্যুতের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে। সোমবার দুপুর ১টার মধ্যে বাড়ি ভাঙার কাজও শুরু করতে বলেছিলেন বিচারপতি। একই সঙ্গে পুরসভাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, মঙ্গলবার সকালে এ সংক্রান্ত প্রাথমিক রিপোর্ট জমা দিতে হবে হাই কোর্টে। কিন্তু মঙ্গলবার বিচারপতির এজলাসে এ সংক্রান্ত শুনানির পর তিনি জানিয়ে দেন, বাসিন্দাদের বক্তব্য শোনার পর তিনি মত পরিবর্তন করছেন। আপাতত বাড়ি ভাঙা হচ্ছে না। তবে এই ছাড় শুধু উৎসবের মরশুম পর্যন্ত। মঙ্গলবার এজলাসে বসেই ওই বাড়ির বাসিন্দা ১৬টি

পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন বিচারপতি। তার পরই তিনি বলেন, আপনারা ঠকেছেন। এটা দেখার পরে আমি মত পরিবর্তন করছি। প্রোমোটার আপনাদের ঠকাতে পারে। কিন্তু আদালত তো ঠকাতে পারে না। মানবিকতা বলে তো কিছু আছে। আপনাদের বাড়ি এখনই ভাঙছি না।'' তবে একই সঙ্গে বিচারপতি স্পষ্ট করে দিয়েছেন, পুজো মিটে গেলে এ নিয়ে আদালত পরবর্তী নির্দেশ দেবে। প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে ওই নির্মাণ ভাঙা হবে।''মঙ্গলবার ওই ১৬টি পরিবারের হয়ে কথা বলতে বিচারপতির এজলাসে এসেছিলেন বিধাননগর পুরসভার ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর চামেলি নস্কর। বিচারপতির সামনে সে কথা বলতে বলতেই কেঁদে ফেলেন তিনি। সেই কান্না চলে দীর্ঘ ক্ষণ। বিচারপতিকে কাউন্সিলর অনুরোধ করেন, এই পরিবারগুলির জন্য অন্তত বিকল্প কিছু ব্যবস্থা করা হোক। এর পরেই বিচারপতি বাড়ি ভাঙা নিয়ে বেশ কয়েকটি নির্দেশ দেন।এই সঙ্গে ছ'দফা নির্দেশ দেন বিচারপতি- ১) আপাতত ১৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত ভাঙার নির্দেশ স্থগিত থাকবে। ২) ওই ১৬টি পরিবারের ভবিষ্যৎ নিয়ে বিধাননগর পুরসভার মেয়র, চেয়ারম্যান এবং কাউন্সিলরের সঙ্গে আলোচনা করারও নির্দেশ দেন বিচারপতি। ৩) মানবিক ভাবে বিবেচনা করে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়ে আদালতে তা রিপোর্ট দিয়ে ২৪ নভেম্বরের মধ্যে জানাতে হবে। ৪) ১৬টি পরিবারকে বলেন, ফ্ল্যাটের বকেয়া টাকা প্রোমোটারকে দিতে হবে না। ৫ প্রোমোটারদের ফ্ল্যাট মালিকদের সব টাকা ফেরত দিতে হবে। ৬) পুজোর পরে এ নিয়ে ইডিকে তদন্তভার দেওয়া হতে পারে। ইডিকেও এই মামলায় যুক্ত করতে হবে। বিচারপতির এজলাসে হাজির ছিলেন ওই বেআইনি নির্মাণের প্রোমোটারদের আইনজীবীরাও। বিচারপতিকে দু'জন প্রোমোটার অনুরোধ করেছিলেন, ফ্ল্যাট মালিকদের টাকা ফেরত দেওয়ার নির্দেশ যেন না দেওয়া হয়। জবাবে বিচারপতি বলেন, একটা ইট লাগাতে গেলে পুরসভার অনুমতি লাগে। এত ক্ষমতা যে চারতলা ভবন তৈরি হয়ে গেল! আর কেউ কিছু জানল না। পিসি সরকারের মতো হাত দিয়ে চার তলা ভবন তৈরি হল না কি?'' এর পর অবশ্য বিচারপতি এজলাস ছেড়ে বেরিয়ে যান।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৮ বর্ষ, দৈনিক ৩১৯ সংখ্যা, বুধবার, ৩০ আশ্বিন ১৪৩০

উৎসবের মেজাজে গোটা বাংলা

সম্পাদকীয় ১

বাংলার মানুষেরা একটুতে হাঁফিয়ে ওঠে । তারা এতদিন ধরে সংবাদপত্রে পড়তে শুরু করে দিয়েছিল সিবিআই এবং ইডি। তারপরে এলো আদালত। তারপরে দুর্নীতি। প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর দুর্নীতি। তারপরে একে একে ধরা পড়তে শুরু করলো শিক্ষা দফতরের কর্তা ব্যক্তিরা। রাজ্য সরকারের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের বিবাদ এবং মীমাংসা। তারপরে এসে উপস্থিত হল রাজ্যপাল বনাম রাজ্য সরকারের মনোমালিণ্য। বাংলার লোকেরা এর হাত থেকে রক্ষা পেতে চাইছিল। কিন্তু রক্ষা পাওয়া কি সহজ কথা যে বললেই রক্ষা পাওয়া যাবে। রক্ষা পেতে সেই কারণে বাঙালিরা মরিয়া হয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছিল। ঠিক সেই সময়ে এসে উপস্থিত হলেন বিশ্বকর্মা। ব্যস বাঙালিরা একেবারে মেতে উঠতে শুরু করে দিল। এসে উপস্থিত হল দুর্গা মহোৎসব। বাঙালির সবচেয়ে বড় উৎসব। এই উৎসবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন লর্ড ক্লাইভ। ওয়ারেন হেস্টিংস সাহেব। বাংলার দুর্গা পুজো এখন আন্তর্জাতিক দরবারে। ইউনেস্কো বাংলার দুর্গা পুজোকে স্বীকৃতি দিয়েছে। তার ফলে জগৎ জোড়া নাম বাংলার দুর্গা পজো। পিছিয়ে নেই বাংলাদেশের দুর্গা পুজো। তারাও মহাসমারোহে শুরু করে দিয়েছে দুর্গা পুজোর উৎসব। চারদিন ধরে বাঙালিরা একেবারে মেতে উঠবে আনন্দে। সবাই খুশি থাকবে। আর সেই খুশিকে বজায় রাখতে চব্বিশ ঘণ্টা ধরে নজরদারি চালাবে কলকাতা পুলিশ থেকে শুরু করে রাজ্য পুলিশ এবং গোয়েন্দা দফতরের সদস্যরা। তারা না ঘুমিয়ে দিন রাত কাটাবে। দেখবে কেউ কোনও ষড়যন্ত্র করছে কিনা উৎসবকে ভণ্ডুল করে দিতে। ইজরায়েলের উৎসব মুখর দিনে হামাস বাহিনী হানা দিয়েছিল। হঠাৎ করে জঙ্গিদের হামলা করাই হচ্ছে তাদের আসল কাজ। তারা কাউকে জানান দিয়ে হানা দেয় না। তাদের হানার লক্ষ্য হচ্ছে নিরীহ মানুষ। তাদেরকে মেরে পণ বন্দি করে হামাস এখন তাদের শর্তকে পূরণ করতে চাইছে। ভারত বেশ কয়েকবার জঙ্গিদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল। প্লেন হাইজ্যাক করা হয়েছিল। কাঃদাহার কাণ্ড ঘটে গিয়েছিল। তার ফলে জঙ্গিদের জেলখানা থেকে মুক্তি দিতে হয়েছিল। যেসব দেশ জঙ্গিদের পুষতে শুরু করে দিয়েছে তারা বিপক্ষে উপস্থিত। অতীতের ভারত আজকে কিন্তু শক্তিশালী ভারতে পরিণত। সেই শক্তিশালী ভারত গড়তে বহু শ্রম দিতে হয়েছে ভারতবাসীদের। তার ফলে আজকের ভারত দেখতে পাওয়া সম্ভব হয়েছে। এই উন্নয়নশীল ভারত দেখা ইচ্ছা বহু জঙ্গিদের নেই। তারা উন্নত ভারত দেখতে চায় না। ভারত যতদিন আর্থিক দিক দিয়ে জর্জরিত থাকবে ততই তাদের মঙ্গল। উন্নত ভারত মানেই তাদের শত্রু। উন্নত ভারতবাসী মানেই হল তাদের চক্ষুশূল। ভরাতকে যতখানি দমিয়ে রাখা যেতে পারে তই মঙ্গল। সেই রুগ্ন ভারত প্রতিষ্ঠা করাই হচ্ছে ভারতের আসল শত্রুদের প্রবল ইচ্ছা। এবারে কিন্তু ভারত একেবারে সন্ত্রাসবাদীদের বিপক্ষে নিজেকে উপস্থিত করতে পেরেছে। প্যালেস্টাইনদের নাম করে সন্ত্রাসবাদীরা বাসা বাঁধতে শুরু করে দিয়েছিল। এবারে ইজরায়েল তা ভাঙতে শুরু করে দিয়েছে। ভারতের কাশ্মীরে এতদিন ধরে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা রাজ করার চেষ্টা করেছে। সেখানে কোনও উন্নতি করা সম্ভব হয়নি। উন্নতি করার সময়ে বহু বাধা এসেছে। উন্নত কাশ্মীর মানেই বিচ্ছিন্নবাদীদের স্বার্থের পরিপন্থী। তারা কাশ্মীরের উন্নতি চায় না। তারা কাশ্মীর তথা ভারত যত বেশি অনুন্নত থাকবে ততই তাদের মঙ্গল। কিন্তু পরিস্থিতির ক্রমশ পরিবর্তন হয়।

চিনের নজর ব্রিটেনের দিকেও

সম্পাদকীয় ২

ব্রিটেনের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় চিনের কাছ থেকে অনুদান নিলেও যাতে বেজিংয়ের কথা না শোনে তার দিকে প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনক লক্ষ্য রাখতে শুরু করেছেন। চিন এখন কমিউনিস্ট পার্টির মাধ্যমে ব্রিটেনের শিক্ষা সংক্রান্ত বহু তথ্য সংগ্রহ করার চেষ্টা করছে। সে ক্ষেত্রে ব্রিটেনকে কড়া নজরদারি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ভবিষ্যতে চিন যাতে ব্রিটেনের অভ্যন্তরে প্রবেশ না করতে পারে তার দিকে লক্ষ্য রাখা খুবই প্রয়োজন। চিনই রাশিয়াকে উস্কে দিয়েছে কৌশলে যাতে ইউক্রেন যুদ্ধ চলে। রাশিয়া যুদ্ধ চালাতে থাকলে তারা আর্থিক দিক দিয়ে দুর্বল হতে থাকবে। তখন চিন শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হবে। আমেরিকাকে কব্জা করতে পারছে না চিন। সেই কারণে চিন এখন রাশিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়তে শুরু করে দিয়েছে। চিনের কাছ থেকে বছরে পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড যে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পেয়ে থাকে চিনের কাছ থেকে তাদেরকে সঙ্গে কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী সুনক। চিন সাহায্য ছাড়া তারা আর্থিক দিক দিয়ে কতখানি দুর্বল হবে তাও খতিয়ে দেখবেন তিনি। চিন ব্রিটেনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে আর্থিক সহায়তা করে তাদের দেশের ছাত্রদের ব্রিটেনে পড়ার সুযোগ তৈরি করে দিচ্ছে। এমনকী এই সব প্রতিষ্ঠানে চিনা ভাষা এবং চিনা সংস্কৃতি পড়ানো হয়। সেটা যাতে আগামি দিনে না হয় তার দিকে তিনি নজর রাখবেন বলে কথা দিয়েছেন। চিন ব্রিটেনের প্রযুক্তি চুরি করার মতলব কষতে শুরু করে দিয়েছে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক সহায়তা করে তাদের ওপরে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে দিয়েছে চিন সরকার। প্রযুক্তি যাতে চুরি না করতে পারে তার জন্য নিরাপত্তা বলয় তৈরি করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন ঋষি সুনক। চিন গোটা বিশ্বের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতে পারে। সেই রকম পরিকল্পনা গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে। চিনের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে তাইওয়ান দখল করা। তার জন্য তারা রাশিয়াকে পাশে চায় বলে জানতে পারা গিয়েছে। এদিকে ইউক্রেন যুদ্ধের সুযোগ গ্রহণ করতে শুরু করেছে চিন সরকার। রাশিয়ার পণ্যের ওপরে গোটা ইউরোপ নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। সেখানে চিন দ্রুত ব্যবসার পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা করছে।

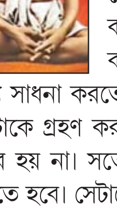

ঠাকুর রামকৃষ্ণ কথামৃত

ঠাকুর বলতেন, চালাকির দ্বারা মহৎ কাজ হয় না। কোনও রকমে পেট চালানো যেতে পারে। কিন্তু বড় কাজ করতে গেলে বড় মনের পরিচয় দিতে হয়। বড় মনটাকে অর্জন করতে হয়। বড় মন পাওয়ার জন্য সাধনা করতে হয়। যিনি সাধনা করতে পেরেছেন তিনিই বড় মনটাকে গ্রহণ করতে পারেন। সকলের দ্বারা বড় মন অর্জন করা সম্ভব হয় না। সত্যের মধ্যে রয়েছে বড় মন লুকিয়ে। সত্যকে জয় করতে হবে। সেটাকে জয় না করতে পারলে একবারে তলিয়ে যেতে হবে। আর কোনও দিন মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। মাথা তুলে শক্তভাবে দাঁড়াতে গেলে যে শক্তির প্রয়োজন রয়েছে সেটা হচ্ছে মাতৃশক্তি। মাতৃশক্তি সত্যের ওপরে দাঁড়িয়ে থাকে।

হুগলি জেলার বনেদি দুর্গা পুজো

রবীন্দ্র কুমার শীল

(হুগলি জেলার একটি বিশেষ স্থান আছে ইতিহাসের পাতায়। কলকাতা এবং হাওড়া জেলার পরই হচ্ছে হুগলি জেলা হচ্ছে বৃহৎ শিল্পাঞ্চল। বাংলার অন্যতম সেরা শিল্পাঞ্চল। হুগলি নদীর তীরে অবস্থিত হুগলি জেলা। হুগলিতে বহু বনেদি পরিবার রয়েছে। তাঁদের মা দুর্গা পুজোর বয়স প্রায় দেড়শো বছর থেকে শুরু করে আড়াই, পাঁচশো বছর অতিক্রম করে গিয়েছে। সেই সব বনেদি পুজো নিয়ে এবারের প্রবন্ধের আলোচনা। হুগলি জেলার ঐহিত্যময় ইতিহাস রয়েছে। হুগলি অঞ্চল বরবারই সমৃদ্ধ অঞ্চল হিসাবে পরিচিত ছিল। ইংরেজরা আসার সময়ে হুগলিতে শিল্প স্থাপন করে। হুগলির ইতিহাসকে আমরা রক্ষা করতে পারেনি। ইংরেজরা তাদের ইতিহাসকে রক্ষা করতে পেরেছে। আমরা ইংরেজদের কাছ থেকে ইতিহাস রক্ষা কীভাবে করতে হয় সেটা শেখার খুবই প্রয়োজন ছিল। ইংল্যাণ্ডে রাজা বর্তমান। তাঁরা কিন্তু তাদের ঐতিহ্যকে সুরক্ষিত রাখতে পেরেছে। আর আমরা আমাদের ইতিহাসকে একেবারে নষ্ট করে দিতে চেষ্টা করছি। বাংলার ইতিহাস রচনা করে গিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর এবং সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সেই কারণে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাংলার ইতিহাস অনুবাদ করেছিলেন। আর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলার ইতিহাস রচনা করেছিলেন। তারপরে ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় থেকে শুরু করে রমেশ মজুমদার, রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় এর মতো ইতিহাসবিদেরা বাংলার ইতিহাস রচনা করে গিয়েছেন বটে। হুগলির ইতিহাস নিয়ে বহু চর্চা হয়েছে। বহু গবেষকেরা হুগলি ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করে চলেছেন। তবে হুগলি আজকে বেশ অবহেলিত। সেখানকার উন্নয়ন করার দিকে কারোর মন নেই। কালী সাধক রামপ্রসাদ থেকে শুরু করে এখান কবি ভারতচন্দ্রও পর্যন্ত বসবাস করে গিয়েছেন।)

কলকাতা, হাওড়ার মতো হুগলি জেলায় বনেদি পরিবার রয়েছে। তারা দুর্গা পুজোকে ঠাকুর দালানে করে থাকেন। বহু প্রাচীন বাড়ি রয়েছে সেখানে দুর্গা পুজোর রীতিনীতি বলতে গেলে একেবারে বহু প্রাচীন। প্রাচীন বেদমন্ত্র পাঠ করে সেখানকার দেবী মূর্তির উন্মাচন করা হয়ে থাকে। হুগলি নদীর তীরেই অবস্থিত। হুগলি জেলার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। চুঁচুড়াতে বিখ্যাত রথযাত্রা মহেশের রথ যাত্রা। সারা ভারত থেকে ভক্তরা হুগলিতে এদিন এসে উপস্থিত হয়ে থাকেন। চন্দননগর আবার বিপ্লবীদের গোপন আস্তানা ছিল। চন্দননগর ছিল ফরাসিদের দখলে। তার ফলে কলকাতায় বিপ্লবীরা বিপ্লবী কাজকর্ম করে চন্দননগরে গা ঢাকা দিত। চন্দননগরের গুপ্ত সমিতি নির্মাণ করেছিলেন চারু চন্দ্র রায়। তিনি ছিলেন ডুপ্লে কলেজের অধ্যক্ষ। বিপ্লবী অরবিন্দের ভক্ত। কলকাতার পরই বিপ্লবীদের অন্যতম সেরা ঘাটি ছিল চন্দননগর। এখানেই বিপ্লবী রাসবিহারী বোস বসবাস করতেন। থাক সে সব কথা। এখন এখানকার বনেদি দুর্গা পুজো নিয়ে আলোটনা করতে এসেছি। তাই নিয়ে আলোচনা করবো)

চুঁচুড়াকে আগেকার লোকেরা চুনসুরা বলতো। এই শহরে বেশ কিছু বনেদি জমিদার বাড়ি রয়েছে। **চুনসুরা দত্ত বাড়ির দুর্গা পুজোঃ** ১৮৬২ সালে এই পুজোর সূচনা হয়েছিল। সাগরলাল দত্ত আগে পাটের ব্যবসা করতেন। তিনিই এই পুজো শুরু করেছিলেন। রথযাত্রার দিন কাঠামো পুজো হয়ে থাকে। তারপরে চক্ষুদান পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। অষ্টমীতে ধুনো পোড়ানোর আচার বা রীতি রয়েছে। শিল্পী কাশীনাথ পাল এই ঠাকুরদালান নির্মাণ করেন। মা দুর্গার মূর্তির পাশাপাশি আর একটি অষ্ট ধাতুর প্রতিমা রয়েছে। তিনিও পুজিত হয়ে থাকেন। **কামারপাড়া আধ্যাবাড়ির পুজোঃ** বদন চন্দ্র আধ্যা এই পুজোর সূচনা করেছিলেন। যোগীন্দ্রলাল আধ্যায় ছিলেন স্টেশন মাস্টার যখন ১৮৫৪ সালে ১৫ আগস্ট হাওড়া এবং হুগলির মধ্যে রেল চলাচল শুরু করা হয়েছিল। এই পুজোতে কুমারী পুজোর রীতি রয়েছে। অষ্টমী এবং নবমীতে কুমারী পুজো অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। **চুনসুরা সুজনবাগানের বোস বাড়ির পুজোঃ** ১৯৫০ সাল থেকে এই বাড়ির পুজো হয়ে আসছে। হেমেন্দ্রনাথ বসুর পুত্র সুধীর কুমার বোস এই পুজো শুরু করেছিলেন। বৈষ্ণব রীতি মেনেই এই পুজোর প্রচলন হয়ে থাকে। **বারো শিয়াল গলির বারো শীল বাড়ি পুজোঃ** ১৭৬৩ সালে নীলাম্বর শীল এই বাড়ি নির্মাণ করেছিলেন। তখন থেকেই শুরু হয়েছিল দুর্গা পুজোর অনুষ্ঠান। তারপরে ১৮০৩ সালে মদনমোহন শীল ঠাকুর দালান নির্মাণ করেন। মায়ের হাতে কোনও অস্ত্র নেই। বৈষ্ণব রীতি মেনে পুজো হয়ে থাকে। শীলদের দেবতা হলেন শ্রীধর জিউ। **হুগলির ঘুটিয়াবাজারের মল্লিক বাড়ির দুর্গা পুজোঃ** মল্লিকদের আদি বাসস্থান ছিল সপ্তগ্রাম। লক্ষনীনারায়ণ দে মল্লিক প্রথম হুগলিতে আসেন। তিনি ২৫টি মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। মল্লিকরা স্বর্ণ ব্যবসায়ী ছিলেন। বৈষ্ণব রীতি মেনেই এখানে পুজো হয়ে থাকে। এই বাড়ির প্রতিমার বৈশিষ্ট হল শিব দুর্গা। **শেওড়াফুলির রাজ বাড়ির দুর্গা পুজোঃ** হুগলির রাজ বাড়ির শেওড়াফুলিতে দেবী দুর্গা সর্বমঙ্গলা রূপে পুজিত হয়ে থাকেন। প্রায় সাড়ে তিনশো বছরের বেশি সময় ধরে এই পুজো সেখানে চলে আসছে। চণ্ডী পাঠের মধ্যে দিয়ে ঘট পুজোর সূচনা হয়। লক্ষনী, গণেশ, সরস্বতী এবং কার্তিকের পুজো এখানে হয় না। অষ্ট ধাতুর দেবী মূর্তি পুজিত হয়ে থাকে। আগে ছাগল বলি দেওয়া হতো। কিন্তু এখন বলি প্রথা উঠে গিয়েছে। এই বাড়িতে দেবীর নিত্য পুজো হয়ে থাকে। রাধাকৃষ্ণ রয়েছেন। আগে বাইরের কাউকে এই পুজো দেখার অনুমতি দেওয়া হতো না। এখন বাইরের লোকেরা প্রবেশ করতে পারে এবং পুজোও দেখতে পারে। কোননগরে বহু বনেদি পরিবারের বাড়িতে আজও দুর্গা পুজো অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। **টিএন মিত্র লেনের মিত্র বাড়ির দুর্গা পুজোঃ** টিনএন মিত্র লেনের মিত্র বাড়ির দুর্গা পুজো আজও সম্মানের সঙ্গে পালিত হয়ে থাকে। ১৭৯৮ সালে রাম মিত্র এই পুজোর সুচনা করেছিলেন। আগে মহিষ কোরবানি করা হত। এখন সেখানে ফলমূল কোরবানি করা হয়ে থাকে। **রায়মিত্র বাড়ির দুর্গা পুজোঃ** এই পুজোটি কোন্নগরের অন্যতম প্রাচিন পুজো। ১৭০০ সালে কালিদাস মিত্র এই পুজো সূচনা করেছিলেন। মুঘলরা এই পরিবারকে রায় উপাধি দিয়েছিল। **মুখোপাধ্যায় পরিবারের দুর্গা পুজোঃ** মুখোপাধ্যায় পরিববারের দুর্গা পুজো বেলতলা বাড়ির দুর্গা পুজো নামে খ্যাত। চন্দ্র শেখর মুখোপাধ্যায় এই বাড়িতে দুর্গা পুজোর শুভ সূচনা করেছিলেন। **দত্ত পরিবারের দুর্গা পুজোঃ** টি এস মুখার্জি স্ট্রিটের দত্ত পরিবারের দুর্গা পুজোর সূচনা করেছিলেন দত্ত পরিবারের প্রথম পুরুষ। বৈষ্ণব রীতি মেনেই পুজো হয়ে থাকে। নবমীতে কুমারী পুজো অনুষ্ঠিত হয়। **ঘোষাল বাড়ির দুর্গা পুজোঃ** কোন্নগরে ঘোষাল বাড়ির দুর্গা পুজো ১৪৫৪ সালে শুরু হয়েছিল। ঘোষাল বাড়ির দেবী দুর্গার সঙ্গে শ্যামসুন্দর এবং রাধিকার পুজো করা হয়ে থাকে। **ব্যানার্জি বাড়ির দুর্গা পুজোঃ** ১৯৬৪ সালে এই বাড়িতে পুজো শুরু হলেও এই পুজো বহু প্রাচীন। আগে তাদের আদি বসত বাড়িতে পুজোর শুরু

হয়েছিল। শাক্ত মতে পুজো হয়ে থাকে। সারা বছর ধরে ঠাকুর দালানে কাঠামো রাখা হয়। পরিবারের পুরুষরা পুরোহিতের ভূমিকা পালন করে থাকে। হুগলির জেলার বহু পুজো সম্পর্কে বলা হল না। তবে হুগলি জেলায় বহু বনেদি পরিবারের বসবাস ছিল। তারা পরে কলকাতায় এসে ব্যবসা শুরু করলে কলকাতার বাড়িতে পুজোতে নিয়ে আসে। **শ্রীরামপুরের দে বাড়ির দুর্গা পুজোঃ** এই বাড়ির পুজো দেখতে আসতেন উইলিয়াম কেরি সাহেব। তিনি তখন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। বিসর্জনের দিন মাকে ঘিরে বাড়ির মেয়েরা প্রদক্ষিণ করে। **ডানকুনির গরলগাছা বাবুদের বাড়ির দুর্গা পুজোঃ** সাধক রাম প্রসাদ এবং রামকৃষ্ণ এই বাড়িতে দুর্গা প্রতিমা দর্শন করতে এসেছিলেন। **জনাইতে কলিবাবুর বাড়ির দুর্গা পুজোঃ** জনাই রাজ বাড়ির দুর্গা পুজো এটি। কালিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এই পুজোর সূচনা করেছিলেন। **বাকসার মিত্র বাড়ির দুর্গা পুজোঃ** বাকসার মিত্রদের সিংহ বাড়ি ভগ্ন হয়ে গেলেও পুজো কিন্তু বন্ধ হয়ে যায়নি। **বাকসার চৌধুরী বাড়ির দুর্গা পুজোঃ** চৌধুরীর বাড়ির মা দুর্গা অভয়া মূর্তি ধারন করে রয়েছেন। জনাইয়ের মনোহরা দিয়ে এখানে মাকে ভোগ দিতে দেখা যায়। হুগলি জেলার বহু পুজোও প্রাচীনত্বে নিদর্শন বহন করে থাকে। কলকাতা, হাওড়া এবং হুগলিতে বেশি বনেদি পুজোর আয়োজন ছিল। কালের গতিতে বহু বনেদি পুজো বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আবার বহু বনেদি পুজো সর্বজনীন পুজোতে রূপ পেয়েছে। জমিদার বাড়ির সদস্য না থাকার ফলে এলাকার বাসিঃদারা মিলে সেই পুজোর আয়োজন করে থাকে। **চন্দননগরের বোস বাড়ির দুর্গা পুজোঃ** প্রায় পাঁচশো বছরের অধিক প্রাচীন দুর্গা পুজো। প্রথমে পুজো শুরু হয়েছিল বিশালাক্ষী মন্দিরে। তার পরে পারিবারিক বিবাদের ফলে পুজো দুটো ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। বর্তমানে বিশালাক্ষী মন্দিরে ছোট আকরে পুজো হয়ে থাকে। মহালয়ার পর থেকে প্রতিদিন চণ্ডী পাঠ হয়ে থাকে। সপ্তমীর দিন কলা বউ স্নান করার পর থেকে আসল পুজো শুরু হয়। **হুগলির দশঘড়া গ্রামে বিশ্বাস বাড়ির দুর্গা পুজোঃ** এক চালার মধ্যে দশটি সশস্ত্র দুর্গা মূর্তি দেখতে পাওয়া যাবে। শিব দুর্গা মূর্তি অভয়া মূর্তিও ছিল। চতুর্ভুজা দুর্গা অর্থাৎ চার অস্ত্র ধারী দুর্গাও ছিল। আগে এরা দেব উপাধিতে ভূষিত ছিল। তারপরে বিশ্বাস উপাধি লাভ করে। **আরামবাগের সরকার বাড়ির বনেদি পুজোঃ** আরামবাগের সরকারদের বনেদি পুজো শুরু হয় মুসলিমদের নামাজ পড়ার মধ্যে দিয়ে। নামাজ পড়ার পর আরতি শুরু হয়। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ এই পুজোতে অংশ গ্রহণ করে থাকে। প্রায় সাড়ে তিনশোর বেশি প্রাচীন পুজো। প্রগতিশীল ধর্মনিরপেক্ষতার মধ্যে দিয়ে এই পুজো শুরু হয়।

ইজরায়েল-হামাস যুদ্ধ কী ধর্ম যুদ্ধের ইঙ্গিত?

শঙ্করলাল কর্মকার

০৭.১০.২৩ তারিখে অতর্কিতে ইজরায়েলকে আক্রমণ হামাসের দল যে ভুল করেছে তা তারা বুঝতে পেরেছে। যুদ্ধ থামছে না। গাজা নিজেদের দখলে রাখতে বদ্ধ পরিকর ইজরায়েল। পড়শী রাষ্ট্রের তুলনায় ইজরায়েলের আয়তন খুবই কম। ঈশ্বরের বরপুত্র যিশুখ্রিষ্টের জন্মস্থান জেরুজালেম ইজরায়েলে অবস্থিত। ছোট দেশ হলেও ইহুদিরা যুদ্ধ করতে পারদর্শী এবং তাদের হাতে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র রয়েছে। তবে এই সব আধুনিক অস্ত্র তারাই নির্মাণ করেছেনিজেদের আত্মরক্ষা করতে। কারোর কাছ থেকে তারা অস্ত্র কেনে না। নিজেদের জীবন এবং দেশকে বাঁচাতে তারা এই অস্ত্র নিজেদের অস্ত্র কারখানায় তৈরি করে থাকে। ইজরায়েল খুব লড়াকু জাত। গাজা ভূখণ্ড ইজরায়েলের দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তে। পূর্বে জর্ডন, দক্ষিণে ইজিপ্ট। অতীতে বহুবার ইজরায়েলের ওপরে হামলা হয়েছিল। তখন সন্ত্রাসবাদীরা বাধ্য হয়েছিল পিছু হটতে। এবরে বড় ধরনের হামলা করে ইজরায়েলকে উচিত শিক্ষা দেবে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল হামাস। গাজা অঞ্চলকে প্যালেস্টাইন অঞ্চলে পরিণত করার ইচ্ছা ছিল হামাস জঙ্গিদের। কিন্তু সফল হল না। ইজরায়েল যুদ্ধ ঘোষণা করে আক্রমণ করতে শুরু করে দিয়েছে। ভারত, আমেরিকা, ব্রিটেন সহ আরও বেশ কয়েকটি দেশ সন্ত্রাস বিরোধী। বারবার ইজরায়েলের হামলায় সন্ত্রাসবাদীরা বহু নিরীহ লোকের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে। এবারে হামাস পণবন্দি করে রেখেছে বহু ইজরায়েল নাগরিকদের। তাদেরকে ঢাল করে হামাস এখনও লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে ইজরায়েলের বিরুদ্ধে। ইজরায়েল কিন্তু ছেড়ে দেবে না। তারা এর কোথায় শেষ তা দেখে ছাড়বে বলে হুঁশিয়ারী দিয়েছে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াগু। তিনি পরিস্কার করে বলে দিয়েছেন হামাস ইজরায়েলকে ধ্বংস করতে চায়। তাদের সঙ্গে আইএসের যোগ রয়েছে। কিন্তু ইজরায়েল হামাসপন্থীদের বাঁচিয়ে রাখবে না। তাদের বাঁচিয়ে রাখা মানেই হল ইজরায়েলের প্রাণহানী। সেই কারণে ইজরায়েল সঙ্কল্প নিয়েছে যে গাজা ভুখণ্ড থেকে প্যালেস্টাইন সন্ত্রাসবাদীদের উৎখাত করবে। তাতে যদি যুদ্ধ দীর্ঘমেয়াদী হয় তাতেও পিছুপা হবে না ইজরায়েল। বিশ্বের অনেক দেশই শান্তি কামনায় যুদ্ধ বিরতি চাইছে। কিন্তু ইজরায়েল পরিস্কার করে বলে দিয়েছে যুদ্ধ থামবে যেদিন পশ্চিম এশিয়াতে একটিও সন্ত্রাসবাদী থাকবে না। সন্ত্রাসবাদকে একেবারে নিকেশ করে দিতে চায় ইজারয়েল। ইজরায়েল বার্তা দিয়েছে যে হামাসের সংস্পর্শ ত্যাগ করে দক্ষিণ দিকে গাজার বাসিন্দারা যেন সরে যায়। গাজায় সাধারণ মানুষের থাকাটা নিরাপদ হবে না। বড় ধরনের আক্রমণ করার আগেই ইজরায়েল গাজা ভুখণ্ডের সাধারণ নাগরিকদের স্থান ত্যাগ করতে বার্তা দিল। ইজরায়েল এবার বড় ধরনের হামলা করে হামাস সন্ত্রাসবাদীদের নিকেশ করে দিয়ে চায়। তার জন্য ইজরায়েল গাজা সীমান্তে লক্ষাধিক স্থল সেনা মোতায়েন করেছে। তারা আগামী দিনে গাজা ভূখণ্ডে প্রবেশ করে দখল নেবে। এদিকে অনেক সন্ত্রাসবাদীরা বলতে শুরু করে দিয়েছে যে তারা প্যালেস্টাইন স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছে। তবে বিশ্বের শান্তিকামী মানুষেরা যুদ্ধের বিপক্ষে। যুদ্ধে নিরীহ মানুষের প্রাণ যাক এটা কাম্য নয়। এই যুদ্ধ স্বাধীনতা নিয়ে যুদ্ধ না সন্ত্রাসবাদী যুদ্ধ তা বলা খুবই মুশকিল এবং এই নিয়ে তৈরি হয়েছে সারা বিশ্ব জুড়ে বিতর্ক। এই যুদ্ধকে কেন্দ্র করে গোটা বিশ্ব দুই ভাগে বিভক্ত। চিন এবং রাশিয়া অন্য সুরে কথা বলতে শুরু করেছে। তারা ইজরায়েলকে যুদ্ধ থামাতে বলছে। কিন্তু কি কারণে ইজরায়েলকে বাধ্য হলো যুদ্ধ করাতে তার কোনও কারণগুলিকে উল্লেখ করছে না কেউই। সবাই সেই দিকটা এড়িয়ে যেতে শুরু করে দিয়েছে। কিন্তু ইজরায়েল নিজেরে সিদ্ধান্তে অটল। রাষ্ট্রপুঞ্জ থেকে বলা হয়েছিল যে ইজরায়েলকে যুদ্ধ থামাতে। কিন্তু ইজরায়েল পরিস্কার করে বলে দিয়েছে হামাস জঙ্গি গোষ্ঠী নিরীহ ইজরায়েলিদের আটক পণবন্দি করে রেখেছে। রাষ্ট্রপুঞ্জ তাদেরকে হামাসের হাত থেকে তাদেরকে উদ্ধার করুক। তারপরে ইজরায়েল ভেবে দেখবে। তবে গাজা ভূখণ্ডকে পুরো হামাসদের হাতে ছেড়ে দেওয়া চলবে না। তারা প্রথমে চার হাজার ক্ষেপনাস্ত্র ইজরায়েলেক রক্ষ্য করে ছুড়েছে। সেই সব ক্ষেপনাস্ত্র কোথা থেকে পেল এবং কারা দিল তার সন্ধান করবে ইজারায়েল। হামসাকে অতি সহজে ছেড়ে দেবে না ইজরায়েল। ইসলামিক দেশগুলি এখন বলতে শুরু করে দিয়েছে যে গাজা ভূখণ্ড ইজরায়েল দখল করার চেষ্টা করছে। তারা প্যালেস্টাইনদের ভূখণ্ড অধিকার করে নিতে চায়। ইসলামিক রাষ্ট্রগুলি এখন প্যালেস্টাইনের পাশে এসে দাঁড়াতে শুরু করেছে। এদিকে ইজরায়েল লেবানন এবং সিরিয়ার সীমান্ত আক্রমণ করতে শুরু করেছে। লেবাননের হিজবোল্লা জঙ্গি গোষ্ঠীর সদস্যরা হামাসকে সমর্থন করে ইজরায়েলের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরে অভিযান শুরু করেছে। এখন এই যুদ্ধ ধর্ম যুদ্ধে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিতে শুরু করে দিয়েছে। যদি তা হয় তাহলে তা হলে দীর্ঘ মেয়াদী যুদ্ধে পরিণত হবে। ইজরায়েল যুদ্ধ যাতে দীর্ঘ মেয়াদী না হয় তার জন্য জ্বালানি, খাদ্য এবং পানীয় জল বন্ধ করে দিয়েছে। গাজা ভূকণ্ডে কোনও বাইরের কিছুই প্রবেশ করতে পারছে না। তার ফলে গাজা নিরীহ নাগরিকদের অবস্থা খুবই করুণ। হামাস সন্ত্রাসবাদীদের জন্য সমগ্র নিরীহ গাজাবাসীদের আজকে ভুগতে হচ্ছে। বহু লোক ঘর বাড়ি ত্যাগ করে রাষ্ট্রপুঞ্জে শরনার্থী শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। রেড ক্রস সোসাইটি ওষুধ, শিশুদের পথ্য সহ বিভিন্ন মানবিক সাহায্য দেওয়া শুরু করে দিয়েছে। এই যুদ্ধ বিশ্ব অর্থনীতির ওপরে চাপ পড়বে। একদিকে ইউক্রেন যুদ্ধ অন্য দিকে ইজরায়েল যুদ্ধ বিশ্বকে আতঙ্কিত করে তুলেছে। ব্যবসা বাণিজ্য থেকে শুরু করে আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে এই যুদ্ধের বিশাল প্রভাব পড়বে। তবে ভারতের পররাষ্ট্র নীতির অবস্থান কোন দিকে যাবে তা এখনই বলা একেবারে অসম্ভব। তবে ভারতের প্রধানমন্ত্রী পরিস্কার করে জি-২০ সম্মেলনের বিশ্ব স্পিকার বৈঠকে বলেছেন যে ভারত সন্ত্রাসবাদীদের পক্ষে নয়। ভারত বিশ্ব থেকে সন্ত্রাসবাদীদের উচ্ছেদ করতে চায়। বিশ্ব থেকে যে দেশ সন্ত্রাসবাদীদের মুক্ত করতে বদ্ধপরিকর ভারত তার পাশে রয়েছে। বহু বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতারা বলতে শুরু করে দিয়েছেন যে ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী এখন পথ পরিবর্তন করে ইজরায়েলকে সমর্থন দিচ্ছে। যদিও বিদেশ মন্ত্রক থেকে বলা হয়েছে যে ভারত সন্ত্রাসবাদীদের বিপক্ষে। এর বেশি কিছু বলা ভারতের পক্ষে শোভা পায় না। প্যালেস্টাইন যদি সন্ত্রাসবাদীদের রাজনৈতিক প্রশ্রয় না দেয় তাহলে তারা প্রকাশ্যে কেন সন্ত্রাসবাদীদের হামলার প্রতিবাদ করছে না? তারা কেন চুপ করে বসে রয়েছে? প্যালেস্টাইন যদি হামাসের মতো সন্ত্রাসবাদীদের রাজনৈতিক সমর্থন করতে শুরু করে তাহলে নিশ্চয় সারা বিশ্বের উচিত কাজ হচ্ছে প্যালেস্টাইন সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করা। প্যালেস্টাইনের উচিত কাজ হচ্ছে পশ্চিম এশিয়াতে শান্তি ফিরিয়ে নিয়ে আসা। তার জন্য প্যালেস্টাইনদের এগিয়ে এসে বলতে হবে তারা সন্ত্রাসবাদীদের সমর্থন করে না।

হেরিটেজ বেকার হলে মুজিবুর রহমান

কলকাতার বেকার হলে এখনও পর্যন্ত বাংলাদেশের জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমানের মূর্তিটি রয়েছে। সেখানে একটি মুজিবুর রহমানের নামে মিউজিয়াম তৈরি করা হয়েছে। কলকাতায় বেকার হল থেকে তিনি পড়াশুনা করেছেন। তিনি মৌলানা আবুল কামাল আজাদ কলেজের ছাত্র ছিলেন। এই কলেজে পড়াশুনার সময় থেকে স্বাধীন বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখেন। বেকার হলে থাকার সময়ে তিনি স্বাধীন বাংলাদেশ গড়া কীভাবে সম্ভব তা নিয়ে আলোচনা করতেন। বাংলাদেশ তখন পূর্ব পাকিস্তান নামে পরিচিত ছিল। পূর্ব পাকিস্তান তখন পশ্চিম পাকিস্তান দ্বারা শাসিত এবং শোষিত হচ্ছিল। বাংলা ভাষাকে তুলে দেওয়ার জন্য বহু চেষ্টা করেছিল পশ্চিমী পাকিস্তানের শাসকেরা। তারা চাই ছিল উর্দু হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা। পূর্ব পাকিস্তানে বাংলা ভাষাকে একেবারে তুলে দেওয়ার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকেরা এক জোট হয়ে কাজ করতে শুরু করলে তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে পথে নামেন শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি বাংলাদেশের বাংলাভাষাকে রাষ্ট্র ভাষায় পরিণত করা চেষ্টা করতে শুরু করেন। উর্দু ভাষা মানবো না বলে পথে আন্দোলন করতে শুরু করেন

শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁকে সমর্থন করে বাংলাদেশের বিশাল জনগণ। ফলে পশ্চিমী শাসকদের সঙ্গে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। পশ্চিমী শাসকেরা পূর্ব পাকিস্তানের বিশাল সেনা সমাবেশ করতে শুরু করে। সেনা টহল দিতে শুরু করলে সেখানকার নাগরিকরো পাক সেনাদের বিরুদ্ধে কালো পতাকা দেখাতে শুরু করে। তার ফলে পাক সেনাদের অত্যাচার বৃদ্ধি পেতে থাকে। তখন শেখ মুজিবুর রহমান গোপনে বাংলার নাগরিকদের সহযোগিতা চান। দুই বাংলা তখন এক হয়ে শেখ মুজিবুর রহমানকে সহযোগিতা করতে থাকে। পশ্চিমবঙ্গের বাংলাভাষীরা চুপ করে বসে থাকে না। তারাও অর্থ দিয়ে সহযোগিতা করতে থাকে। তারপরে হঠাৎ করে পাকিস্তান ভারত সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে ভারতীয় সেনারা পূর্ব পাকিস্তানে প্রবেশ করে সম্পূর্ণ অধিকার করে নিয়ে শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে পূর্ব পাকিস্তান তুলে দেয়। শেখ মুজিবুর রহমান তখন পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন বাংলাদেশ বলে ঘোষনা দেন এবং তিনি নিজেই প্রধানমন্ত্রী হয়ে যান। এই সব পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছিল কলকাতার বেকার হল থেকে তখন সেখানে শেখ মুজিবুর রহমান ছাত্র হিসাবে বসবাস করছিলেন।

গরিব মানুষদের হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দিলেন কাউন্সিলর মানিক দে

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৭ অক্টোবর ঃ দুর্গাপূজার প্রাক্কালে সকল সাংবাদিক বন্ধুদের সাক্ষী রেখে শহরের বেশ কিছু সংগঠন বা রাজনৈতিক

দল পূজার উপহার স্বরূপ গরিব মানুষের হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দিয়েছেন। তবে তিনি একটু অন্যভাবে গরিব সেবা করতে ভালোবাসেন। সেই কারণে সকলের অজান্তেই নিজেই সাতসকালে বিভিন্ন মন্দিরে ঘুরে ঘুরে মন্দিরের সামনে বসে থাকা ওই গরিব মানুষগুলির হাতে পূজার উপহাস নতুন বস্ত্র তুলে দেন। পুরসভা ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তথা মেয়র পারিষদ মানিক দে মঙ্গলবার এই বছরগুলো তুলে দেন গরিব মানুষের হাতে। শহরের প্রায় কয়েকটি মন্দির ঘুরে ১০০টি নতুন বস্ত্র তাদের হাতে তুলে দেন। পরবর্তীতে মহাষষ্ঠীর সময়কালে ১৩ নম্বর ওয়ার্ড থেকেই তিনি আরো শতাধিক বস্ত্র প্রদান করবেন গরিব মানুষের হাতে। কেন তার এই ভাবনা জানতে যাবার চেষ্টা করলে তিনি এই বিষয়ে কিছুই বলতে চাননি।

খুলে গেলো নয়াসাইলি চাবাগান, স্বস্তি ফিরলো শ্রমিকদের

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৭ অক্টোবর ঃ দুদিন বন্ধ থাকার পর খুলে গেলো নাগরাকাটা ব্লকের নয়াসাইলি চা বাগান। এই ঘোষণা হতেই স্বস্তি ফিরে আসে প্রায় দেড় হাজার শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্যদের।

নয়াসাইলি চা বাগানের জন্য বোনাস ঘোষিত ১৫.৫০। এই খবর পেয়ে পুজোর মুখে আশার আলো দেখা গেল শ্রমিকদের মুখে। গত শুক্রবার বোনাস নিয়ে আলোচনার মাঝে আচমকাই নিরপত্তার অভাব বোধ করছেন এই কথা জানিয়ে ওয়ার্ক সাসপেনশন ঘোষণা করে ছিল ডুয়ার্সের নিদিম গ্রুপের নয়াসাইলি চাবাগান। পুজোর মুখে চা বাগান বন্ধ ঘোষণা হওয়ায় অথৈজলে পড়েন শ্রমিকরা। প্রশাসনের পক্ষ থেকে বাগান খোলার বিষয়ে তৎপরতা শুরু হয়। শনিবার মালে সহকারী শ্রম আধিকারিক প্রণব কুমার দাস দুই চাবাগান কর্তৃপক্ষকে নিয়ে বৈঠক করেন। সেখানে সিদ্ধান্ত হয় নয়াসাইলি চাবাগান নিয়ে জেলা শ্রম দপ্তরে রবিবার ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হবে। সেই মতো রবিবার জেলা শ্রম আধিকারিকের দপ্তরে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক শুরু হয়। টানা বৈঠকে চলার পর চাবাগান কর্তৃপক্ষ বাগান খুলতে সম্মত হয় এবং ১৫.৫০ হারে বোনাস দিতে রাজী হয়। সিদ্ধান্ত হয় ১৭ অক্টোবর ঘোষিত বোনাস দিয়ে দেওয়া হবে। মালের শ্রম আধিকারিক প্রণব কুমার দাস জানান, বৈঠক ফলপ্রসূ হয়েছে। বোনাস দেওয়া হবে ১৫.৫০ শতাংশ হারে।

দুর্গা পুজোর গাইড ম্যাপ প্রকাশ করল জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৭ অক্টোবর ঃ সঠিক ভাবে যান চলাচল ও দর্শনার্থীরদের ভিড় সামলাতে পুজোর কটাদিন শহরকে যানজট মুক্ত রাখতে

দুর্গা পুজোর গাইড ম্যাপ প্রকাশ করল জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ। দুর্গা পুজার গাইড ম্যাপ প্রকাশ করল জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ। সম্প্রতি থানামোড়ে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শহরবাসী তথা দুর্গা পুজোতে দর্শনার্থীদের উদ্দেশ্যে এই গাউড ম্যাপ প্রকাশ পুলিশের। উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ির জেলাশাসক, পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিক, বিধায়ক সহ প্রশাসনের আধিকারিকরা। পুজোর সময় যাতে দর্শনার্থীদের যাতে সমস্যায় পড়তে না হয়, সুষ্ঠু ভাবে সঠিক রাস্তায় পুজো মন্ডপে যেতে পারে তার জন্য এই গাইড ম্যাপ প্রকাশ করা। পুলিশ সুপার জানান পুজোর সময় প্রতিটি এলাকায় পুলিশের নজরদারি থাকবে, সাদা পোশাকের পুলিশ মোতায়েন করা হবে। সেই সাথে বিভিন্ন এলাকায় এলাকায় মোতায়েন থাকবে মহিলা পুলিশ। থাকবে সিভিক ভলেন্টিয়ার।

চা বাগান ও দিনমজুর মহিলাদের নতুন কাপড় প্রদান

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৭ অক্টোবর ঃ পুজোর আগে গ্রামীন এলাকার

গরীব দুঃস্থ মহিলাদের বস্ত্র দান। এদিন শিলিগুড়ি মহাকুমা পরিষদের অন্তর্গত ফাঁসিদেওয়া ব্লকের ২ নাম্বার ব্লক কমিটির পক্ষ থেকে। চারটি অঞ্চলের প্রায় ৫০০০ মহিলাদের শাড়ি তুলে দিলেন মেয়র গৌতম দেব। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিং জেলা সমতলের সভা নেত্রী পাপিয়া ঘোষ, শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন পরিষদের বোর্ড মেম্বার কাজল ঘোষ সহ আরো অনেকে। এদিন এই অনুষ্ঠানে চারটি অঞ্চলের চা বাগান শ্রমিক থেকে খেটে খাওয়া দিনমজুর মহিলারা। প্রতিবছরই দুর্গাপূজার আগে এই মেগা বস্ত্র দান আয়োজন করে থাকেন কাজল ঘোষ।

বন্যায় নিহতদের চেক হস্তান্তর করেছেন

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৭ অক্টোবর ঃ কালিম্পং এ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করতে এলেন রাজ্যের চার মন্ত্রী। মঙ্গলবার বিকেলে

কালিম্পং এর রংপুর এলাকাতে এসে পৌঁছান প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন, মন্ত্রী গোলাম রব্বানী, শ্রীকান্ত মেহেতা, সত্যজিত বর্মন। এদিন রংপুর এলাকাতে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সঙ্গে কথা বলেন তারা এবং তাদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন। একইসঙ্গে বন্যা তে ওই এলাকায় যে দুজনের মৃত্যু হয় তাদের পরিবারের হাতে তিন লক্ষ টাকার করে চেক তুলে দেন মন্ত্রীরা। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত রিলিফ ক্যাম্পে থাকা মানুষেরা পুনর্বাসনের দাবী জানান মন্ত্রীদের কাছে। সেই প্রসঙ্গে তারা জানিয়েছেন ইতিমধ্যেই জেলাশাসক এবং প্রশাসনিক স্তরে জায়গা দেখার কাজ শুরু হয়েছে খুব দ্রুত পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে। এর পাশাপাশি তিনি জানান ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক ও কয়েক দিনের মধ্যেই খুলে যাবে।

নবদ্বীপে পুজোর থিমে চমক দিতে তৈরী ঘোষপাড়া পঞ্চদশ পল্লী পুজো কমিটি

দেবাশিস কংসবণিক, নবদ্বীপ, ১৭ অক্টোবর ঃ শারদীয়া উৎসবে নবদ্বীপে থিমের পুজোর মধ্যে অন্যতম সেরা আকর্ষণ ঘোষপাড়া পঞ্চদশ পল্লী পরিচালিত সর্বজনীন দুর্গোৎসব। গত বছর বাদুড়িয়ার রাজবাড়ির আদলে মন্ডপ, সাবেকি প্রতিমা এবং দৃষ্টিনন্দন আলোকসজ্জা নজর কেড়েছিল দূরদূরান্ত থেকে আসা আপামর দর্শনার্থীদের। চৈতন্যভূমি নবদ্বীপের অন্যান্য বারোয়ারী বা ক্লাব পরিচালিত পুজো কমিটিগুলির সঙ্গে রীতিমত পাল্লা দিতে এবারও রীতিমতো তৈরি নবদ্বীপ ঘোষপাড়া পঞ্চদশ পল্লী দুর্গোৎসব কমিটি। মণ্ডপ থেকে প্রতিমা, তৃতীয়ার সন্ধ্যাতেও চলছে শেষ পর্যায়ের প্রস্তুতি। বিভিন্ন রাবারের টায়ার দিয়ে তৈরী পূজো মণ্ডপ। যা অবশ্যই নজর কাড়বে দর্শনার্থীদের। এবছরের থিম 'জংলি রাজার দেশে', মা এসেছে রাজ বেশে'। বাঁশ থেকে প্লাইউড ও বিভিন্ন টায়ার ইত্যাদি দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে পুজো মন্ডপ। তার সঙ্গে মানানসই সম্পূর্ণ ডাকের সাজে সজ্জিত ওরিয়েন্টাল দুর্গা প্রতিমা। প্রতিবছরই দূর-দূরান্ত থেকে বহু মানুষ প্রতিমা দেখতে ভিড় জমান, নবদ্বীপ শহরের দক্ষিণ অঞ্চল ঘোষপাড়া পঞ্চদশ পল্লীর পূজা মন্ডপে। কমিটির অন্যতম এক কর্তা পিন্টু ঘোষ জানান, শুধু পুজো পার্বণই নয়, বিভিন্ন সামাজিক কাজেও পুজো কমিটির সদস্যরা সর্বদা নিজেদের নিয়োজিত রাখেন। রক্তদান শিবির থেকে শুরু করে বস্ত্র বিতরণ এবং বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে ব্রতী হন কমিটির সদস্যরা। এদিন বুধবার চতুর্থীর সন্ধ্যায় এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কয়েকশো দুঃস্থ মহিলাদের বস্ত্র বিতরণের মধ্যে দিয়ে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন নবদ্বীপের বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী পুন্ডরীকাক্ষ সাহা। এছাড়াও বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত নবদ্বীপ পৌরসভার পুরপিতা বিমান কৃষ্ণ সাহা সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। পুজো কমিটির সম্পাদক লালু ঘোষ জানান, ২০০২ সালে কোলেরডাঙা রোড ঘোষ পাড়ার বাসিন্দা স্বপন ঘোষ, অমল রায়, রামচন্দ্র খামারিয়া, সুকুমার ঘোষ, কৃষ্ণ ঘোষ, মানিক ঘোষ, বিশ্বজিত সরকার সহ বহু মানুষের হাত ধরে পঞ্চদশ পল্লীর সর্বজনীন দুর্গোৎসবের সূচনা হয়েছিল। প্রতিদিন বিভিন্ন অনুষ্ঠানের পাশাপাশি অষ্টমীতে থাকছে কয়েক হাজার মানুষদের নিয়ে নরনারায়ণ সেবা। এছাড়াও বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে ষষ্ঠী থেকে নবমী পর্যন্ত থাকছে 'জীবন্ত দুর্গার দিব্য দর্শন'। পরিচালনায়, প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়। পাশাপাশি পুজো কমিটির অন্যতম প্রবীণ সদস্য নন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়ের (বাসু) বাবুর উদ্যোগে বিজয়া দশমী উদ্‌যাপনকে স্মরণীয় করতে সন্ধ্যায় বিভিন্ন ধরনের আতসবাজি পোড়ানোর আয়োজন করা হয়েছে। পুজো কমিটির সম্পাদক জানান, এই এলাকায় একটা সময় আতসবাজি পোড়ানোর প্রচলন ছিল। সেকথা মাথায় রেখে বিগত বছরগুলির ন্যায় এবছও আতশবাজি পোড়ানোর আয়োজন করেছে পুজো কমিটি। পুজো কমিটির অন্যতম কর্তা লালু ঘোষ জানান, এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গে নিয়ে আমরা এই পুজোর আয়োজন করি। প্রতিমা দর্শনে প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যা নদীয়া জেলার বিভিন্ন প্রান্ত ছাড়াও পার্শ্ববর্তী পূর্ব বর্ধমান জেলার বহু মানুষ আসেন দেবী উমার দর্শনে। উদ্যোক্তাদের আশা বিগত বছরের মতো এবছরও পঞ্চমী থেকে নবমী, উপচে পড়বে দর্শনার্থীদের ভিড়। তাই তৃতীয়ার সন্ধ্যাতেও চরম ব্যস্ততা মণ্ডপ শিল্পী থেকে পুজো কমিটির সদস্যদের।

একাধিক দাবিতে নবদ্বীপ বিদ্যুৎ দফতরের সামনে গণ অবস্থান, ডেপুটেশন ও বিক্ষোভ সভা

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ১৭ অক্টোবর ঃ সারা রাজ্যের পাশাপাশি এবার নদীয়ার নবদ্বীপেও প্রিপেইড স্মার্ট মিটার ও বিদ্যুৎ আইন বাতিলের দাবিতে, বিদ্যুৎ দফতরের সামনে গন অবস্থান ও বিক্ষোভ সভা ও ডেপুটেশন কর্মসূচী পালন করে সিপিআই(এম) নবদ্বীপ এরিয়া কমিটির উদ্যোগে। রাজ্য জুড়ে খুব দ্রুত চালু হতে চলছে প্রিপেইড স্মার্ট মিটার, আর এই মিটার এক প্রকার সর্বনাশা মিটার। দেশ জুড়ে একদিকে বিজেপি নানা ভাবে সাধারণ মানুষকে শোষণ করে চলেছে, আর এ রাজ্যে নানা অছিলায় তৃণমূল নেতৃত্বে রাজ্য সরকারও একই ভাবে সাধারণ মানুষকে শোষণ করে চলেছে, আর প্রিপেইড স্মার্ট মিটার হলো তারই এক অঙ্গ, এমনটাই অভিযোগ সিপিআই এম এর, আর এই প্রিপেইড স্মার্ট মিটার যাতে এ রাজ্যে চালু না হয় তার বিরুদ্ধে রাজ্য জুড়ে সোচ্চার হয়ে পথে নেমে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদে সামিল হচ্ছে সিপিআইএম। তারই অঙ্গ হিসেবে এ দিন নবদ্বীপেও এই কর্মসূচীর আয়োজন। এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন সিপিআই (এম) রাজ্য কমিটি সদস্যা রমা বিশ্বাস, জেলা কমিটি সদস্য রুদ্র প্রসাদ মুখার্জী, নদীয়া জেলা সম্পাদকমন্ডলী সদস্য সুমিত বিশ্বাস, এরিয়া সম্পাদক বেচুগোপাল সিংহরায় প্রমুখ। সভা থেকে প্রিপেড স্মার্ট মিটার অবিলম্বে বাতিল, বিদ্যুৎ আইন বাতিলের দাবি করা হয়। বক্তারা উল্লেখ করেন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের এই নীতির ফলে গরিব ও সাধারণ মানুষের পক্ষে বিদ্যুৎ ব্যবহার অসম্ভব হয়ে পড়বে। এরফলে বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে স্থায়ী ও অস্থায়ী কর্মী সংকোচ যেমন ঘটবে, তার সাথে বিদ্যুৎ ক্ষেত্র সম্পূর্ণ রুপে কর্পোরেট সেক্টরের হাতে চলে যাবে। পাশাপাশি সিপিএম নেতৃত্ব বিদ্যুৎ দফতরের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের বিরুদ্ধে অসহোযোগিতার অভিযোগ তুলে জানান পূর্ব নির্ধারিত সূচী ছিল এটা আমাদের, আর আমরা নির্দিষ্ঠ সময়েই আসি, কিন্তু আমাদের নেতৃত্বের এক প্রতিনিধি দল বিদ্যুৎ দফতরের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের কাছে ডেপুটেশন দিতে গেলে দেখা যায় তিনি অনুপস্থিতি, আমারা সাধারণ মানুষের দাবী নিয়ে ওনাকে জানাতে গিয়েছিলাম, আর এটা পূর্ব নির্ধারিত সূচী ছিল, হতেই পারে ওনার কাজ আছে, কিন্তু সেটা আমাদের জানাতে পারতেন, সেটা তিনি করেন নি। পরে আমাদের প্রতিনিধিরা এক আধিকারিকের নিকট ৬ দফা দাবিতে স্বারকপত্র তুলে দেন। পাশাপাশি সিপিএম নেতৃত্ব এদিনের কর্মসূচী থেকে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারিও দেয়।

মহুয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ খতিয়ে দেখবে সংসদের এথিক্স কমিটি

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্ক, ১৭ অক্টোবর ঃ কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদ মহুয়ার বিরুদ্ধে নিজের সাংসদ পদের বাড়তি সুবিধা নেওয়ার অভিযোগ এনেছিলেন বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে। মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ কতটা সত্যি, তা খতিয়ে দেখতে বলা হল লোকসভার এথিক্স কমিটিকে। মঙ্গলবার লোকসভা স্পিকার ওম বিড়লা এই নির্দেশ দিয়েছেন। উল্লেখ্য, যে এথিক্স কমিটি এই বিষয়টি দেখবে, তার মাথায় রয়েছেন বিজেপিরই সাংসদ। ১২ সদস্যের ওই কমিটিতে নেই তৃণমূলের কোনও প্রতিনিধি। নিশিকান্তের দাবি, লোকসভায় কয়েকটি নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রশ্ন করার বিনিময়ে এক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে উপহার এবং আর্থিক উপঢৌকন পাচ্ছেন মহুয়া। তদন্তে তৃণমূল সাংসদের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান কমিটি বসানোর পাশাপাশি তাঁকে সাংসদ পদ থেকে সাসপেন্ড করারও প্রস্তাব দেন দুবে। রবিবার থেকে শুরু হওয়া ওই বিতর্কের পর মঙ্গলবার পদক্ষেপ করলেন লোকসভার স্পিকার। রবিবারই এ বিষয়ে স্পিকারকে চিঠি লিখে অভিযোগ জানিয়েছিলেন বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত। তাঁর অভিযোগ ছিল, দুবাই-কেন্দ্রিক ব্যবসায়ীর থেকে নেওয়া অর্থ এবং উপহারের বিনিময়েই লোকসভায় প্রশ্ন করেছেন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া। অন্যদিকে, আইনজীবী অনন্ত দেহাদরিও মহুয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে সিবিআই প্রধানকে চিঠি দেন। দু'জনেরই দাবি ছিল এক। তাঁদের বক্তব্য, ব্যবসায়ী দর্শন হিরনানদানির থেকে অর্থ, উপহার নিয়ে আদানি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কথা বলেছেন মহুয়া। নাম জড়াচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহেরও। যার পাল্টা জবাবও দিয়েছিলেন মহুয়া। রবিবার সন্ধ্যায় ওই চিঠির খবর ছড়িয়ে পড়তেই এক্স (সাবেক টুইটার) হ্যান্ডলে মহুয়া পর পর তিনটি পোস্ট করেছিলেন। প্রথম পোস্টে তিনি লেখেন, ''আদানি গোষ্ঠী যদি আমাকে চুপ করানোর জন্য বা আমাকে টেনে নীচে নামানোর জন্য সঙ্ঘবাদী আর ভুয়ো ডিগ্রিওয়ালাদের মিথ্যা দলিলে বিশ্বাস করবে বলে ঠিক করে থাকে, তবে আমি বলব, আপনাদের সময় নষ্ট করবেন না, বরং আপনাদের আইনজীবীদের ভাল কাজে ব্যবহার করুন।'' পরে সাসপেনশনের প্রস্তাব নিয়ে বিজেপিকে আক্রমণ করে মহুয়া লেখেন, ''এই সব ভুয়ো ডিগ্রিওয়ালা এবং বিজেপির তথাকথিত প্রাজ্ঞদের বিরুদ্ধে বহু সুবিধা লঙ্ঘনের অভিযোগের বিচার হওয়া এখনও বাকি আছে। আমার বিরুদ্ধে যে কোনও প্রস্তাব আপনারা সংসদে আনতেই পারেন। তবে আশা করব, তার আগে মাননীয় স্পিকার আগে ওই বাকি থাকা বিষয়গুলির বিচার করবেন।'' মহুয়া তাঁর বিরুদ্ধে সিবিআইয়ের কাছে অভিযোগ দায়ের করার প্রসঙ্গে লেখেন, ''আমি সিবিআইকেও স্বাগত জানাচ্ছি। তারা আমার বিরুদ্ধে অর্থ তছরুপের অনুসন্ধান করতে পারে। কিন্তু তার আগে আদানির সমস্ত অর্থ কোন পথে সমুদ্রের ওপারে পৌঁছচ্ছে চালান আর বেনামি অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে, সেটাও তাদের খুঁজে বার

করতে হবে।'' মহুয়ার বিরুদ্ধে লোকসভার স্পিকারকে লেখা চিঠিতে দুবে অভিযোগ করেছিলেন, লোকসভায় সাম্প্রতিক কালে যে ৬১ টি প্রশ্ন মহুয়া করেছেন, তার মধ্যে ৫০ টিই আদানি গোষ্ঠী সংক্রান্ত। যদিও আদানির বিরুদ্ধে একা মহুয়া নন, কংগ্রেস-তৃণমূল-সহ বহু রাজনৈতিক দলই প্রশ্ন তুলেছে। দুবের দাবি, মহুয়া ওই প্রশ্ন করেছেন উপহারের নামে পাওয়া 'ঘুষ'-এর বিনিময়ে। এই মর্মেই মহুয়ার বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১২০এ ধারায় ফৌজদারি অপরাধ, সংসদের কক্ষের অবমাননা, সুবিধা লঙ্ঘনের মতো অভিযোগ এনেছিলেন তিনি।

বোমা বাঁধার বারুদ উদ্ধার, গ্রেপ্তার ১

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১৭ অক্টোবর ঃ বাড়ি থেকে বোমা বাঁধার বারুদ উদ্ধার করলো সুতি থানার পুলিশ, গ্রেপ্তার এক। বাজেয়াপ্ত করা হয় কুড়ি কেজি বারুদ। মঙ্গলবার ভোররাতে মুর্শিদাবাদ জেলার সুতি থানার পুলিশ গোপনসূত্রে খবর পেয়ে সামশেরগঞ্জের দক্ষিণ গাজীনগর এলাকায় হানা দিয়ে বারুদ সহ একজনকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃত ব্যাক্তির নাম আলি হাইদার (২৪)। বাড়ি মুর্শিদাবাদ জেলার সামশেরগঞ্জ থানার দক্ষিণ গাজীনগর এলাকায়। সুতি থানার পুলিশ মঙ্গলবার ভোররাতে হানা দিয়ে তার বাড়ি থেকে বারুদ সহ আলি হাইদার কে গ্রেফতার করে। মঙ্গলবার দুপুরে ধৃতকে ৭ দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন চেয়ে জঙ্গিপুর আদালতে পাঠায় সুতি থানার পুলিশ।

বাইসনের গুঁতোয় গুরুতর আহত ১

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৭ অক্টোবর ঃ জঙ্গলের ধারে গবাদিপশু বাঁধতে গিযে.বাইসনের গুঁতোয.গুরুতর আহত ১।মঙ্গলবার বেলা ১১৩০ নাগাদ ধূপগুড়ি ব্লকের গারখুটা এলাকার এক ব্যক্তি নব কান্ত রায.(৬৬) সোনাখুলী জঙ্গলে গরু বাঁধতে যায,সেসময.আচমকাই সোনাখালীর জঙ্গল থেকে একটি বাই সন পেছন দিক থেকে গুঁতো মরে যার ফলে গুরুতর আহত অবস্থায.লুকিযে.পড়েন ওই ব্যক্তি। ঘটনার খবর পেযে.এলাকাবাসীরা ছুটে এসে উদ্ধার করে ধুপগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিযে.যান চিকিসার জন্য। অন্যদিকে এই ঘটনার জেরে এলাকায.চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। খবর দেওযা.হয.ধুপগুড়ি থানার পুলিশ এবং মরাঘাট রেঞ্জে। ঘটনার খবর পেযে.ছুটে আসেন বড়কর্মীরা এবং পুলিশ পুরো ঘটনা তদন্ত শুরু করেছেন পুলিশ।

ঘটনাস্থল পরিদর্শনে চেয়ারম্যান

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৭ অক্টোবর ঃ পুজোর আগে নকশালবাড়িতে ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে পুড়ে গিয়েছে বহু দোকান। দিশেহারা হয়ে পড়েছেন ব্যবসায়ীরা। মঙ্গলবার অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাস্থল পরিদর্শন করলেন শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী। এদিন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের সঙ্গে দেখা করে সৌরভ চক্রবর্তী বলেন, পরিকল্পনাহীনভাবে এই মার্কেট গড়ে উঠেছে। জলের কোনও ব্যবস্থা নেই। নকশালবাড়ি বাজারকে আগামীদিনে উন্নয়ন করা এবং সবরকম সহযোগিতার আশ্বাস দেন তিনি। গোটা বিষয়টি নিয়ে জেলাশাসক ও প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করার কথা বলেন তিনি। এদিন ব্যবসায়ীরা এই মার্কেটের দায়িত্ব এসজেডিএ গ্রহন করুক এমনটাই দাবি তোলেন।এই বিষয়ে আলোচনা করার আশ্বাস দেন চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী।

৬ রাউন্ড কার্তুজ সহ গ্রেফতার ১

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ১৭ অক্টোবর ঃ আগ্নেয়াস্ত্র ও ছয় রাউন্ড তাজা কার্তুজ সহ গ্রেফতার চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যার স্বামী ফারুক আজম। জানা গেছে, ধৃত ফারুক আজম চোপড়ার ১০ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যার স্বামী। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সোমবার রাতে চোপড়া থানার মাঝিয়ালি ও দাসপাড়া এলাকার মাঝ রাস্তায় পুলিশ আগ্নেয়াস্ত্র ও ৬ রাউন্ড তাজা কার্তুজ সহ তাঁকে গ্রেফতার করে। পুলিশের অনুমান আগ্নেয়াস্ত্র কোথাও পাচার করার উদ্দেশ্য ছিল। মঙ্গলবার পুলিশ ধৃতকে ১৪ দিনের পুলিশি হেফাজত চেয়ে ইসলামপুর মহকুমা আদালতে পাঠিয়েছে।

Office of the Kolaghat Panchayat Samity
Kolaghat: Purba Medinipur.
NOTICE INVITING e-TENDER

The Executive Officer, Kolaghat Panchayat Samity invites separate % rate e-tenders for execution of 01 no. **construction of concrete road from State Fund vide this office No. 829 Dt. 16/10/2023. http://wbtenders.gov.in** may be visited for further details for tender nos. **2023_ZPHD_593983_1**. Last date of bid Submission: **02/11/2023(17:30hrs).** Opening date of technical bid: **06/11/2023 (11.00 hrs)**

Sd/- Executive Officer,
Kolaghat Panchayat Samity,
Purba Medinipur.

Executive Officer
Chanditala-I Panchayat Samity
MASHAT, HOOGHLY

Online E-tender is invited from the Bonafide & successful agencies as per criteria mentioned in the tender website. NIT No: 18-PS/Ch1/2023-24 dt: 14/10/2023, 19- PS/Ch1/2023-24 dt: 17/10/2023 & 06-BDO/Chanditala-1/2023-24 dt: 13/10/2023. Last Date of Bid Submission: 06/11/2023, 07/11/2023 & 08/11/2023, 11.00 Hrs (Respectively). Date of Opening: 08/11/2023, 09/11/2023 & 10/11/2023, 11.00 Hrs(Respectively). For details Pl. contact the Office of the Executive Officer,Mashat, Hooghly. Visit: https://wbtenders.gov.in

Sd/- Executive Officer
Chanditala-I Panchayat Samity

Office of The Block Development Officer
Singur Development Block
Singur, Hooghly
e-TENDER NOTICE

Digitally signed and encrypted RE e-Tender is invited from the eligible Bidder for online submission for RE e-tender reference no: 2187/BDO, Singur, Dated on 11/10/2023 for Minor Repairing Work of 3 Nos. school buildings within Singur Development Block, Singur, Hooghly, WB under fund of PBSSM. Last date for the online Bid submission is 01/11/2023 up to 06:55 pm. Detail will be available at the website. www.wbtenders.gov.in (Tender ID: 2023_ZPHD_594014_1 to 3).

Sd/- Block Development Officer
Singur Development Block
Singur, Hooghly

Notice Inviting e-Quotation

E-NIQ-06/2023-24 (e-Tender ID: 2023_DMBAK_593969_1) vide Memo No- 2121/BNK/BCW dated 16-10-2023 invited by the Project Officer-cum-District Welfare Officer, BCW&TD, Nutanchati, Bankura. Details may be seen at https://wbtenders.gov.in/nicgep/app and also at office notice board of the undersigned.

Sd/-
Project Officer-cum-District Welfare Officer
BCW & TD, Bankura.

উত্তর পূর্ব রেলপথ

ই-টেন্ডার নোটিশ
টেন্ডার নোটিশ নং এন-২৩৫-৬২
টেল্ক টেন্ডার ১৩-২০২৩

ডি ওয়াই, মুখ্য সিগনাল এবং টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার / টেলে / এইচ কিউ, এন.ই. রেলওয়ে, গোরক্ষপুর ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষ থেকে ই-টেন্ডারের আহ্বান জানাচ্ছে পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এবং নির্দেশিত মানদণ্ডের ভিত্তিতে কাজ করে ঠিকাদারদের থেকে। ১. টেন্ডার নংঃ এন-২৩৫-৬২ টেলে টেন্ডার ১৩-২০২৩, ২. কাজের নামঃ হেড কোয়ার্টারের এস এবং টি কন্ট্রোল অফিস এবং ই আই ফ্যাক্টরি এক্সেপ্ট্যান্স পরীক্ষা কেন্দ্র সাথে জিনিস সরবরাহের এবং প্রতিস্থাপনের কাজ, এন.ই. রেলওয়ে, গোরক্ষপুরে, ৩. টেন্ডার দরঃ ২২,১১,৬০০ /- (বাইশ লক্ষ এগারো হাজার ছয়শও টাকা), ৪. বিড নিরাপত্তাঃ ৪৪,২০০/-, ৫. অফারের মেয়াদঃ ৬০ দিন, ৬. স্থান, তারিখ এবং সময়, টেন্ডার জমা বন্ধ এবং খোলার তারিখঃ ডিএসটিই / টেলে, এন. ই. রেলওয়ে, গোরক্ষপুরের দপ্তর। ১৪.১১.২০২৩ বিকাল ৩টে পর্যন্ত। ৭. কাজ পূরণের মেয়াদঃ ৪ মাস। ৮. ওয়েবসাইট যেখানে টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং টেন্ডার সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যাবেঃ www.ireps.gov.in ৯. কোনও পরিবর্তন থাকলে মূল বিজ্ঞপ্তির সংশোধনী বিভাগে দেখে নিতে বলা হচ্ছে। ১০. বিড নিরাপত্তা মুল্য ই-পেমেন্ট অথবা নির্দিষ্ট কোনো ব্যাঙ্কের মাধ্যমে করতে হবে যা টেন্ডার তথ্যে উল্লেখিত আছে। ১১. টেন্ডারে / বিডারদের ৩য় শ্রেণী ডিজিটাল সই থাকতে হবে এবং তা আইআরইপিএস পোর্টালে রেজিস্টার্ড হতে হবে। শুধুমাত্র রেজিস্টার করা ঠিকাদাররাই এই ই- টেন্ডারিং-এ যোগ দিতে পারবে। ১২. সব দরকারি কাগজপত্র টেন্ডারিং পদ্ধতির মধ্যেই আপলোড করে দিতে হবে। ১৩. বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি, যোগ্যতা, নিয়ম ও শর্তাবলী ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে http://www.ireps.gov.in তে। নোটঃ টেন্ডারার / বিডারদের অবশ্যই সব দরকারি নথিপত্র / ফরম্যাট / আনেক্সার বিডের সাথে জমা করতে হবে।

ডি ওয়াই, মুখ্য সিগনাল এবং টেলিকম
ইঞ্জিনিয়ার / টেলে / এইচ কিউ
এন.ই. রেলওয়ে, গোরক্ষপুর-২৭৩০১২

CPRO/Sig.-68

''ট্রেনের ছাদে এবং পাদানিতে চড়ে যাত্রা করবেন না''

যোগান, স্থাপন এবং কমিশ্বনিং কাজ

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. মেক-এলএমজি-ইটি-১৫-২০২৩-২৪ তারিখঃ ১৩-১০-২০২৩। নিম্নে উল্লেখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারি দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ টেণ্ডার নং. মেক-এলএমজি-ইটি-১৫-২০২৩-২৪। কাজের নামঃ লামডিং মণ্ডলে ডাটা লগিং সিস্টেম সহিত ০৬ টি অটোম্যাটিক কম্পিউটারইজড় এক্সলে বক্স টেম্পারেসার মেজারমেন্ট এবং হুইল কাউন্টিঙের যোগান, স্থাপন এবং কমিশ্বনিং কাজ। টেণ্ডার রাশিঃ ২৭,১২,৭৭৪/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৫৪,৩০০/- টাকা। টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৬-১১-২০২৩ তারিখের ১৩.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ০৬-১১-২০২৩ তারিখের ১৬.০০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ০৬-১১-২০২৩ তারিখের ১৩.০০ ঘন্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিএমই, লামডিং
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিবেবায়"

TENDER NOTICE

NIT-14, 15, 16/2023, Dated-17/10/2023 Separate E-Tender are hereby invited by Prodhan, Chandi GP, 24pgs (s). Last date and time of application for all NIT 06/11/2023 up to 5.30 pm. Other details will be available from the www.wbtenders.gov.in.

Sd/- Prodhan
Chandi Gram Panchayat
Amtala, 24 pgs(s)

Government of West Bengal
Office of the Block Development Officer
Balarampur Development Block
P.O.- Rangadih, Dist.- Purulia , Pin – 723143 (W.B.)

Notice inviting e-tender office of the Block Development Officer, Balarampur Development Block, Dist: Purulia the details in the table below:
Website: wbtenders.gov.in

Sl. No.	NIT No.	Last date
1.	WB/BDO/BLR/NIeT-06/2023-24	04.11.2023 up to 6.55 pm
	WB/BDO/BLR/NIeT-07/2023-24	04.11.2023 up to 6.55 pm
	WB/BDO/BLR/NIeT-08/2023-24	04.11.2023 up to 6.55 pm
	WB/BDO/BLR/NIeT-09/2023-24	07.11.2023 up to 6.55 pm
	WB/BDO/BLR/NIeT-10/2023-24	04.11.2023 up to 6.55 pm
	WB/BDO/BLR/NIeT-11/2023-24	04.11.2023 up to 6.55 pm

Block Development Officer
Balarampur Development Block

Office of the
Onda-II Gram Panchayat
Patrahati, Makarkole, Onda, Bankura

Notice inviting e-Tender No-1) NIeT-12/2023-24 (2 nd Call) (Tender ID-2023_ZPHD_594336) Pradhan, Onda-II invites percentage rate e-Tender for 5 no works. Last date of documents download & bid submission is 30 th October 2023 at 18:30. For details please visit website: www.wbtenders.gov.in

Sd/- Pradhan
Onda-II Gram Panchayat

MALIARA GRAM PANCHAYAT
Vill-Maliara, P.O-Maliara, Dist-Bankura
Notice Inviting e-tender E-NIT No-10/2023-2024, Dated-17.10.23(3 rd Call)

Pradhan Maliara Gram Panchayat Invite Percentage Rate e-tender for the 11 nos Different Work at Different Places. All Information is available www.wbtenders.gov.in

Sd/- Pradhan
Maliara Gram Panchayat

Hooghly- Chinsurah Municipality
Mahendra Mitra Road, Pipulpati, PO & Dist – Hooghly
Tel.: 2680-2899/2319, TeleFax.: 2680-6092

Notice for invitation Tender
e-Tender Notice No- WBMAD/C/HCM/Eng/NIT16/10e/23
Memo No-:4020/Eng/AS **Dated : 17.10.2023**

e-Tenders are invited from the experience and reliable contractors for different civil works under this Municipality. Vide e-Tender ID No. 2023_MAD_595100_1-03 Closing date of Bid submission is 21.11.2023 up to 15.00 hours. Detailed information will be available from PWD Dept. of this Municipality & visit website-https:// wbtenders.gov.in

Chairman/Executive Officer
Hooghly Chinsurah Municipality

E-TENDER INVITING NOTICE
Tender Reference no.:- WB/HOW/BJPS/NIT-12/2023-24
(Memo No: 579/Panch, Dated: 16/10/2023)

Electronic Tenders are hereby invited by the Executive Officer, Bally Jagacha Panchayat Samity for implementation of two (02) nos. work within Bally Jagacha Panchayat Samity, Howrah. Details are available in http://wbtenders.gov.in & https://etender.wb.nic.in and Office Notice Board.

Sd/- Executive Officer
Bally Jagacha Panchayat Samity

OFFICE OF THE J.B.PUR PANCHAYET SAMITY
HOWRAH
E-TENDER NOTICE
wbtenders.gov.in

Sealed tenders are invited from the bonafide/reliable contractors vide Notice no- : NIT-3179/2023, Dated-12.10.23 (E-NIT) Fund-15 TH FC/PBSSM/BEUP(30 NOS OF WORK).

Sd/-
Executive officer
JB PUR Panchayet Samity
Munshirhat, Howrah

ফ্যাশন ও রূপচর্চা

চোখ ছোটো বলে আক্ষেপ? সঠিকভাবে মেকআপ করলেই বড় দেখাবে

পুজোয় আকর্ষণীয় লুক পেতে নতুন নতুন পোশাকের সঙ্গে মানানসই মেকআপও করতে হবে। আর মেকআপ তখনই সুঃদর হবে, যদি চোখের সাজ হয় নিখুঁত। চোখের আকৃতি বুঝে তাকে সঠিক ভাবে সাজিয়ে তুললে, তবেই তো চেহারায় আসবে নতুনত্ব! অনেকেই চোখ ছোটো বলে আক্ষেপ করেন। সঠিক কায়দা জানলে কিন্তু ছোটো চোখকেও বড় দেখানো যায়। জেনে নিন, কোন নিয়মে চোখের মেকআপ করলে ছোটো চোখও দেখাবে পটল চেরা!ডার্ক সার্কেল ঢাকুন-চোখের নীচে কালি থাকলে চোখ আরও ছোটো ও ক্লান্ত দেখতে লাগে। তাই চোখের কালি ঢাকা ভীষণ জরুরি। কনসিলার দিয়ে চোখের চারপাশের কালি ঢেকে ফেলুন। এর জন্য হালকা শেডের কনসিলার ব্যবহার করা সবচেয়ে ভালো হবে। এতেই চোখ দেখতে কিছুটা বড় লাগবে।

হালকা রঙের আইশ্যাডো-চোখে হালকা রঙের আইশ্যাডো লাগান। আইশ্যাডোর রং যত হালকা হবে, চোখ দেখতে ততই বড় লাগবে। সাদা, গোল্ডেন, সিলভার কিংবা ন্যুড শেডের আইশ্যাডো ব্যবহার করতে পারেন। আইলাইনার লাগান-অনেকেই চোখে মোটা করে লাইনার লাগান। কিন্তু এতে চোখ ছোটো দেখাতে পারেন। তাই চোখের উপর ও নীচে মোটা করে আইলাইনার লাগাবেন না। চোখের নীচের অংশে আইল্যাশের ভিতর দিকেও আইলাইনার লাগাবেন না। বরং আইল্যাশের বাইরে দিয়ে লাগান এবং চোখের কোল পর্যন্ত লাইনার টানবেন না। তার একটু আগে ছেড়ে দিন। এতে চোখের আকৃতি একটু বড় দেখাতে পারে।

মাস্কারা লাগান-চোখের পাতা ঠিকমতো সেট করলেও চোখ বড় দেখায়। আইল্যাশ কার্লার ব্যবহার করুন। তারপর অন্তত দুই থেকে তিন কোট মাস্কারা লাগান চোখের পাতায়। প্রয়োজনে নকল চোখের পাতা ব্যবহার করুন এবং তাতে সঠিকভাবে মাস্কারা লাগান।

হাইলাইটার লাগান-শুধু লাইনার এবং মাস্কারা ব্যবহারেই শেষ হয়ে যায় না চোখের মেকআপ। হাইলাইটার লাগানো প্রয়োজন। চোখে হাইলাইটার কেবল উজ্জ্বলতা বাড়ায় না, চোখ বড় এবং আকর্ষণীয় দেখাতেও দারুণ কাজ করে। হাইলাইট করতে চোখের ভেতরের কোণায় গ্লিটার ব্যবহার করতে পারেন। এ ছাড়া, পার্ল রঙের আইশ্যাডো বা হাইলাইটারও লাগাতে পারেন চোখের কোণায়।

ব্রণ ও শুষ্ক ত্বকের সমস্যা দূর করতে হলুদের কি মাখবেন দেখুন

সারা বছর ত্বকের নানা সমস্যা লেগেই থাকে। বিশেষ করে, ব্রণ এবং শুষ্ক ত্বকের সমস্যা তো এখন বছরভর। এ ধরনের সমস্যা উপেক্ষা করলে আবার হিতে বিপরীত হতে পারে। তাই সময় থাকতে সাবধান হওয়াই ভালো। অনেকেই এর জন্য নামীদামি সংস্থার বিভিন্ন প্রসাধনী ব্যবহার করেন। তবে তাতে যে সবসময় আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়, তা কিন্তু নয়। এক্ষেত্রে ভরসা রাখতে পারেন প্রাকৃতিক উপাদানের উপর। বিশেষজ্ঞদের মতে, হলুদ এবং গোলাপ জল ব্রণ ও ত্বকের শুষ্কভাব কমাতে দারুণ কার্যকর।

গবেষণা বলছে, হলুদে থাকা কারকিউমিন হল এক ধরনের শক্তিশালী অ্যান্টি -ইনফ্ল্যামেটরি এবং অ্যান্টিব্যাকটেরিযাল যৌগ। যা ব্রণ-সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিযা রোধ করতে সাহায্য করে। অন্যদিকে, গোলাপ জল ভিটামিন এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে পরিপূর্ণ। যা ত্বকের শুষ্ক-রুক্ষভাব দূর করে এবং ত্বককে ময়েশ্চারাইজ করে। কী করে ব্যবহার করবেন হলুদ এবং গোলাপ জল? হলুদের ফেস মাস্ক-এক চা চামচ হলুদ গুঁড়োর সঙ্গে দুই চা চামচ গোলাপ জল মিশিয়ে পুরো মুখে লাগান সমানভাবে। ২০ মিনিট পর হালকা গরম জলে মুখ ধুয়ে পরিষ্কার করে ফেলুন। এই মাস্কটি ব্রণ-পিম্পল কমায় এবং ত্বকের জেল্লা বাড়িয়ে তোলে। হলুদ এবং গোলাপ জলের টোনার-গোলাপ জলের সঙ্গে সমপরিমাণ জল মিশিযে নিন। এতে এক চিমটি হলুদ গুঁড়ো ভালো ভাবে মেশান। ফেসওয়াশ দিয়ে মুখ ধুয়ে নিয়ে, এই টোনারটি লাগিয়ে নিন। ঘরে তৈরি এই টোনার ত্বকের পিএইচ ভারসাম্য বজায রাখে

পুজোয় কান সাজান বুগাড়ি'তে, ট্রেন্ডি কেতাদুরস্ত এই গয়না সম্ভারে

মা আসতে আর বেশি দেরি নেই। প্যান্ডেলে বাঁশ-দড়ি যেমন পড়ে

গিয়েছে, তেমন ওয়ার্ড্রোবেও নিত্য-নতুন ফ্যাশনের পোশাকের সম্ভার বাড়ছে। একেক দিন একেকরকম ফ্যাশনে চমক দিতে হবে তো? হাল ফ্যাশনের হাঁড়ির খবর রাখতে চোখ রাখুন সংবাদ প্রতিদিন ডট.ইন-এর পাতায়। পছন্দের পোশাক হলেই চলবে? সঙ্গে মানানসই রাল ফ্যাশনের গয়নাও তো চাই নাকি? আর কানের দুলের প্রতি ফ্যাশনিস্তা মহিলাদের আলাদাই একটা কৌতূহল থাকে। নতুন কোন স্টাইলের কানের দুল ট্রেন্ডিং এবারের পুজোয়? খোঁজে থাকেন তাঁরা। তাহলে জানিয়ে রাখি এবারের হাল ফ্যাশনে বুগাড়ি' ইন। কোথায় পাবেন? কত দাম? রইল সুলুক সন্ধান। পিন বুগাড়ি, আর ক্লিপ বুগাড়ি বর্তমানে ফ্যাশন ইন। পিয়ার্স থাকলেই হল। কোনওটা ক্লিপ সিস্টেম। পরাও সোজা। আর বুগাড়ির মূল বিষয় হল- এই গয়না পুরো কানজুড়ো থাকে। অতঃপর সিম্পল শাড়ি কিংবা কুর্তির লুককেও কেতাদুরস্ত করে তোলে নতুন ধরণের এই কানের দুল। কানে বুগাড়ি থাকলেই গলায় জমকালো গয়না পরার দরকার নেই। কারণ এই গয়না নিজেই জম্পেশ লুক ক্রিয়েট করে। পশ্চিমী পোশাকেরও সঙ্গেও দারুণ মানায় এই গয়না। অনলাইনে বুগাড়ি ইয়াররিং লিখে সার্চ করলেই পেয়ে যাবেন হরেক রকম অপশন। কোনওটা পিন বুগাড়ি আবার কোনওটা ক্লিপ। মাছ, নৌকা, ত্রিশূল, দুর্গার মুখ, ময়ূর, পাতা বিভিন্নরকমের ডিজাইন রয়েছে। পোশাকের সঙ্গে মানানসই গয়না বেছে নিন। দাম শুরু ১০০-২০০ টাকা থেকে। দামও খুব একটা বেশি নয়। দক্ষিণ এশিয়ার এই গয়না এখন হালফিলের ফ্যাশনে ইন।

পুজোয় সাজবেন নাকি রেট্রো' লুকে?

হাল ফ্যাশনের হাঁড়ির খবর রাখতে চোখ রাখুন সংবাদ দুরন্ত বার্তা-র পাতায়। শাড়িতেই নারী বাংলার এই প্রবাদবাক্য পাওলি দামের ক্ষেত্রে ষোলো আনা খাটে! কারণ অভিনেত্রীর ওয়ার্ড্রোবে শাড়ির কমতি নেই। ইন্ডাস্ট্রির হাইপ্রোফাইল পার্টি থেকে ঘরোয়া অনুষ্ঠান হোক কিংবা বন্ধু সহকর্মীদের সঙ্গে গেট-টুগেদার, ছিপছিপে চেহারার গড়নে শাড়ি পরেই বাজিমাত করেন অভিনেত্রীরা। তাছাড়া যেকোনও ম্যাটেরিয়ালের শাড়ি সামলাতেও অভিনেত্রীরা জুড়ি মেলা ভার!

৬ গজের কাপড়ে একেবারে ফ্যাশন কুইন। পুজোতে আপনিও চাইলে বন্ধুদের গেট টুগেদারে এই লুকে ধরা দিতে পারেন। গ্ল্যামারাস দেখাবে গোলাপি-আকাশি রঙের শিফন শাড়িতে। স্লিভলেস ব্লাউজ। আর স্লিক লুককে আরও যথোপযুক্ত করে তুলতে গয়নাও পরতে পারেন হালকা। পেয়ার আপ করুন মুক্তোর মালায়। রেট্রো ফ্যাশনের মতো দুপাশে খোপা বাঁধুন। তবে হ্যাঁ, শুধু সাজপোশাকেই লুক বাজিমাত করতে হয়ত পারবেন না, পাশাপাশি নজর রাখতে হবে ফ্যাশনিস্তা' আপনার মুক্তো ঝরা হাসিও।

গোলাপির সঙ্গে আকাশির মিশেলে ডিজাইন করা এই শিফন শাড়ির সঙ্গে মানানসই ব্লাউজ পরে নিন। গোলাপি রঙের স্লিভলেস ব্লাউজ বেছে নিয়েছেন ঠিকই কিন্তু আকাশি রঙের ব্লাউজও দিব্যি লাগবে দেখতে। মুক্তোর হার পরতে না চাইলে আমেরিকান ডায়মন্ডের

স্লিক ডিজাইন হার পরুন। কিংবা কানে থাকুক স্টোনের ভারী দুল। আর হাতে একটা বড় স্টোনের আংটি। একটা হাতঘড়ি। লুক একদম কমপ্লিট। পুজোয় অফিসের পার্টিতেও এমন লুক ক্যারি করতে পারেন। প্রসঙ্গত,৬ গজের এই কাপড় পরে প্যান্ডি হপিং বড়ই দুঃসাধ্যকর! নতুন শাড়ির কুঁচি-আঁচল সামলানোও চারটিখানি কথা নয়। এক্ষেত্রে কিন্তু ব্যতিক্রম শিফন শাড়ি। পরে দিব্যি আরাম পাবেন আর ফ্যাশনও হবে। মেয়েদের তাক লাগাতে ট্রাই করুন জওয়ান' প্রিঃট শার্ট

পুজোয় এবার সবাই জিন্দা বান্দা'।

শাহরুখের মতো ব্যান্ডেজ পরে প্যান্ডেল হপিংয়ের কথা বলছি না। বরং, জওয়ান' ছবিতে আজাদ চরিত্রটি যে ধরনের শার্ট পরেছিল, তাই এবার পুজোর ট্রেন্ড। ফ্যাশন ডিজাইনাররা বলছেন, শাহরুখের প্রিন্টেড শার্ট আসলে সামার আউটফিট। মূলত, এই ধরনের পোশাক সমুদ্র সৈকতেই পরা হয়। কিন্তু শাহরুখ সেটা বানিয়ে দিলেন সব সিজনের জন্য। আর তাই তো পুজোর এবার সুপারহিট শাহরুখের জওয়ান' শার্ট। শার্টের বিশেষত্ব নানা ধরনের প্রিন্ট। সাদা, কালো কিংবা সবুজ, হলুদ জ্যামিতিক আকার। কিংবা অজস্র ইংরেজি শব্দের সমাহার প্রিন্টে। মূলত, কাপরের মেটেরিয়াল মিক্সড কটন।

একটা ফুরফুরে আমেজ আনতে এই শার্টের কলার কোরিয়ান স্টাইলে। শুধু তাই নয়, এই ধরনের শার্ট আসলে ওভার সাইজ ফ্যাশনকেই আরও বেশি বাড়িয়ে দেয়। অর্থা এই প্রিন্টের শার্টগুলো ওভার সাইজড মাপেই বেশি পাওয়া যাচ্ছে। ফ্যাশন বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই ধরনের প্রিন্ট একটু মেদ বিশিষ্ট চেহারার জন্য একেবারে পারফেক্ট। এতে একটু রোগা লাগবে। তবে এই শার্ট পরার একটা নিয়ম আছে, প্রথম একটা বা দুটো বোতাম খোলা রাখতে হবে। আর এই শার্টের সঙ্গে অবশ্যই পরতে হবে বড় সাইজের লকেট।

জিনপিংয়ের সঙ্গে দেখা করতে চিনে পুতিন

বেজিং, ১৭ অক্টোবর ঃ চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে দেখা করতে চিন সফরে এলেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। প্রিয় বন্ধু হিসেবে পরিচিত এই দুই প্রেসিডেঃটর মধ্যে সাক্ষাকার ও রুশ প্রেসিডেন্টের এই সফরের দিকে নজর রাখছে সমগ্র বিশ্ব। স্থানীয় সময় অনুযায়ী, মঙ্গলবার সকালে চিনে পৌঁছেছেন রুশ প্রেসিডেঃট। সফরকালে পুতিন তাঁর প্রিয় বন্ধু' চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে বৈঠক করবেন। সির যুগান্তকারী বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ (বিআরআই) প্রকল্পের দশম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে বেইজিংয়ে একটি সম্মেলনের আয়োজন করেছে চিন। মঙ্গলবার থেকে শুরু হওয়া দুই দিনের এই সম্মেলনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আমন্ত্রিত অতিথি পুতিন। এমন একটি সময়ে এই সম্মেলন হচ্ছে, যখন মধ্যপ্রাচ্যে প্যালেস্টাইন-ইজরায়েলের মধ্য রক্তক্ষয়ী সংঘাত চলছে। অন্যদিকে, ইউরোপে চলছে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ। এর ছায়া সম্মেলনে পড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

পরকীয়ার অভিযোগ, যুবকের নিথর দেহ উদ্ধার হল ত্রিবেণী রেলগেট থেকে

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১৭ অক্টোবর ঃ বিবাহিত মহিলার সঙ্গে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক যুবকের। মঙ্গলবার সকালে সেই যুবকেরই নিথর দেহ উদ্ধার হল ত্রিবেণী রেলগেট থেকে। মগড়া থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে। গ্রেফতার গৃহবধূ। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে খবর, বলাগড় থানার শেরপুর এলাকার বাসিন্দা বিশ্বজিত বিশ্বাস (৩৪)। তাঁর সঙ্গে ত্রিবেণীর এক মহিলা পার্বতী বিশ্বাসের প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। বিশ্বজিত ওড়িশায় রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন। পুজোর জন্য দিন-দু'য়েক আগে বাড়িতে ফেরেন তিনি। বিশ্বজিতের পরিবার সূত্রে খবর, সোমবার দুপুরে খাওয়া-দাওয়া করে বাড়ি থেকে বের হন। এরপর রাতে আর বাড়ি ফেরেননি। মঙ্গলবার সকালে ত্রিবেণী রেলগেটের কাছে তাঁর মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেন এলাকাবাসী। মগরা থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে ময়না তদন্তে পাঠায়। মৃতের গলায় ফাঁসের দাগ ছিল। মৃতের দাদা সমীর বিশ্বাসের অভিযোগ, বিশ্বজিত -কে খুন করা হয়েছে। তিনি বলেন, ভাইকে বলেছিলাম পছন্দ হলে বিয়ে করে নিতে। তাঁর অভিযোগ, মাস তিনেক পার্বতী তাঁদের বাড়িতে গিয়ে গণ্ডগোল করেন। মাকে মারধরের হুমকি দেন। শুধু তাই নয়, টাকার জন্য চাপ দিতে থাকেন বিশ্বজিতকে। এরপর তদন্তে নেমে পুলিশ অভিযুক্ত মহিলাকে গ্রেফতার করে। পুলিশ সূত্রে খবর, ওই মহিলার স্বামী কাশ্মীরে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করেন। পার্বতীর পরিবারের দাবি, ইদানিং নাকি তিনি পরকীয়ার সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছিলেন। খুনের ঘটনায় গৃহবধূর সঙ্গে আরও কেউ যুক্ত বলে মনে করছে পুলিশ। কী কারণে খুন তাও খতিয়ে দেখছে মগরা থানার পুলিশ।

আমেরিকায় মুসলিম শিশুকে কুপিয়ে খুন, গুরুতর আহত মহিলা

১৭ অক্টোবর ঃ ইজরায়েল-প্যালেস্টাইন যুদ্ধের রেশ আছড়ে পড়ল আমেরিকায়। মুসলিম শিশু ও তার মায়ের উপর প্রাণঘাতী হামলা শিকাগো এলাকার এক বৃদ্ধের। মহিলা গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিসাধীন হলেও বাঁচানো যায়নি ৬ বছরের শিশুকে। বৃদ্ধের উপর্যুপরি ছুরির আঘাতে প্রাণ হারিয়েছে সে। জানা গিয়েছে, ঘাতক ৭১ বছরের ওই বৃদ্ধ বাড়িওয়ালা, ইলিনয়ের বাসিঃদা। তার বিরুদ্ধে ঘৃণ্য অপরাধের ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। প্রাথমিক অনুমান, ওই মহিলা ও তাঁর পরিবারের প্রতি মুসলিম বিদ্বেষ থেকেই এই হামলা। ইজরায়েল-প্যালেস্টাইন যুদ্ধের মাঝে আমেরিকায় যাতে কোনওভাবে ' ছড়িয়ে না পড়ে, তার জন্য সতর্ক করা হয়েছে পুলিশ ও গোয়েঃদাদের তরফে। তারই মধ্যে ঘটে গেল এই ঘটনা। শিকাগো থেকে প্রায় ৬৫ কিলোমিটার দূরে প্লেনফিল্ড টাউনশিপ। সেখানেই ছেলেকে নিয়ে এক বাড়িতে ভাড়া থাকতেন জখম ৩২ বছরের মহিলা। রবিবার দুপুর নাগাদ তিনি ৯১১-এ ফোন করে জানান, তাঁর বাড়িওয়ালা ছুরি নিয়ে হামলা চালিয়েছে। তিনি বাথরুমে আশ্রয় নিয়েছেন। অভিযুক্তের নাম জোসেফ এম জুবা, ৭১ বছর বয়স তার। পুলিশ তার বিরুদ্ধে ইসলাম বিদ্বেষ ছড়ানো এবং খুনের মামলা রুজু করেছে। আপাতত সে পুলিশ হেফাজতে। আক্রান্ত পরিবার মুসলিম, প্যালেস্তিনীয় (গুজ্জঙুরুতঃঙ্গ) বংশোদ্ভূত। মৃত ৬ বছরের শিশুর নাম ওয়াদেয়া আল ফায়ুম। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট অনুযায়ী, তার শরীরে অনেক ছুরির আঘাত মিলেছে। এসব তথ্য জানিয়েছেন ফায়ুমের কাকা ইউসুফ হ্যানন। এমন ঘটনায় তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। ক্ষোভের সঙ্গে ইউসুফের বক্তব্য, আমরাও মানুষ, পশু নই। অন্যরা যেন আমাদের মানুষ হিসেবেই দেখে এবং সেইমতো আচরণ করে। ১৯৯৯ সাল থেকে প্যালেস্টাইন বংশোদ্ভূত ইউসুফ কর্মসূত্রে আমেরিকার (ঙ্গঙ্ক) বাসিঃদা। এক স্কুলের শিক্ষক তিনি। কিন্তু শুধুমাত্র প্যালেস্তিনীয় বলে তাঁর পরিবারের এক শিশুকে খুন হতে হল, এমন অভিজ্ঞতা আগে কখনও হয়নি তাঁর।

শ্রীলঙ্কায় গ্রেপ্তার ২৭ মৎস্যজীবী, আন্তর্জাতিক জলসীমা লঙ্ঘনের অভিযোগ

১৭ অক্টোবর আন্তর্জাতিক জলসীমা লঙ্ঘনের অভিযোগে ২৭ জন ভারতীয় মৎস্যজীবীকে গ্রেপ্তার করেছে শ্রীলঙ্কার নৌবাহিনী । রবিবার তাঁদের গ্রেপ্তার পাশাপাশি পাঁচটি নৌকো বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলেও খবর। এদিকে সতীর্থ মস্যজীবীদের মুক্তির দাবিতে তামিলনা।ড়র রামেশ্বরমের মৎস্যজীবী সমিতির সদস্যরা অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘট শুরু করেছেন। গ্রেপ্তার হওয়া ২৭ জন মৎস্যজীবী রামেশ্বরমেরই বাসিন্দা। জানা গিয়েছে, গত ১৪ অক্টোবর রামেশ্বরমের ৪০০ মস্যজীবী সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়েছিল। জাফনার ডেলফ্‌ট ও কাচ্চাটিভু দ্বীপপুঞ্জের কাছে মাছ ধরছিলেন ওই মস্যজীবীরা। তখনই শ্রীলঙ্কার নৌবাহিনী গ্রেপ্তার করে ২৭ জন ভারতীয় মৎস্যজীবীকে। পাশাপাশি তাঁদের পাঁচটি নৌকো বাজেয়াপ্ত করা হয়।এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই সতীর্থদের মুক্তির দাবিতে তামিলনা।ুর রামেশ্বরমের মৎস্যজীবী সমিতির সদস্যরা অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘট শুরু করেছেন। ধর্মঘটে শামিল হয়েছেন তামিননাড়ুর প্রায় ৭ হাজার মৎস্যজীবী। সতীর্থদের মুক্তি-সহ একাধিক দাবিতে বুধবার প্রতিবাদ সভারও ডাক দিয়েছে মৎস্যজীবী সংগঠন। বলা বাহুল্য, ধর্মঘট দীর্ঘদিন চললে তামিলনাড়ু-সহ পড়শি রাজ্যগুলির মাছের বাজার বড় প্রভাব পড়বে। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে কেন্দ্রের মৎস্য দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী মস্যজীবীদের ধর্মঘট তুলে নিতে অনুরোধ করেছেন। গ্রেপ্তার হওয়া মৎস্যজীবীদের মুক্তির বিষয়ে আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। এদিকে তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন মৎস্যজীবীদের মুক্তির বিষয়ে কথা বলেছেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের সঙ্গে।

পুজোর মরশুমে ইলিশ শিকারে নিষেধাজ্ঞা

ঢাকা, ১৭ ভক্টোবর ঃ পুজোর মরশুমে ইলিশ শিকারে নিষেধাজ্ঞা জারি করল বাংলাদেশ । ফলে টান প।তে পারে বাজারে। শুধু খোকা ইলিশ নয়, সমস্ত ধরনের ইলিশ শিকারেই আগামী বাইশ দিনের জন্য বিধিনিষেধ জারি করেছে প্রশাসন। মাছের প্রজনন মরশুমের কথা মাথায় রেখেই এই পদক্ষেপ বলে খবর। বুধবার মধ্যরাত থেকে ২২ দিন চলবে ইলিশের প্রজনন মরশুম। এই সময় দেশের নদ-নদী সমুদ্রে জাল ফেলা, মাছ শিকার, বহন, মজুতের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। তাই মৎস্যজীবীরা আ।তদারের সঙ্গে হিসেব-নিকেশ শেষ করে বা।ি ফিরছেন। একাংশের বক্তব্য, বেশিরভাগ মৎস্যজীবী এ বছর মহাজনের ঋণ শোধ করতে পারেননি। বুধবার রাত ১২টা থেকে ২ নভেম্বর পর্যন্ত ২২ দিন মা ইলিশের প্রজনন মরশুম চলবে।

প্রবল বৃষ্টির মধ্যেই জম্মুতে ভেঙে পড়ল রণবীরেশ্বর মন্দির

জম্মু, ১৭ অক্টোবর ঃ প্রবল বৃষ্টির মধ্যেই জম্মুতে ভেঙে প।ল প্রাচীনতম রণবীরেশ্বর মঃদর। সৌভাগ্যবশত এই ঘটনায় কেউ হতাহত হননি। মন্দির পরিচালনাকারী ধর্মার্থ ট্রাস্ট জানিয়েছে, মঙ্গলবার সকালে প্রবল বৃষ্টির মধ্যে প্রাচীন রণবীরেশ্বর মন্দিরের একটি অংশ ধসে পড়ে। ধর্মার্থ ট্রাস্টের সেক্রেটারি অশোক কুমার শর্মা সাংবাদিকদের বলেন, এটি জম্মুর একটি প্রাচীন মন্দির। এটি ২০০ বছরের পুরনো। তিনি আরও জানান, বৃষ্টির মধ্যে মঙ্গলবার সকাল ৯.৩০ মিনিট নাগাদ বৃষ্টির মধ্যেই মন্দিরের সামনের অংশটি ভেঙে পড়ে। সেই সময় কেউ উপস্থিত না থাকায় ব। ধরনের বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া গিয়েছে।

মধ্যপ্রদেশ নির্বাচনের জন্য ইস্তেহার প্রকাশ কংগ্রেসের

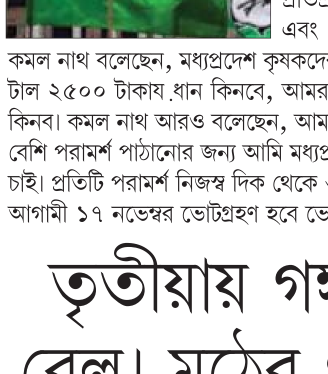

ভোপাল, ১৭ অক্টোবর ঃ মধ্যপ্রদেশ নির্বাচনের জন্য ইস্তেহার প্রকাশ করল কংগ্রেস। মঙ্গলবার ভোপালে কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তেহার প্রকাশ করেছেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা কমল নাথ ও দ্বিগ্বিজয় সিং। নির্বাচনী ইস্তেহারে নাগরিকদের ২৫ লক্ষ টাকার স্বাস্থ্য বীমা-সহ রয়েছে একগুচ্ছ প্রতিশ্রুতি। মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্যের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি কমল নাথ বলেছেন, মধ্যপ্রদেশ কৃষকদের রাজ্য, কংগ্রেস সরকার প্রতি কুইঃটাল ২৫০০ টাকায ধান কিনবে, আমরা প্রতি কুইন্টাল ২৬০০ টাকায় গম কিনব। কমল নাথ আরও বলেছেন, আমাদের ইস্তেহারের জন্য ৯ হাজারেরও বেশি পরামর্শ পাঠানোর জন্য আমি মধ্যপ্রদেশের জনগণকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। প্রতিটি পরামর্শ নিজস্ব দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। প্রসঙ্গত, মধ্যপ্রদেশে আগামী ১৭ নভেম্বর ভোটগ্রহণ হবে ভোটের ফল ঘোষণা হবে ৩ ডিসেম্বর।

তৃতীয়ায় গঙ্গা আরতি বেলু। মঠের গঙ্গার ঘাটে

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ১৭ অক্টোবর ঃ তৃতীয়ায় গঙ্গা আরতি বেলুড় মঠের গঙ্গার ঘাটে। গঙ্গা আরতি হয় বেলুড় মঠের মা সারদা ঘাটে। বেলুড় মঠের যৌথ উদ্যোগে মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় সরকারের গঙ্গা সংস্কৃতি যাত্রা অনুষ্ঠিত হয় সারাদিন ধরে। এদিন সকাল ৯টা থেকে রাত সাড়ে ৮ টা পর্যন্ত বিভিন্ন অনুষ্ঠান চলে। সন্ধ্যে নাগাদ বেনারসের পূজারীরা গঙ্গা আরতি করবেন বেলুড় মঠ সংলগ্ন গঙ্গায়। পুরো অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ইজেড সিসির ডিরেক্টর আশিষ গিরি।

পুলিশের তৎপরতায় উদ্ধার ৫ বছরের শিশু

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ১৭ অক্টোবর ঃ স্থানীয় মানুষ ও পুলিশের তৎপরতায় একটি শিশুকে উদ্ধার করে সরকারি আশ্রয় স্থলে পাঠানো হলো সোমবার রাতে জয়নগরে। সোমবার দুপুরে জয়নগর থানার ঢোষা এলাকার একটি ইটভাটায় একটি ৫ বছরের শিশুকে দীর্ঘ ক্ষন এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করতে দেখে স্থানীয় মানুষ জয়নগর থানায় খবর দেয়। আর তার পরেই জয়নগর থানার আই সি রাকেশ চ্যাটার্জীর তৎপরতায় জয়নগর থানার এস আই অলকেন্দু ঘোষ ও তাঁর পুলিশ টিম ঢোষার ঐ ইটভাঁটা থেকে ওই শিশুটিকে উদ্ধার করে .

বাভারিয়ায় এরল্যাঙ্গেনের বাঙালি দল, দুর্গা ভিলে''-র উদ্যোগে

জার্মানির মাটিতে ঢাকে পড়বে কাঠি, তুঙ্গে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি

বাভারিয়া (জার্মানি), ১৭ অক্টোবর (হি.স.) বছর তিন আগের কথা। বিকেলের আড্ডায় যখন বারবার উঠে আসছে দেশের কথা, দুর্গাপুজোর স্মৃতি, ঠিক তখনই তিন প্রবাসী বাঙালি পরিবার সিদ্ধান্ত নেয় এই জার্মানির মাটিতেই নিজেদের উদ্যোগে একটা পুজো শুরু করার। ইউরোপের পশ্চিমে, জার্মানির বাভারিয়ায় এরল্যাঙ্গেনের বাঙালি দল, দুর্গা ভিলে''-র সেই শুরু। সেই তিন বাঙালি পরিবারের চেষ্টায় প্রথম ২০২১ সালে মা দুর্গার আরাধনা শুরু হয় এরল্যাঙ্গেনে। সেই প্রথম, বিদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে, মূর্তি তৈরির সব সরঞ্জাম সংগ্রহ করে নিজেদের হাতে বানানো হয় মায়ের মৃন্ময়ী মূর্তি। রথযাত্রার দিন ''কাঠামো পুজো'' থেকে আরম্ভ করে মহালয়ায় ''চক্ষুদান'', ষষ্ঠীর আবাহন থেকে সন্ধিপুজোর ১০৮ প্রদীপে মা সপরিবারে আসেন তাঁদের পুজোয়। জার্মানির এই পুজো বনেদি বাড়ির চণ্ডী মণ্ডপের আদলে তৈরি হয়। সাবেকি ডাকের সাজে, একচালার দুর্গা প্রতিমা তৈরি হয় তাঁদের। এইবার তৈরি করা হয়েছে সাড়ে ৭ ফুট উচ্চতা আর সাড়ে ৬ ফুট প্রস্থের দুর্গা প্রতিমা। বিদেশের

মাটিতে এই কাজ অবশ্যই সহজ ছিল না। বিভিন্ন রকম প্রতিকূলতা, আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনা সামলে হাতে হাতে রেখে এই অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন সেখানের বাঙালিরা। প্রায় ৬০ জনের ''দুর্গা ভিলে'' দলের অধিকাংশ সদস্য আদতে এরল্যাঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনো করতে আসা একদল ছাত্রছাত্রী। তাঁদের উৎসাহ, উদ্দীপনায়, পুজো প্যান্ডেলের বাইরের ফুচকা স্টলে, অষ্টমীর ঢাকের তালে আর অফুরন্ত আড্ডায়, খুনসুটিতে যেন ছোটখাটো একটা ম্যাডক্স স্কোয়ার নেমে আসে পুজো প্রাঙ্গনে। প্রতিবারের মত এবারও মা এরল্যাঙ্গেনে আসছেন পঞ্জিকা মেনে। ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত তিথি মেনেই সব আচার-অনুষ্ঠান পালন হবে। রানাঘাট থেকে প্রতিবারের মত আসবেন পুরোহিত মশাই। গতবছর এই পুজোয় লোক সমাগম হয়েছিল দুই হাজারের কিছু বেশি আর পাত পেড়ে বিনামূল্যে ভোগের প্রসাদ খেয়েছিলেন প্রায় ১২০০ মানুষ। এই পুজোয় সকলের জন্য অবারিত দ্বার। গত বছর অষ্টমীর অঞ্জলিতে উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ে স্থানীয় জার্মান মানুষদের সংখ্যা। পুজোর সময় মা যেন সব বিভেদ, ব্যবধান ঘুচিয়ে সব সংস্কৃতিকে এক জায়গায় নিয়ে এসেছিলেন। পুজো আর নতুন পত্রিকার গন্ধ একে অপরের সঙ্গে সম্পৃক্ত। প্রতিবার তাই পুজোর সময় প্রকাশ করা হয় শারদীয়া পত্রিকা, শারদীয়া''। গল্প, কবিতা, ভ্রমণ কাহিনি, আঁকা ছবি, ক্যামেরার কাজে রঙিন হয়ে ওঠে পুজো সংখ্যা। পুজোর দিনগুলোয় ছোটদের জন্য থাকে ''বসে আঁকো'' আর ব।দের জন্য থাকে ''শঙ্খ বাজানো'', ''প্রদীপ জ্বালানো'' এবং ''শাড়ি পরার'' প্রতিযোগিতা। বিজয়ার পর আসে বিজয়া সম্মেলনী। ভরতনাট্যমের ঘুঙুরে, পাঞ্জাবী ভাংড়ায়, রবীন্দ্রনৃত্যে, গানে, আবৃত্তিতে, পুজোর নাটকে জমে

দুর্গা পূজার জন্য প্রস্তুত কলকাতা মেট্রোর রাকে রক্ষণাবেক্ষণের কাজ

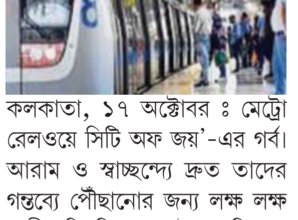

কলকাতা, ১৭ অক্টোবর ঃ মেট্রো রেলওয়ে সিটি অফ জয়'-এর গর্ব। আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যে দ্রুত তাদের গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য লক্ষ লক্ষ যাত্রী নিয়মিত মেট্রো পরিষেবা ব্যবহার করেন। যেহেতু মেট্রো রেলওয়ে পরিবেশ-বান্ধব এবং যানজট থেকে মুক্ত, যাত্রীরা সর্বদা সড়ক পরিবহনের চেয়ে মেট্রোকে পছন্দ করে। কিন্তু মেট্রো রেলওয়ের উন্নত সেবার পেছনে শত শত নিবেদিতপ্রাণ মেট্রো কর্মচারীর অবদান অস্বীকার করা যায় না এবং তাদের না থাকলে মেট্রো রেলের মসৃণ কার্যক্রম অনেক দূরের স্বপ্ন হয়ে যেত। মেট্রো রেলওয়ের সফল অপারেশন চালানোর জন্য, মেট্রো রেকগুলির রক্ষণাবেক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বর্তমানে, উত্তর-দক্ষিণ মেট্রোতে ১৬টি মেধা রেক, ১৩টি আইসিএফ রেক এবং ১টি ডালিয়ান রেক চালু রয়েছে এবং তাদের রক্ষণাবেক্ষণ একটি বিশাল কাজ যা নোযাপাড়ার মেট্রো কারশেডে করা হচ্ছে যেখানে মেট্রো স্টাফ এবং অফিসাররা তাদের নিখুঁত এবং অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে এবং আন্তরিকতা রেক রক্ষণাবেক্ষণের জটিল দাযিত্ব সম্পাদন করে। সাধারণত, দমদম থেকে টালিগঞ্জ পর্যন্ত প্রসারিত করার জন্য, একটি কারশেড যথেষ্ট হবে এবং প্রাথমিকভাবে দমদমে পূর্ব রেলওযে থেকে জমি অধিগ্রহণ করে এটির পরিকল্পনা করা হযেছিল। এই প্রসঙ্গে, এটি উল্লেখ করা দরকার যে কার্শেডগুলি যে কোনও রেল ব্যবস্থার হৃদযের স্প ঃদন এবং মেট্রো রেলও এর ব্যতিক্রম নয়। মেট্রো রেকগুলির রক্ষণাবেক্ষণ নিযমিতভাবে কারশেডে কঠোর পর্যাযগুলির মাধ্যমে করা হয, যা শেষ পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবাগুলির মসৃণ এবং ঝামেলামুক্ত চলা নিশ্চিত করে। এছাড়া পূজার সময যাত্রীদের যাতে কোনো অসুবিধার সম্মুখীন না হয. সেজন্য পূজার দিনগুলোতে অতিরিক্ত সেবা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা নেযা হচ্ছে। নিম্নলিখিত দিকগুলিতে বিশেষ মনোযোগ দেওযা হচ্ছে. প্রতিটি রেকের সমস্ত কোচের মোটরিং এবং ব্রেকিং সিস্টেম চেক করা জরুরী আলো, যাত্রীদের অ্যালার্ম, সিগন্যাল বেল, জরুরী পরীক্ষাবেল এবং দরজার সতর্কতা বেল, মার্কার এবং টেইল ল্যাম্প, হেডলাইট, ক্যাব লাইট (গার্ড এবং ড্রাইভার), উভয ড্রাইভিং ক্যাব থেকে ফ্ল্যাশার। ইনভার্টার এবং আউটপুট চেকিংভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ. হর্ন, ওযাইপার, ব্রেক চাপের কাজের অবস্থা পরীক্ষা করা, জরুরী ব্রেকিং সিস্টেম সমস্ত দরজা অপারেশন চেকিং যাত্রী ঘোষণা এবং যাত্রী তথ্য সিস্টেম চেকিং যখন শহর ঘুমায, মেট্রো রেলের কর্মীরা রাতে জেগে থাকে ট্র্যাক পরিদর্শন করে, সিগন্যালিং এবং বৈদ্যুতিক রক্ষণাবেক্ষণের পাশাপাশি মেরামত করা কোচগুলির ট্রাযাল রান পরিচালনা করে। বিশেষত পূজার দিনগুলিতে, তারা আমাদের মূল্যবান যাত্রীদের নিরাপত্তা, নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে, তাদের পরিবারের সময উসর্গ করার জন্য এবং পুরো শহর যখন উসবে ভিজে যায. তখন বিশেষভাবে প্যান্ডেল হপিং উপভোগ না করার জন্য সার্বক্ষণিক কাজ করে।

উপচে পড়লো সাধারণ মানুষের ভিড়, জ্বলে উঠলো ইংরেজবাজার শহরের বিভিন্ন বিগ বাজেটের আলোকসজ্জাগুলি

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৭ অক্টোবর ঃ মঙ্গলবার তৃতীয়ার দিনেই রাস্তায় উপচে পড়লো সাধারণ মানুষের ভিড়। জ্বলে উঠলো ইংরেজবাজার শহরের বিভিন্ন বিগ বাজেটের আলোকসজ্জাগুলি। এবারে ইংরেজবাজার শহরের বিগ বাজেটের কয়েকটি পুজো মণ্ডপে গণিতের পাঠশালা থেকে শুরু করে পটচিত্র, কারুশিল্পের দৃশ্য তুলে ধরছে ইংরেজবাজারের বিভিন্ন ক্লাবগুলি । এমনকি তৈরি করা হচ্ছে জমিদার বাড়ির থিম।

ইংরেজবাজার শহরের বিবেকানন্দ সংঘ ও গ্রন্থাগার গণিতের পাঠশালার থিম গড়ে দর্শনার্থীদের চমক দিতে চলেছে। এই পুজোর মণ্ডপে আসলে দেখা যাবে ত্রিভুজ, বর্গক্ষেত্র, আয়তক্ষেত্র একরকমই কিছু ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে অংকের বই । এছাড়াও পুজো মণ্ডপে ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে জ্যামিতি, কাটা কম্পাস সহ গণিতের ইতিহাস ও তার বিবরণ। মৃৎশিল্পী চন্দন পন্ডিত দুর্গা প্রতিমা তৈরীর পাশাপাশি পুরো এই গণিতের পাঠশালার থিম গড়ে তুলছেন। পুজো কমিটির সদস্য সুজিত চক্রবর্তী জানিয়েছেন, গণিতের পাঠশালা কিভাবে আবিস্কার হয়েছে এবং আবিষ্কারক আর্যভট্ট, ব্রহ্মগুপ্ত, রামানুজের ইতিহাস তুলে ধরা হচ্ছে পুজো মণ্ডপে। পুজো মণ্ডপের প্রবেশপথে রাখা হবে ভারতের বিখ্যাত গণিতবিদদের নিয়ে ছোট ছোট ইতিহাস মূলক কথা। অনেক কচিকাঁচা স্কুলপড়ুয়া অংক দেখলেই ভয় পায়। কিন্তু তারা পুজো মণ্ডপে আসলে গণিত বিষয় নিয়ে অনেক কিছু জানতে পারবে, দেখতে পারবে। অন্যদিকে ইংরেজবাজার শহরের অভিযান সংঘের এবারের পূজো মন্ডপে আসলে দেখা যাবে কারুশিল্পের থিম । বর্তমান সময়ে মডার্ন টেকনোলজি আর্টিফিশিয়ালের মাধ্যমে যে একসময়ের কাঠের শিল্পের চাহিদা ছিল তা লুপ্ত হতে বসেছে। সেই কারুশিল্পকেই পুজো মন্ডপে দর্শনার্থীদের সামনে থিম হিসাবে তুলে ধরছেন পুজো উদ্যোক্তারা। ইংরেজবাজার শহরের বিগ বাজেটের পুজোগুলির মধ্যে অন্যতম অভিযান সংঘের দুর্গাপুজো। এবারে এই পুজোর ৩৬ তম বর্ষ। পুজো কমিটির সম্পাদক অর্ধেন্দু সাহা জানিয়েছেন, পূর্ব বর্ধমানের কাঠ খোদায় শিল্প মূলতঃ এবারের পূজো মণ্ডপে তুলে ধরা হচ্ছে। বর্তমান সময়ে নবীন প্রজন্ম কাঠ খোদাই শিল্পের সঙ্গে খুব বেশি পরিচিত নয়। সুতরাং সেই শিল্পকেই বাঁচিয়ে রাখার ক্ষেত্রেই অভিযান সংঘের এই কারুশিল্পের থিম বলে জানানো হয়েছে। ইংরেজবাজার শহরের কৃষ্ণপল্লী কল্যাণ সংঘের এবারের পুজোর থিম পটচিত্র । যেখানে দুর্গা মণ্ডপ জুড়ে দুর্গা, লক্ষ্মী, কালী, মনসা সহ বিভিন্ন দেবদেবীর মঙ্গলকাব্যের কিছু ব্যাখ্যা পট চিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরা হচ্ছে। এবারে কৃষ্ণপল্লী কল্যাণ সংঘের পূজার ৫৬ তম বর্ষ। পুজোর বাজেট প্রায় ৬ লক্ষ টাকা। মৃৎশিল্পী বিবেক দাস এই পটচিত্রের মাধ্যমেই পূজা মণ্ডপ সাজিয়ে তুলছেন এবং দুর্গা প্রতিমা তৈরি করছেন। কৃষ্ণপল্লী কল্যাণ সংঘের সম্পাদক শুভেন্দু পান্ডে জানিয়েছেন, দুর্গা পূজা উপলক্ষ্যে চারদিনই বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। তারমধ্যে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির, বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি রয়েছে। পুরনো দিনের এই পটশিল্পে এবার থাকছে পুজোর বিশেষ থিম। যা দর্শনার্থীদের আকর্ষণ বাড়াবে বলেও দাবি করেছেন পুজো কমিটির উদ্যোক্তারা। এবছর ইংরেজবাজার শহরের সিঙ্গাতলা এলাকায় তিতাস সংস্থা ও গ্রন্থাগারের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ। এই পুজোর পঞ্চাশ তম বর্ষ উপলক্ষ্যেই পুরোনো দিনের জমিদার বাড়ির থিম গড়ে তোলা হচ্ছে। পুজো মণ্ডপে আসলে দেখা যাবে ২০০ থেকে ৩০০ বছরের পুরনো আমলের জমিদার বাড়ির সেই দৃশ্য। যেখানে জমিদার বাড়ির মতোন বড় বড় দালান, পিলার তৈরি করা হয়েছে। পুজো মন্ডপের ভেতরে দেখা যাবে পুরনো দিনের সেই হ্যাচাক, লণ্ঠন জ্বলছে। এবারে এই পুজোর বাজেট প্রায় ১২ লক্ষ টাকা। ইংরেজবাজার শহরের বিগ বাজেটের পুজোগুলির মধ্যে অন্যতম তিতা সংস্থা ও গ্রন্থাগারের দুর্গাপুজো। পুজো কমিটির সম্পাদক বিদ্যু কর্মকার জানিয়েছেন, আগেকার দিনের জমিদার বাড়ির দরবারে যে ধরনের পরিবেশ থাকতো, তা এবার পুজা মন্ডপে তুলে ধরা হচ্ছে। প্রতিমা দর্শনার্থীদের কাছে এবছর অন্যরকম একটি থিমের আয়োজন করা হয়েছে । চতুর্থীতে দুঃস্থ শিশুদের হাতে নতুন পোশাক তুলে দেওয়ার কর্মসূচিও রাখা হয়েছে।

আহিরণের পাখিরালয় ও জলাশয়কে পর্যটনকেন্দ্র গড়তে ভাবনাচিন্তা জেলা সভাধিপতির

রাজু আনসারী, সুতি, ১৭ অক্টোবর ঃ আহিরণের পাখিরালয় ও জলাশয়কে পর্যটনকেন্দ্র গড়তে ভাবনাচিন্তা জেলা সভাধিপতি রুবিয়া সুলতানার। মুর্শিদাবাদ জেলার সুতি-২ ব্লকের আহিরণে অবস্থিত এই জলাশয়। অপরূপ সৌন্দর্য্যে ভরা এই পাখিরালয় ও জলাশয়ের অনতিদূরে ফিডার ক্যানেলের উপর দৃষ্টিনন্দন একটি ব্রিজ অবস্থিত। উল্লেখ্য আহিরণের এই বিলটি প্রায় ২ কিলোমিটার দীর্ঘ এবং ৬৫ একর এলাকা নিয়ে বিস্তৃত। এই জলাশয়টির ক্ষেত্রফল ৪০০০ হেক্টর। এই জলাশয়ে প্রত্যেক বছর শীতে ঝাঁকে ঝাঁকে পরিযায়ী পাখির আনাগোনা দেখা যায়। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জি এই পাখিরালয়কে এশিয়ার বৃহত্তম পাখিরালয় হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা করেন কিন্তু তার বাস্তবায়ন এখনও হয়নি। উল্লেখ্য ২০১৬ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের পরিবেশ, বন ও আবহাওয়া পরিবর্তন দপ্তর আহিরণের এই বিলকে জাতীয় জলাভূমি হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। সরকারের সদিচ্ছা থাকলে আন্তর্জাতিক রামসার জলাভূমি হিসেবেও স্বীকৃতি পেতে পারে বলে অনেকে মনে করেন। পাখিরালয়ের যথোপযুক্ত পরিকাঠামো তৈরি করা এবং মস্য চাষের ব্যবস্থাপনা করা হলে এই এলাকার অধিবাসীদের কর্মসংস্থান হবে এবং এই বিল ও পাখিরালযটি একটি পর্যটন স্থানে পরিণত হতে পারে যা এই এলাকার অর্থনীতিকে তরান্বিত করবে বলে অনেকে মনে করেন। মঙ্গলবার মুর্শিদাবাদ জেলা

পরিষদের সভাধিপতি রুবিয়া সুলতানা তার নিজ বাসভবনে থেকে বেরিয়ে সুতি আহিরণ বিল পরিদর্শন করলেন। আহিরণের এই জলাশয়কে পর্যটনকেন্দ্র গড়তে ফের ভাবনাচিন্তা জেলা সভাধিপতি রুবিয়া সুলতানার। মুর্শিদাবাদ জেলার সভাধিপতি রুবিয়া সুলতানা পরিদর্শন করতে নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলেন জলাশয়ের মজে যাওয়া অংশ নতুন করে খোঁড়ার পাশাপাশি তার চারধারে সৌন্দর্যায়নও হবে। অযত্নে পড়ে থাকা জলাশয়টি আগের অবস্থায় ফিরে এলে, ফের সেখানে আসবে পরিযায়ী পাখির দল।ভ্সভাধিপতি আরো বলেন। বছর কয়েক আগে প্রকল্প নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু হয়েছিল। তারপর নানা কারণে উৎসাহে ভাটা পড়েছিল। ফলে সুতির আহিরণে জলাশয়কে কেন্দ্র করে পাখিরালয় তৈরির কাজও থমকে গিয়েছিল। ফের সেখানে পাখিরালয় ও পর্যটনকেন্দ্র তৈরির ব্যাপারে কথা ভাবা হয়েছে। মুর্শিদাবাদে পর্যটনকেন্দ্রের অভাব নেই। কিন্তু সুতিতে পর্যটনের তেমন কোনও জায়গা নেই। কিন্তু জেলার পর্যটন মানচিত্রে সুতি'কে জায়গা দিতে আহিরণে থাকা ৬৫ একর একটি জলাশয়কে কেন্দ্র করে পাখিরালয় তৈরির কথা ভাবা হয়েছিল। আহিরণ ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে ধারে আহিরণের ৬৫ একর সেই জলাশয়কে কেন্দ্র করে এশিয়ার বৃহত্তম পাখিরালয় গড়ে তোলার কথা ভাবা হয় সেইসময়। কিন্তু অভিযোগ, সঠিক পরিকল্পনার অভাবে তা বাস্তবায়িত করা হয়নি। বর্তমানে জলাশয়টি কচুরিপানায় ভর্তি। অনেকটা অংশ মজেও গিয়েছে। তবে সেই পাখিরালয় ও পর্যটন কেন্দ্র তৈরীর ব্যাপারে ফের উদ্যোগ নিয়েছি। প্রকল্প বাস্তবায়িত করতে সুতি ২ বিডিও কে সঙ্গে নিয়ে সম্প্রতি তিনি ওই জায়গাটি পরিদর্শন করেন। বিলের মজে যাওয়া জলাশয় খুঁড়ে আগের জায়গায় ফিরিয়ে দেওয়া হবে। হবে একটি সুন্দর পার্ক। জলাশয়ের চারদিকের পাড় উঁচু করে, সুন্দর ভাবে সাজানো হবে। জলাশয়ে থাকবে মাছ।

ডায়াবেটিস প্রতিকারের উপায় খুঁজতে আলোচনা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৭ অক্টোবর ঃ জাঙ্ক ফুড এর ব্যবহার কমিয়ে এনে নিয়মিত শরীরচর্চার মাধ্যমে ডায়াবেটিসের মতো মারণ রোগকেও নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব। এমনটাই মনে করেন দেশ- বিদেশের চিকিৎসকরা। হাওড়া টাউন ডায়াবেটিস স্টাডি সোসাইটির উদ্যোগে ডায়াবেটিস প্রতিকারের উপর অষ্টম জাতীয় আলোচনা সভায় এই মত প্রকাশ করেন চিকিৎসকরা। ১৪-১৫ অক্টোবর দুদিনের এই আলোচনার বিষয় ছিল 'ডায়াবেটিস কেয়ার ফর অল। টুগেদার উই ক্যান।' স্টাডি সোসাইটির সেক্রেটারি সোশ্যাল এফেয়ার জয়তী ভট্টাচার্য্য বলেন, চিকিৎসকদের মাধ্যমে ডায়াবেটিসের আধুনিক চিকিৎসা আরও দ্রুত ছড়িয়ে দেওয়া এবং মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করাই এই কনফারেন্সের মূল উদ্দেশ্য। চিকিৎসক সঞ্জয় শাহ বলেন, কোভিডের পর দেখা যাচ্ছে যাদের আগে ডায়াবেটিস ছিল না তাদের অনেকেরেই ডায়াবেটিস ধরা পড়ছে। তাই মানুষকে ডায়াবেটিসের শুরু থেকে সচেতন হতে হবে। বিশিষ্ট ডায়াবেটিস বিশেষজ্ঞ ডাক্তার গুরু প্রসাদ ভট্টাচার্য্য বলেন, ভারতে ডায়াবেটিসে আক্রান্তের সংখ্যা সারা বিশ্বের মধ্যে সবথেকে বেশি। আমরা যত আধুনিক হচ্ছি ততই যন্ত্র-নির্ভর হচ্ছি। ততই শারীরিক নড়াচড়া কমে যাচ্ছে। খাবারের মধ্যে যে ক্যালোরি প্রতিদিন গ্রহণ করি, সেই ক্যালোরির পর্যাপ্ত ব্যবহার হচ্ছে না। তার ফলেই ডায়াবেটিস বাড়ছে। বর্তমানে দেশে যেখানে প্রায় দশ শতাংশ মানুষ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত সেখানে আরও ১৪ শতাংশ মানুষের ডায়াবেটিস হওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। তাই খাদ্যাভাস নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি শারীরিক কর্মকাণ্ড বাড়াতে হবে। নিয়মিত হাঁটা, যোগাসন করার পাশাপাশি জাঙ্ক ফুড বর্জন করতে হবে। ডায়াবেটিস চিকিৎসক ডা. মৃদুল বেরা জানান, ডায়াবেটিস হলে ওষুধ তো খেতেই হবে কিন্তু তার পাশাপাশি মনে রাখতে হবে শরীরচর্চা এবং পরিমিত ও স্বাস্থ্যসম্মত খাবারের উপর জোর দেওয়া দরকার। অন্যদিকে ডায়াবেটিস বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য মানুষের মধ্যে এখনো সচেতনতার অভাব রয়েছে বলে মনে করেন আরেক বিশিষ্ট হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টর বি পি পান্ডে। তিনি বলেন, ডায়াবেটিস হলে হার্ট, কিডনি সহ নানা অঙ্গ - প্রত্যঙ্গের ক্ষতি হতে শুরু করে। তাই প্রাথমিক অবস্থায় যাতে এই রোগ ধরা যায় তাই ২০ বছর বয়স থেকেই রুটিন চেক আপ করা দরকার। দ্রুত চিকিৎসার পাশাপাশি মানুষকেও সচেতন হতে হবে। ডায়াবেটিস প্রতিকারের উপায় নিয়ে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ও হাওড়া পুরসভার প্রশাসকমন্ডলীর চেয়ারম্যান ডা. সুজয় চক্রবর্তী।

শারীরিক ও মানসিক হেনস্থার শিকার সাত ছাত্রী অনশনে

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ১৭ অক্টোবর ঃ শারীরিক ও মানসিক হেনস্থার শিকার বিশ্বভারতীর পড়ুয়ারা। দুই অধ্যাপক এর বিরুদ্ধে এখনো কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না কর্তৃপক্ষ। তাই হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে অবস্থান-বিক্ষোভে বসলো বিশ্বভারতীর নৃতত্ত্ব ও এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের পড়ুয়ারা। বিশ্বভারতীর নৃতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক অর্ণব ঘোষ ও বিনয় ভবনের অধ্যাপক রাজর্ষি রায়। এই দুই অধ্যাপকের বিরুদ্ধে মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগ এনেছেন বিশ্বভারতীরই নৃতত্ত্ব ও এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের ছাত্রীরা। এই অভিযোগ জানানো হয়েছে প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি থেকে শুরু করে রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রীকেও। অভিযোগ জানানো হয়েছে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। সমস্ত দিক থেকে সদুত্তর এলেও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই দুই অধ্যাপক এর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না। খুব স্বাভাবিকভাবেই এদিন সকাল থেকে বিশ্বভারতীর দুই ভবনের ছাত্রীরা বিশ্ব ঐতিহ্য তকমা পাওয়া শান্তিনিকেতনের পোস্ট অফিস মোড়ে অবস্থানে বসেছে। হেনস্তার শিকার দুই ছাত্রীর অভিযোগ, আমরা যারা অভিযোগকারীনি। অধিকাংশ ছাত্রীরাই বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গবেষণা করছি। কিন্তু এন্থ্রোপলজি বিভাগের অধ্যাপক অর্ণব ঘোষ এবং বিনয় ভবনের অধ্যাপক রাজর্ষি রায় দীর্ঘদিন ধরে কুপ্রস্তাব দিচ্ছেন। আমরা এই বিষয়টি প্রতিবাদ করাই গবেষণার কাজে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে। সাবমিট করতে দেওয়া হচ্ছে না গবেষণার নথি। গবেষণার ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম ভাবে হেনস্তাও করছে। বিশ্বভারতীর গবেষকরত পড়ুয়াদের বিস্ফোরক অভিযোগ।

৪০০ বছরের প্রাচীন বোলপুরের গুপ্তবাড়ির পুজোর ইতিহাস গায়ে কাঁটা দেয়

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্ক, ১৭ অক্টোবর ঃ দূরদুরান্ত থেকে হাজার হাজার মানুষ কলকাতায় ঠিমের প্রতিমা দেখতে ভিড় জমান। অনেকে আবার না না জেলার পুজো দেখতে পছন্দ করেন। তেমন আবার অনেকেই বাংলার বনেদি বাড়ির পুজো দেখতে ও সেই পুজো সংক্রান্ত ইতিহাস জানতে পছন্দ করেন। বোলপুরের গুপ্ত পরিবারের পুজো প্রায় ৪০০ বছরের প্রাচীণ। এই পুজো বোলপুরের বাসিন্দা বরদাচরণ গুপ্তর পুজো। পরিবারের পুজোর ইতিহাস জানলে গায়ে কাঁটা দেবে আপনার ও। ভ্শোনা যায় এই বংশের আদি পুরুষ স্বর্গীয় বরদাচরণ গুপ্ত কৈশোরে কামাক্ষ্যা ধামে সাধনা করার জনযপ্ বাড়ি ছেড়ে চলে যান। সে বাড়ি মালদার গঙ্গাবাগ অঞ্চলে। শোনা যায়, দীর্ঘ ১২ বছরের সাধনার শেষে ভৈরবী বেশে মা কামাক্ষ্যাষ বরদাচরণকে দেখা দেন। মা কামাক্ষ্যাব রদাচরণকে বাড়ি ফিরে যেতে আদেশ করেন। এদিকে, বরদাচরণও মাকে নিয়ে যাওয়ার জেদ ধরেন। গুপ্ত বাড়িতে যাওয়ার জন্য মা কামাক্ষ্যাওৈ কতগুলি কঠিন শর্ত দেন। যার মধ্যে একটি হল বা।রি কেউ যেন মা কামাক্ষ্যাার আসল পরিচয় জানতে না পারেন। ওই বাড়িতে তিনি মা ভগবতী রূপে থাকবেন। যে মুহূর্তে তাঁর পরিচয় প্রকাশ পাবে, সেদিনই তিনি ওই ভিটে ত্যাগ করবেন। মায়ের দেওয়া সব শর্তই মাথা পেতে নেন বরদাচরণ গুপ্ত। ১২ বছর পর কামাক্ষ্যাদ মাকে সঙ্গে নিয়ে বরদাচরণ বাড়ি ফিরে দেখেন, সেখানে পরিবার-পরিজনরা তাঁর শ্রাদ্ধের আয়োজন করেছেন। পিন্ড দানের ঠিক আগেই বরদাচরণকে দেখে অবাক এবং আবেগে আপ্লুত হন পরিবারের সকলে। কিন্তু বরদাচরণের সঙ্গে বাড়ির দালানে প্রবেশ করা ওই মহিলা কে? বাড়ির সকলের কৌতুহল মেটাতে বরদাচরণ জানান, ১২ বছর তিনি যে মায়ের ভিটেতে তিনি থেকেছেন, তাঁকে তিনি সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। উনি এখন এ বাড়িতেই রান্নাঘরে থাকবেন, বাড়ির সবার জন্য রান্না করবেন। একথা শুনে কিছুটা অবাক হলেও বরদাচরণের আদেশ সকলে মেনে নেন। শোনা যায়, একবার শ্রাবণের এক দুপুরে প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছে। রান্নাঘরে তখন মা ভগবতীর (দেবী কামাক্ষ্যাম) সঙ্গে । কাজ করছিলেন এই পরিবারেরই এক মহিলা। এদিকে রান্নাঘরের মাঝে উঠোন পেরিয়ে বাড়ির অন্য দালানের বারান্দায় শুয়ে কাঁদছে ওই মহিলার মাস ছয়েকের সন্তান। প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি-বর্জ্রপাতের মধ্যে কিছুতেই উঠোন পেরিয়ে সন্তানর কাছে পৌঁছাতে পারছিলেন না তিনি। তখন তিনি মা ভগবতীকে অনুরোধ করেন সন্তানকে তাঁর কাছে এনে দেওয়ার জন্য। ওই মহিলার আকুল আর্জিতে মা ভগবতী উঠোন পেরিয়ে বাড়ির অন্য দালানের বারাঃদায় শুয়ে থাকা শিশুটিকে নাকি হাত বাড়িয়েই তার মায়ের কাছে এনে দেন বাইরে অত ঝড়-জল সত্ত্বেও শিশুটির গায়ে এক ফোটাও জল লাগেনি। শিশুটির মা এই ঘটনা চোখের সামনে দেখে বাকরুদ্ধ হয়ে যান। মা ভগবতী তাঁকে এই ঘটনা সকলের কাছে গোপন করতে বলেন। কিন্তু, ক'দিনের মধ্যেই ওই মহিলা পরিবারের সকলের কাছে ওই ঘটনার কথা বলে ফেলেন। এতে মা ভগবতী বরদাচরণ গুপ্তকে জানান, তিনি আর এ পরিবারে থাকতে পারবেন না। তবে প্রতিভূ স্বরূপ তাঁর হাতের খড়গটির নিত্য অর্চনা করার নির্দেশ দেন বরদাচরণকে। বিশেষতঃ অষ্টমী তিথিতে। বরদাচরণও মায়ের আদেশ পালন করেন। এর ক'দিনের মধ্যেই মা ভগবতী গুপ্ত পরিবারের ভিটে ছেড়ে চলে যান। তার পর থেকেই গুপ্ত পরিবারে মায়ের খড়গ অর্চনা করার রীতি চালু হয়। সরিকি ভাগাভাগির জেরে গুপ্ত পরিবারের একাংশ বোলপুরে এসে বসবাস শুরু করেন। বর্তমানে মালদায় গুপ্ত পরিবারের মূল ভিটে-বাড়ি বিক্রি করে বাসিন্দারা অন্যত্র চলে গিয়েছেন। ওই বাড়ির পুজো প্রায় তিন দশক আগেই বন্ধ হয়ে যায়। যদিও বিগত ২৮ বছর ধরে গুপ্তদের বোলপুর বাড়িতে মৃন্ময়ী রূপে পূজিত হন দেবী। এখানে পুজোর প্রবর্তন করেন ঋতায়ণ গুপ্তর জ্যাঠতুতো দাদা ডাক্তার দেবপ্রতীম গুপ্ত।

মা দিল্লির দুই দানবকে আগামী নির্বাচনে হটিয়ে দাও, দুর্গা পুজো উদ্বোধনে উত্তরপাড়ায় বললেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বনস্পতি দে, হুগলি, ১৭ অক্টোবর ঃ মঙ্গলবার দেবীপক্ষের তৃতীয়া হুগলির উত্তরপাড়ায় শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় মাখলা ২ এর পল্লীর সার্বজনীন দুর্গোৎসব পুজোর উদ্বোধন করলেন ফিতে কেটে ও প্রদীপ জ্বালিয়ে সন্ধ্যাবেলায়। এরপর মা দুর্গার কাছে প্রার্থনা করলেন এরপর দুর্গোৎসব কমিটির পক্ষ থেকে সাংসদকে সংবর্ধনা জানানো হয়। তিনি বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, মা দুর্গার পুজো এসে গেল সারা বাংলার মানুষ এই

শারদ উৎসবের অপেক্ষায় থাকেন কলকাতা ও গ্রামবাংলায় প্রচুর পুজো হয়। এই সময় সাধারণ মানুষ খুব খুশিতে থাকেন মা সবাইকে আশীর্বাদ করো। কলকাতার পুজো ও সারা বাংলার পুজো বিশ্বের দরবারে ইউনেস্কোর তকমা পেয়েছে যারা সমালোচনা করার তারা করবেই সারা বিশ্বে পশ্চিমবঙ্গের পুজো দেখিয়ে দিয়েছে মায়ের কাছে প্রার্থনা সারা ভারতবর্ষের উন্নতি করো, সারা ভারতবর্ষকে রক্ষা করো। আরো একটি প্রার্থনা দিল্লির দুই দানবকে ২০২৪ সালের নির্বাচনের পর দিল্লি থেকে হটিয়ে দাও মায়ের কাছে সবার মঙ্গল কামনা করি। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় জেলা শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ ডক্টর সুবীর মুখার্জি উত্তরপাড়া পুরসভার সিআইসি ও টাউন তৃণমূল সভাপতি ইন্দ্রজিত ঘোষ সহ বেশ কিছু তৃণমূল কাউন্সিলর উপস্থিত ছিলেন । মাখলা ২ এর পল্লীর সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির সম্পাদক শ্রীমতি শতরূপা বোস দাস কমিটির কর্মকর্তা তপন চক্রবর্তী এই অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট আন্তর্জাতিক নৃত্য পরিচালক শ্রীমতি কেয়া চন্দকে সম্বর্ধনা জানানো হয় উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্টরা।

টেন্ডার জমা নিয়ে তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে সংঘর্ষ

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৭ অক্টোবর ঃ বামনগোলা পঞ্চায়েত সমিতির টেন্ডার জমাকে কেন্দ্র করে তৃণমূল, বিজেপি মধ্যে হাতাহাতির ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য মালদার বামনগোলা ব্লকের পাকুয়াহাট বিডিও অফিসে। জানা গেছে এদিন বিজেপি পক্ষ থেকে ঠিকাদার ও পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য বামনগোলা বিডিও অফিসে টেন্ডারের কাগজ জমা দিতে গেলে তৃণমূলের কিছু লোক তাদের বাঁধা দেয় সেই সময় তৃণমূল ও বিজেপি কর্মীরা বিডিও অফিস চত্বরে হাতাহাতি জড়িয়ে পরে। বিজেপি মন্ডল সভাপতি অভিযোগ করে বলেন -এদিন সকালে তাদের ঠিকাদারকে নিয়ে পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য বিডিও অফিসে টেন্ডারের কাগজ জমা দিতে গেলে তাদের গেটের বাইরে বের করে দেওয়া হয়। অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগ -বিজেপি কিছু নেতা ব্লক চত্বরে তৃণমূলের কিছু লোককে গালি গালাজ করে, তাদের বারন করা হলে বিজেপি কর্মীরা হাতাহাতি জড়িয়ে পরে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তৃণমূল ও বিজেপি কর্মীরা বিডিও অফিসে সামনে ঝামেলা ছাড়াই। তৃণমূল বলে সব কিছু নিয়ম কানুন মেনে করা হচ্ছে।

উদ্বোধন হল সিসিটিভি ক্যামেরার

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৭ অক্টোবর ঃ শিলিগুড়ি এয়ার ভিউ মোড়ে অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে উদ্বোধন করা হলো সিসিটিভি ক্যামেরা ও দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে লাগানো রঙিন আলোর সাজসজ্জা। দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে শিলিগুড়ি নিরাপত্তাকে জোরদার করতে শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের তরফে শিলিগুড়ি শহরে ১০০ টি সিসি ক্যামেরা লাগানো হয়েছে। এদিন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে সেই ক্যামেরার উদ্বোধন করা হয়। এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী। উপস্থিত ছিলেন DCP ট্রাফিক অভিষেক গুপ্তা সহ পুলিশ প্রশাসনের কর্তারা।

Name Change

I PABAN CHANDRA GIRI, S/O BRINDABAN GIRI, R/O VILL-KHEJURDA, KHEJURDA, P.S. EGRA, EAST MEDINIPUR, PIN-721422, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PABAN GIRI, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 17/10/2023. PABAN GIRI AND PABAN CHANDRA GIRI SAME AND INDENTICAL PERSON.

Name Change

I MOHAMMAD SITARE ALI, S/O MD WAYESH, R/O 21 ISHAQUE SARDAR ROAD, P.O HAZINAGAR, NORTH 24 PARGANAS, PIN-743135, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD SITARE ALI, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 17/10/2023. MD SITARE ALI AND MOHAMMAD SITARE ALI SAME AND INDENTICAL PERSON.

Name Change

I, MOLLA HAFIZUR ROHAMAN S/O MOLLA OLIUR RAHMAN Presently residing at VILL- & P.O.- Furfura, P.S.- Jangipara, Dist- Hooghly, Pin- 712706, West Bengal, India, My (Old name) ABDUL HAFIJ have changed her name to (shall henceforth be known as) MOLLA HAFIZUR ROHMAN (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 16/10/2023.

Name Change

I DEEP MALA GUPTA, D/O LAKHI PRASAD GUPTA, W/O ANIL KUMAR SARRAF, R/O 59/B/202, KALI CHARAN GHOSH ROAD, SINTHEE, P.S. BARANAGAR, PIN-700050, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DOLLY SARRAF, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 17/10/2023. DOLLY SARRAF AND DEEP MALA GUPTA SAME AND INDENTICAL PERSON.

NIT

The Office of Undersigned invites Tender for E-NIT No-WBGP/07/Prodhan/MNG/2023-24 Dated 17/10/2023 Last Date Bid Submission as Date-07/10/2023, upto 3.00 P.M. For further details Please contact the concerned Office of the undersigned.

S/d-
Prodhan
Maynaguri Gram Panchayat

Name Change

I, Yousuf Ali Sekh, S/o Saiyad Ali Sk, presently residing at 23, Motilal Gupta Road, P.O- Barisha, P.S.- Haridevpur, Kolkata – 700008 and permanent address is 58, Bichumia Road, Sutragar, Santipur Nadia WB-741404 declare that I have changed my daughter's Name from MANTU KHATUN which is recorded in her birth-certificate to EFA SEKH and henceforth she will be known as EFA SEKH in all purposes vide affidavit dated 01.09.2023 sworn before the court of the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Alipore, 24 Pgs (South). Mantu Khatun and Efa Sekh is the same and one identical person i.e., my daughter.

Name Change

I JOYNAL ABEDIN SAIKH, SON OF ABUL HOSSAIN SAIKH, RESIDING AT RAJAKGOHALIA, DOSATINA, SOUTH 24 PARGANAS- 743503, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS JAYNAL ABEDIN SEKH VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 17/10/2023. THAT JOYNAL ABEDIN SAIKH AND JAYNAL ABEDIN SEKH ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I SUBAL CHANDRA JANA, S/O JNANENDRA JANA, R/O BARANIHARI, P.O. BARANIHARI, P.S. EGRA, EAST MEDINIPUR, PIN-721429, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUBAL JANA, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 17/10/2023. SUBAL JANA AND SUBAL CHANDRA JANA SAME AND INDENTICAL PERSON.

Name Change

I SAHEEN YESMIN, W/O MD JASIMUDDIN MOLLA, R/O DAKSHIN KANKHUY, PANJABI PARA, P.O BIDHANGARH, P.S. RABINDRANAGAR, PIN-700066, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SAHEENA YEASMIN , VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 17/10/2023. SAHEENA YEASMIN AND SAHEENA YESMIN SAME AND INDENTICAL PERSON

Name Change

I JASIMUDDIN MOLLA, S/O MOZAMMEL HAQUE MOLLA, R/O DAKSHIN KANKHUY PANJABI PARA, P.O BIDHANGARH, P.S. RABINDRANAGAR, PIN-700066, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD JASIMUDDIN MOLLA, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 17/10/2023. MD JASIMUDDIN MOLLA AND JASIMUDDIN MOLLA SAME AND INDENTICAL PERSON.

Name Change

I RAJAUL MALLICK, S/O CHARIUDDIN MALLIK, R/O RAIPUR, CHAKLA, CHAKLA DEGANGA, NORTH 24 PARGANAS, PIN-743424, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS REJAUL MALLIK, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 17/10/2023. REJAUL MALLIK AND RAJAUL MALLICK SAME AND INDENTICAL PERSON.

বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচালনা চুক্তি

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ০৯-মেক-এএমওসি-বায়ো টয়লেট-২৩, তারিখ: ১২-১০-২০২৩; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; **কাজের নাম:** ২৪ মাসের জন্য কাটিহার ডিভিশনের কোচগুলিতে বায়ো টয়লেটের (ডিআরডিই টাইপ) অ্যানুয়াল মেইনটেনেন্স এন্ড অপারেশন কন্ট্রাক্ট (এএমওসি)। **টেন্ডার মূল্য:** ₹ ৩,৬১,২৪,১৫২.৬৪; **বায়না মূল্য :** ₹ ৩,৩০,৬০০/-; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **১৫:০০** ঘন্টায় এবং **খোলা ০৬-১১-২০২৩** তারিখে **১৫:৩০** ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথির সাথে সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে **০৬-১১-২০২৩** তারিখ **১৫:০০** ঘন্টা পর্যন্ত পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিএমই (আইসি), কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

সংবাদপত্র বিজ্ঞপ্তি

বুনিয়াদপুর পৌরসভা নিজেদেরকে সার্বিকভাবে স্বচ্ছ ও উন্মুক্ত মল, মূত্রত্যাগ মুক্ত (ODF+) পৌরসভা হিসাবে ঘোষণা করতে চলেছে এই বিষয়ে ০৯.১০.২০২৩ তারিখে B.O.A. দ্বারা একটি প্রাথমিক রেজোলিউশন পাস করা হয়েছে। এই মর্মে কারোর কোন অভিযোগ / আপত্তি থাকলে আগামী ১৮.১০.২০২৩ হইতে ২২.১১.২০২৩-এর মধ্যে পৌরসভা অফিসে বা পৌরসভার এর ই- মেল আইডি buniadpurminicipality@gmail.com এ জানাবেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রাপ্ত অভিযোগ গুলি সমাধান করে পৌরসভার B.O.A. নিজেকে (ODF+) পৌরসভা হিসাবে ঘোষণা করার চূড়ান্ত Resolution গ্রহণ করবে।

Sd/-
Chairperson
Buniadpur Municipality

E-Tender Notice

NIT No-840/SUSU/2023 Dt-16/10/2023
841/SUSU/2023 Dt-16/10/2023

Online Bids are invited for the Year 2023-24 from the bonafied contractors for Listed Works under 15 th F.C (Tied).Last Date of Paper submission is on 04/11/2023 for detail information contact to the undersigned.

Sd/- Prodhan
Susunia Gram Panchayet

Tender / Quotation

Sealed tender are hereby invited by the Principal of A.C. Training College, Jalpaiguri for the following items/ Furniture under RUSA 2.0 fund. Last date of dropping tender on 24.10.2023 up to 3:00 P.M. Details are available in college website: www.actrainingcollege.org

Sd/- Principal
A.C. Training College
Jalpaiguri

ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ৪০ অব ২০২৩, তারিখ ঃ ১৩-১০-২০২৩। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **টেন্ডার নং.ঃ** ডিসিইএসটিএমএলজি-৩২-২০২৩। **কাজের নাম ও স্থান ঃ (ক)** এনএমবি-তেঃ- এসএসই/ডব্লিউ/এইচকিউ অধিক্ষেত্রের মধ্যে ৯.৫০ কিমি কলোনি রাস্তার মেরামতি, ইস্ট গোটানগরে ২.০ কিমি, ইস্ট মালিগাঁওয়ে ২.০০ কিমি ও সেন্ট্রাল গোটানগরে ৫.৫০ কিমি। **(খ)** এনএমবি-তেঃ- এসএসই/ ডব্লিউ/এনএমবি অধিক্ষেত্রের মধ্যে ৯.৫০ কিমি কলোনি রাস্তার মেরামতি, গোশালায় ৫.০০ কিমি, নামবাড়িতে ৪.৫ কিমি। টেন্ডার মূল্য ঃ ৪,৫৬,০১,০৩৭.২৪ টাকা; বায়নার ধন ঃ ৩,৭৮,০০০.০০ টাকা। **টেন্ডার নং.ঃ** ডিসিইএসটিএমএলজি-৩৩-২০২৩। **কাজের নাম ও স্থান ঃ (ক)** মালিগাঁওয়েঃ- মালিগাঁও অঞ্চলের অধীনে গোশালা কলোনিতে পাইপ লাইন গ্রিড সহ পৃথক স্টোরেজ ট্যাংকের ব্যবস্থা করা, ২৫০ ইউনিট। **(খ)** মালিগাঁওয়েঃ- সেন্ট্রাল গোটানগরে পাইপ লাইন গ্রিড সহ পৃথক স্টোরেজ ট্যাংকের ব্যবস্থা করা, ২৫০ ইউনিট। টেন্ডার মূল্য ঃ ৪,৭৩,৬৯,০৫৫.৭৪ টাকা; বায়নার ধন ঃ ৩,৮৬,৯০০.০০ টাকা। **টেন্ডার নং.ঃ** ডিসিইএসটিএমএলজি-৩৪-২০২৩। **কাজের নাম ও স্থান ঃ (ক)** এনএমবি-তেঃ- গোশালা কলোনিতে পাইপ লাইন নেটওয়ার্ক সহ ৫০ হাজার গ্যালন আরসিসি ওএইচ ট্যাংক দ্বারা জরাজীর্ণ ওভারহেড স্টোরেজ ট্যাংকের প্রতিস্থাপন। **(খ)** এনএমবি-তেঃ- আদর্শ কলোনিতে পাইপ লাইন নেটওয়ার্ক সহ ৫০ হাজার গ্যালন আরসিসি ওএইচ ট্যাংক দ্বারা জরাজীর্ণ ওভারহেড স্টোরেজ ট্যাংকের প্রতিস্থাপন। **(গ)** এনএমবি-তেঃ- ইস্ট গোটানগর কলোনিতে পাইপ লাইন নেটওয়ার্ক সহ ৫০ হাজার গ্যালন আরসিসি ওএইচ ট্যাংক দ্বারা জরাজীর্ণ ওভারহেড স্টোরেজ ট্যাংকের প্রতিস্থাপন। টেন্ডার মূল্য ঃ ৪,২৬,১৯,১৭৯.৭৬ টাকা; বায়নার ধন ঃ ৩,৬৩,১০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ০৬-১১-২০২৩ তারিখের ১৩.০০ ঘন্টায় এবং **খুলবে** ০৬-১১-২০২৩ তারিখের ১৩.০০ ঘন্টায়। বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে **www.ireps.gov.in** দেখুন।

ডিওয়াই. চিফ ইঞ্জিনিয়ার/এস্টেট, মালিগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

কাটিহার ডিভিশনে ক্যাটারিং ইউনিটের জন্য ই-নিলাম

কাটিহার ডিভিশনে ক্যাটারিং ঠিকার (জেনারেল মাইনোর ইউনিট ও স্পেশাল মাইনোর ইউনিট) জন্য ই-নিলাম। বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ। **নিলাম ক্যাটালগ নং.ঃ** সি-সিএটিজি-ডিইএফ-২৩, **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (প্রতিটি লট) ঃ ২৫-১০-২০২৩** তারিখের **১২.০০** ঘন্টা, **নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ২৫-১০-২০২৩** তারিখের **১৩.৪০** ঘন্টা, **রেট ইউনিট ঃ** বার্ষিক লাইসেন্স মাসুল, **ট্রিপ/দিন ঃ** ১৮২৭।

এসইকিউ নং.	লট নং.	স্টেশন
এএ/১	সিএটিজি-কেআরআই-এসআই-জিএমইউ-৬৪-২৩-১	সোনেইলি
এএ/২	সিএটিজি-কেআরআই-এসআরআই-জিএমইউ-৬৮-২৩-১	সালমারি
এবি/১	সিএটিজি-কেআরআই-বিএনডিপি-এসএমইউ-৭৫-২৩-১	বুনিয়াদপুর
এএ/২	সিএটিজি-কেআরআই-এসআরআই-এসএমইউ-৬৯-২৩-১	সালমারি
এবি/৩	সিএটিজি-কেআরআই-এসআরআই-এসএমইউ-৭০-২৩-১	সালমারি
এবি/৪	সিএটিজি-কেআরআই-ওএমএলএফ-এসএমইউ-৭৯-২৩-১	ওল্ড মালদা
এবি/৫	সিএটিজি-কেআরআই-ওএমএলএফ-এসএমইউ-৮০-২৩-১	ওল্ড মালদা
এবি/৬	সিএটিজি-কেআরআই-এসআই-এসএমইউ-৬৫-২৩-১	সোনেইলি

অংশগ্রহণকারী/ বিডারদের আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এর ই-নিলাম মডিউল দেখার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

ডিআরএম (সি), কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

Notice Inviting E-Tender

E-Tender is here by invited by the Assistant Director of Agriculture, Binpur-I Block, Jhargram& PIA (WDC-2.0/01/2021-2022) on behalf of the Governor Of West Bengal for the work of NRM activity. e-Tender No-
06/PMKSY-WDC2.0/01/2021-22 Ref. Memo No- 400/ PMKSY-WDC2.0, 07/PMKSY-WDC2.0/01/2021-22 Ref. Memo No-402/ PMKSY-WDC2.0, 08/PMKSY-WDC2.0/01/2021-22 Ref. Memo No-403/ PMKSY-WDC2.0, For Details visit website-www.wbetenders.gov.in

Office of The Executive Officer
Bishnupur-I Panchayet Samity
Bhasa, South 24 Parganas
NOTICE INVITING e-TENDER

E-tenders are hereby invited by the undersigned for 01(One)no Construction of ACR, details of which as noted below:- 1. N.I.T. No: WB/BISH-I/EO/NIT-15(01)/2023-24, Dated: 16/10/2023. 2. Tender ID: 2023_ZPHD_594259_1, 3. Bid submission start date: 17.10.2023. 4. Bid submission closing date: 07.11.2023. Details available from the web site http://wbtenders.gov.in

Sd/- Executive Officer
Bishnupur-I Panchayet Samity
Bhasa, South 24 Parganas

Office of the Prodhan
Dwarhatta Gram Panchayat
Dalapatipur::Haripal::Hooghly
Tender Reference No:- (1) WB/HOOGHLY/HARIPAL/DWARHATTA/PRODHAN-432/2023-24 & (2) WB/HOOGHLY/HARIPAL/DWARHATTA/PRODHAN-437/2023-24

For and on behalf of the Dwarhatta Gram Panchayat, the Prodhan, Dwarhatta Gram Panchayat invites sealed tenders for the total 9 (Nine) Nos. Different works. Bid Submission starting from(online) 14.10.2023 at 18.00 Hrs for NIT-432 & 18.10.2023 18.00 Hrs for NIT-437. Last date of Bid Submission (online) 02.11.2023 at 11.00 Hrs for NIT-432 & 04.11.2023 at 15.00Hrs for NIT-437. Date of Opening of Technical Proposals(online) 02.11.2023 at 15.00 Hrs for NIT-432 & 07.11.2023 at 11.00Hrs for NIT- 437. For details visit website https://wbtenders.gov.in

Sd/- Prodhan
Dwarhatta Gram Panchayat

বিশ্বকাপ ক্রিকেট ২০২৩

ফুটবল-উন্মাদনা দেখে মুগ্ধ রোনাল্ডিনহো অভিষেকের সঙ্গে নামলেন মাঠে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ অক্টোবরঃ দেবীপক্ষে সাম্বা-জ্বরে কাবু শহর কলকাতা। কলকাতার দুর্গোৎসবের উন্মাদনা আরও বাড়িয়ে তুলেছেন ব্রাজিলিয়ান ফুটবল কিংবদন্তী রোনাল্ডিনহো। মঙ্গলবার বিকেলে মহেশতলার বাটা স্টেডিয়ামে অভিষেকের ডায়মন্ড হারবার ফুটবল ক্লাবের সঙ্গে সুজিতের শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাবের ফ্রেন্ডলি ফুটবল ম্যাচে হাজির রোনাল্ডিনহো। ব্রাজিলিয়ান তারকাকে দেখতে স্টেডিয়ামে উপচে পড়েছে ভিড়। রোনাল্ডিনহোকে বাটানগরের মাঠে স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুজিত বসু, ডেরেক ও'ব্রায়েন-সহ অন্যরা। মাঠে ঢুকেই অভিষেকের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ কথা বললেন ব্রাজিলিয়ান তারকা। খেলা শুরুর আগে 'জন-গণ-মন অধিনায়কের' পাশাপাশি রোনাল্ডিনহোকে সম্মান জানাতে ব্রাজিলের জাতীয় সঙ্গীতও পরিবেশন হয়। ফুটবলের প্রতি বাঙালির এই আবেগ ও ভালবাসা দেখে মুগ্ধ ব্রাজিলিয়ান ফুটবল কিংবদন্তীও। দোভাষীর মাধ্যমে বললেন, ''ফুটবল নিয়ে উন্মাদনা দেখে আমি খুশি। অনেক ধন্যবাদ।'' মাঠে খেলা শুরুর আগে সাম্বা-ডান্সের এক ঝলকও দেখা যায় মাঠে। বাটানগরের মাঠে এক টুকরো ব্রাজিল দেখেও ভীষণ খুশি তিনি। এরপর ভাঙা ভাঙা বাংলায় বললেন, ''কলকাতাকে আমি খুব ভালবাসি।'' বাংলার শারদোৎসব এখন গোটা বিশ্বের কাছে পরিচিত। সেই উৎসবের মরশুমে রোনাল্ডিনহো এসেছেন শহরে। আজ বাটা স্টেডিয়ামের মঞ্চ থেকে তাঁকে দেবী দুর্গার একটি ফ্রেমও উপহার দেওয়া হয়। উত্তরীয় পরিয়ে অভ্যর্থনা জানানো হয় ব্রাজিলিয়ান কিংবদন্তীকে। এদিন রোনাল্ডিনহো মাঠে আসার আগে থেকেই বাটা স্টেডিয়ামে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। স্টেডিয়ামে আসার পর অভিষেকের সঙ্গে মাঠেও নেমে পড়েন রোনাল্ডিনহো। ডায়মন্ড হারবার ফুটবল ক্লাব ও শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাবের খেলোয়াড়দের সঙ্গে করমর্দনও করেন তিনি।

ঐতিহাসিক জয়ের পরও বিপাকে আফগান ব্যাটার গুরবাজ

নয়াদিল্লি, ১৭ অক্টোবরঃ গত বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ডকে হারিয়ে ঐতিহাসিক জয় ছিনিয়ে নিয়েছিল আফগানিস্তান। বিশ্ব ক্রিকেটের ইতিহাসে অন্যতম সেরা জয়। যে কোনও ফরম্যাটে প্রথম বার ইংল্যান্ডকে হারানোর স্বাদ পেয়েছিল আফগানিস্তান। অনবদ্য পারফর্ম করেন কিপার-ব্যাটার রহমানুল্লা গুরবাজ, ইকরাম আলি খিল। তেমনই বোলিংয়ে আফগানিস্তানের জয়ের কারিগর লেগ স্পিনার রশিদ খান ও আর এক স্পিনার মুজিব উর রহমান। ঐতিহাসিক জয়ের পরই বিপাকে গুরবাজ। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথমে ব্যাট করে আফগানিস্তান। অনবদ্য ব্যাটিং করছিলেন রহমানুল্লা গুরবাজ। ক্রমশ সেঞ্চুরির দিকে এগচ্ছিলেন। ক্রিজে তাঁর সঙ্গে অধিনায়ক হসমতউল্লাহ শাহিদি। এরপরই সমস্যা। সদ্য ক্রিজে আসা আফগান অধিনায়ক কুইক সিঙ্গল নেওয়ার চেষ্টা করেন। যদিও সেটা রান ছিল না বলাই যায়। বোলার আদিল রশিদ সামনে থাকায় নন স্ট্রাইকার প্রান্তে থাকা গুরবাজ ঠিকঠাক বুঝে উঠতে পারেননি বল কোথায় রয়েছে। অধিনায়কের ডাক উপেক্ষা করার উপায় ছিল না। রান নিতে দৌড়ন। পরিবর্ত ফিল্ডার ডেভিড উইলির থ্রো

ধরে গুরবাজকে রানআউট করেন জস বাটলার। ব্যক্তিগত ৮০ রানে ছিলেন গুরবাজ। অধিনায়কের ওপর মেজাজ দেখাতে না পারলেও প্রচণ্ড বিরক্ত ছিলেন। মাঠ থেকে বেরোনোর সময় বাউন্ডারি রোপে ব্যাট দিয়ে মারেন। ফেন্সিংয়ে ব্যাট দিয়ে মারেন। ক্রিকেটের নিয়মে যা শৃঙ্খলাভঙ্গ। আইসিসির কোড অফ কনডাক্ট অনুযায়ী তাঁকে সতর্ক করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, তাঁকে ১ ডিমেরিট পয়েন্টও দেওয়া হয়েছে। দু-বছরের মধ্যে এটি তাঁর প্রথম পয়েন্ট। এমন শৃঙ্খলাভঙ্গ ফের হলে এবং ৪ ডিমেরিট পয়েন্ট হলে নির্বাসিতও হতে পারেন গুরবাজ।

বেঙ্গালুরুতে টিম ডিনার, ভারতের বিরুদ্ধে বিপর্যয় সামলে ঘুরে দাঁড়াতে মরিয়া পাকিস্তান

বেঙ্গালুরু, ১৭ অক্টোবরঃ বিশ্বকাপের শুরুটা ভালো হলেও ভারতের বিরুদ্ধে হেরে চাপ বেড়েছে পাকিস্তান শিবিরে। বিপর্যয় সামলে ওঠার চেষ্টায় বাবর আজমরা। পরের লক্ষ্য অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে জয়। আমেদাবাদ ছেড়ে

ইতিমধ্যেই বেঙ্গালুরুতে পৌঁছেছে পাকিস্তান দল। আগামী ২০ অক্টোবর বেঙ্গালুরুতে প্যাট কামিন্সদের মুখোমুখি হবেন তাঁরা। বেঙ্গালুরুতে পৌঁছেই বাবর আজমদের দেখা গেল টিম ডিনারে। উপস্থিত ছিলেন হ্যারিস রউফ, শাহিন আফ্রিদি, শাদাব খানরা। ডিনার পার্টিতে কী আলোচনা হল? ভারতের কাছ হারের পর সামলে ওঠার চেষ্টায় পাক দল। রোহিত শর্মাদের ঘরের মাঠে হারিয়ে ৭-০-এর রেকর্ডটা মোছার মোক্ষম সুযোগ ছিল বাবরদের কাছে। কিন্তু তাতে ব্যর্থ হয়েছেন তাঁরা। ভারতের সামনে ধরাশায়ী পাকিস্তানের বোলিং। ১৯১ রানেই অল আউট হয়ে যান বাবররা। ১১৭ বল বাকি থাকতেই ৭ উইকেটে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিশাল জয় ছিনিয়ে নেয় টিম ইন্ডিয়ার। এরপরই নড়েচড়ে বসেছে পাক শিবির। পাকিস্তানি প্লেয়ারদের খেলার ধরন, দলের পরিকল্পনা, বাবর আজমের অধিনায়কত্ব-সবই এখন প্রশ্নের মুখে। শোয়েব মালিকের মতো প্রাক্তন ক্রিকেটার বলে দিয়েছেন, অধিনায়কত্ব ছেড়ে দেওয়া উচিত বাবরের। নিজের ব্যাটিংয়েই ফোকাস করুন। ভারতের বিরুদ্ধে লজ্জার হার ভোলার একমাত্র উপায় পরবর্তী ম্যাচে অজিদের হারানো। সেই লক্ষ্যেই বেঙ্গালুরুতে পৌঁছেছে পাকিস্তান দল। মানসিকভাবে সামলে উঠতে এ বার টিম ডিনারে দেখা গেল বাবর আজমদের। উপস্থিত ছিলেন দলের কোচিং স্টাফরাও। ব্যাঙ্গালুরুর এক ঝাঁ-চকচকে রেস্তোরাঁয় দল বেঁধে উপস্থিত হন শাদাব খান, হ্যারিস রউফ, রিজওয়ানরা। পিসিবি-এর তরফে সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ একটি ভিডিয়ো পোস্ট করা হয়েছে। সেখানেই দেখা যাচ্ছে টিম বাস থেকে নেমে হোটেলে প্রবেশ করছেন বাবর আজম, শাদাব খানরা। ভারত তাঁদের যত্নেই রেখেছে, তা আগেই শোনা গিয়েছিল পাক ক্রিকেটারদের মুখে। হায়দরাবাদি বিরিয়ানির স্বাদ এখনও ভোলেননি তাঁরা। এ বার ব্যাঙ্গালুরুর খাবার চেখে দেখতেই ডিনারের ব্যবস্থা দলের। কিন্তু ডিনার টেবলেই পরবর্তী আলোচনা সেরে নিয়েছেন পাক ক্রিকেটাররা। অস্ট্রেলিয়াকে হারাতে না পারলে সমালোচনা আরও বাড়বে। পাক টিমের কেউই পারফর্ম করতে পারেননি ভারতের বিরুদ্ধে। সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বাবর-রিজওয়ানরা কতটা মেলে ধরতে পারেন নিজেদের, তাই দেখার অপেক্ষায় রয়েছেন পাক সমর্থকরা।

আবারও জোড়া গোল করলেন রোনাল্ডো

রিয়াধ, ১৭ অক্টোবরঃ আবারও জোড়া গোল করলেন রোনাল্ডো। দুই দিন আগে ইউরো বাছাইপর্বের ম্যাচে স্লোভাকিয়ার বিপক্ষে ৪-২ ব্যবধানে জয়ের রাতে জোড়া গোল করেছিলেন পর্তুগিজ কিংবদন্তি। গত রাতে বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার বিপক্ষেও পেয়েছেন জোড়া গোলের দেখা। রোনাল্ডোর জোড়া গোলের দিন বসনিয়ার বিপক্ষে পর্তুগাল জিতেছে ৫-০ গোলে। এ নিয়ে ইউরো বাছাইপর্বে ৮ ম্যাচে পর্তুগালের গোল ৩২টি, এর বিপরীতে তারা গোল হজম করেছে মাত্র ২টি। আগের ম্যাচ জিতে ইউরো নিশ্চিত করা পর্তুগাল এই জয়ে গ্রুপ 'জে'-এর শীর্ষেই থাকছে। একপেশে লড়াইয়ের দিনে প্রথমার্ধেই ৫ গোল করে পর্তুগাল। ম্যাচের ৩ মিনিটেই পেনাল্টি পায় পর্তুগাল। পেনাল্টি থেকে গোল করার সহজ সুযোগ মিস করেননি রোনাল্ডো। তাঁর গোলে ৫ মিনিটেই ১-০-তে এগিয়ে পর্তুগাল। দলের হয়ে পরের গোলটিও করেন আল নাসর তারকা। ২০ মিনিটে জোয়াও ফেলিক্সের সহায়তায় গোল করেন রোনাল্ডো। এটি আন্তর্জাতিক ফুটবলে রোনাল্ডোর ১২৭তম গোল আর সব মিলিয়ে ৮৫৯তম। ৯ গোল নিয়ে বাছাই পর্বের গোলদাতাদের তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রোনাল্ডো। তাঁর চেয়ে ১ গোল বেশি নিয়ে শীর্ষে বেলজিয়ামের স্ট্রাইকার রোমেলু লুকাকু। গতকাল পর্তুগালের হয়ে বাকি ৩টি গোল এসেছে ব্রুনো ফার্নান্দেজ, জোয়াও ক্যানসেলো, ফেলিক্সের কাছ থেকে। ৩৮ বছর বয়সী রোনাল্ডো যে এখনই থামছে না, সেটা নিশ্চিত। নিজের ক্যারিয়ারকে আরও লম্বা করে ছুঁতে চান ১ হাজার গোলের মাইলফলকও। এমনকি এ নিয়ে তিনি মজা করে একটি বাজিও ধরেছেন। বাজিটি ধরেছেন এফসি পোর্তোর প্রেসিডেন্ট জর্জ নুনো পিন্তোর সঙ্গে। জোড়া গোল করে উচ্ছ্বসিত রোনাল্ডো ইনস্টাগ্রামে নিজের অনুভূতি জানিয়েছেন, 'আরেকটি জয় এবং পুরো দলই দুর্দান্ত খেলল। গ্রুপে শীর্ষে থাকা নিশ্চিত হয়েছে। এখনো শক্তিশালীভাবেই এগোচ্ছি।' শুধু জাতীয় দলের জার্সিতেই নয়, সৌদি লিগে আল নাসরের হয়েও দারুণ ছন্দে আছেন রোনাল্ডো। চলতি মরসুমে দলটির হয়ে ১১ ম্যাচে ১১ গোল করেছেন। এখন ২০২৭ পর্যন্ত ক্লাবটির সঙ্গে তাঁর চুক্তির মেয়াদ বাড়ানোর কথাও শোনা যাচ্ছে।

বাতিল বেলজিয়াম-সুইডেনের ম্যাচ

ব্রাসেলস, ১৭ অক্টোবরঃ জঙ্গি হানার কালো ছায়া ফুটবলে। যার জেরে বাতিল হয়ে গেল বেলজিয়াম-সুইডেনের ইউরো কাপের যোগ্যতা পর্বের ম্যাচ। দুই দেশের খেলার শুরুর ঠিক আগেই খবর আসে, স্টেডিয়াম থেকে ৫ কিমি দূরে এক জঙ্গির গুলিতে মারা গিয়েছেন দুই সুইডিশ নাগরিক। এতে সারা ব্রাসেলস জুড়ে তৈরি হয় আতঙ্ক। কার্যত শুনশান হয়ে যায় বেলজিয়ামের রাজধানী। ওই খবর এসে পৌঁছয় স্টেডিয়ামেও। উয়েফার কর্তারাও জঙ্গি হানার জেরে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে ম্যাচ বাতিল করে দেওয়া হয়। উয়েফার তরফে বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'ব্রাসেলসে জঙ্গি হানার জেরে বেলজিয়াম ও সুইডেনের ম্যাচ বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। দুই টিম এবং ব্রাসেলসের পুলিশও এই ব্যাপারে সম্মতি জানিয়েছে।' ব্রাসেলসে জঙ্গির গুলিতে দুই সুইডিশ নাগরিকের মৃত্যুর খবর ছড়াতেই আতঙ্ক ছড়ায় স্টেডিয়ামে। ইউরো কাপের যোগ্যতা পর্বের ম্যাচ দেখার জন্য মাঠে হাজির অসংখ্য সুইডিশ জনতা। তাঁদের নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন উঠে যায় তখন। ম্যাচ বাতিল করে দেওয়া হলেও স্টেডিয়ামেই বসিয়ে রাখা হয় সমর্থকদের। প্রায় আড়াই ঘণ্টা পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসার পর দর্শকরা স্টেডিয়াম থেকে বেরোতে পেরেছেন। বেলজিয়ামের ক্রাইসিস ফোর্সের তত্ত্বাবধানে সমর্থকরা মাঠ থেকে বেরোতে পারেন। স্টেডিয়ামে আটক সুইডিশ সমর্থকদের অনেকেই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। তাঁদের কান্নায় ভেঙে পড়ার ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। মানসিক ভাবে যে সুইডিশ সমর্থকরা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন, তা বুঝতে পেরেই বেলজিয়াম সরকারের তরফে যাবতীয় নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছে। সবচেয়ে বেশি চিন্তা ছিল সুইডেন টিমকে নিয়ে। ফুটবলারদের উপর হামলা হলে বেলজিয়াম আন্তর্জাতিক সমস্যায় পড়ে যেত। তাই স্টেডিয়ামেই দীর্ঘক্ষণ বন্দি থাকেন ফুটবলাররা। তারপর কড়া নিরাপত্তায় তাঁদের স্টেডিয়াম থেকে বের করে নিয়ে যাওয়া নিরাপদ জায়গায়। সুইডিশ মিডিয়ার খবর অনুযায়ী, জঙ্গি হানায় মারা যাওয়া দুই নাগরিকের গায়ে ছিল জাতীয় দলের জার্সি। তাঁরা মাঠে খেলা দেখতে আসছিলেন কিনা, তা অবশ্য জানা যায়নি। কিন্তু জঙ্গিদের লক্ষ্য যে সুইডিশরা ছিলেন, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

কোচি মিকির অভিযোগে অবশেষে সাড়া দিল আইসিসি

নয়াদিল্লি, ১৭ অক্টোবরঃ আশা ছিল ভারতের বিরুদ্ধে ৭-০-এর রেকর্ডটা এ বার বদলাবে। পাকিস্তানের সেই স্বপ্ন থেকে গেল অধরাই। ভারতের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপের মঞ্চে লজ্জার হার হয়েছে পাকিস্তানের। এই হার যেন কিছুতেই হজম করে উঠতে পারছে না পাকিস্তান শিবির। নানা অজুহাতে বিসিসিআইকে বিঁধতে ছাড়ছেন না প্রাক্তন পাক প্লেয়াররা। ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের পর পাকিস্তানের ক্রিকেট ডিরেক্টর মিকি আর্থার প্রশ্ন তোলেন, বিশ্বকাপ আইসিসির, নাকি বিসিসিআইয়ের টুর্নামেন্ট। আমেদাবাদের হাইভোল্টেজ ম্যাচে গ্যালারি থেকে কোনও রকম সমর্থন পাননি বাবর আজমরা। ভারতীয় টিমের সমর্থনেই বেজেছে গান। ম্যাচের পর সাংবাদিক সম্মেলনে ক্ষোভে ফেটে পড়েন আর্থার। এ বার পাকিস্তানের ক্রিকেট ডিরেক্টরের অভিযোগ খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিল ভারতীয় বোর্ড। এই বিষয়ে কী বলছে আইসিসি? মোতেরায় ভারতের বিরুদ্ধে বড় ব্যবধানে হারার পরই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করেন বাবরদের দলের কোচ মিকি আর্থার। তাঁর মতে, ভারত-পাক ম্যাচে সারাক্ষণ টিম ইন্ডিয়াতেই উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছে। কোনও রকম সমর্থন পায়নি তাঁর দল। এখানেই শেষ নয়, আর্থারের আরও অভিযোগ, ম্যাচে 'দিল দিল পাকিস্তান' গানও বাজানো হয়নি। ভারতের বদলে বিশ্বকাপ অন্য কোথাও হলে এমন হত কিনা, তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। ভারত-পাক ম্যাচ নিয়ে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগে আইসিসিকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন আর্থার। এই বিষয়ে আইসিসি কোনও রকম পদক্ষেপ করে কি না তা দেখার আশায় ছিলেন ক্রিকেট প্রেমীরা। অবশেষে আইসিসির তরফে প্রতিক্রিয়া মিলেছে। আইসিসি চেয়ারম্যান গ্রেগ বার্কলে বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলেছেন। তাঁর কথায়, ''আইসিসি নিশ্চয়ই বিষয়টি খতিয়ে দেখবে। কী ভাবে আরও ভালো একটা বিশ্বকাপ আয়োজন করা যায় ও ব্যবস্থাপনায় কী-কী বদল আনা দরকার, সে দিকেও নজর দেওয়া হবে।'' যে কোনও টুর্নামেন্ট নিয়েই যে কিছু না কিছু সমালোচনা হয়, তাও মেনে নিচ্ছেন বার্কলে। তাঁর কথায়, ''আমাদের সব ইভেন্ট নিয়েই কোনও না কোনও মহলে সমালোচনা হয়েই থাকে। এ বারের ইভেন্ট বেশিদিন হয়নি শুরু হয়েছে। পুরো টুর্নামেন্টটা কেমন এগোয় দেখা যাক। তারপর সবটা খতিয়ে দেখে কী-কী পরিবর্তন আনা দরকার ভেবে দেখব।''

স্কালোনির প্রশ্ন

'আমরা কি মেসিকে আগেভাগেই অবসরে পাঠিয়ে দিচ্ছি'

বুয়েনস আইরেস, ১৭ অক্টোবরঃ লিওনেল মেসি কি ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলবেন? কাতার বিশ্বকাপ শেষেই প্রশ্নটা উঠেছিল। মেসিকে পরের বিশ্বকাপে দেখতে চাওয়ার কথা বলেছিলেন আর্জেন্টিনার কোচ লিওনেল স্কালোনি ও তাঁর সতীর্থরা। তবে মেসি জানিয়েছেন, তিনি ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলবেন না। যেহেতু পরের বিশ্বকাপ থেকে মেসি থাকছেন না, তাই তাঁকে ছাড়াই আর্জেন্টিনার খেলার অভ্যাস, কৌশল গড়তে হবে। দলকে সাজাতে হবে নতুন আঙ্গিকে। তবে মেসি এখনো আর্জেন্টিনার হয়ে খেলা চালিয়ে যাওয়ায় আপাতত সেটা সম্ভব হচ্ছে না। আগামীকাল বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে পেরুর মুখোমুখি হবে আর্জেন্টিনা। ম্যাচপূর্ব সংবাদ সম্মেলনে মেসিকে ছাড়াই খেলার প্রসঙ্গটি উঠে এসেছে। সেই প্রশ্নের উত্তরে কোচ স্কালোনি যা বলেছেন, সেটার মর্মার্থ করলে দাঁড়ায়-মেসির যত দিন ইচ্ছা খেলুক, যখন খুশি অবসর নিক। কাতার বিশ্বকাপ দিয়ে সাফল্যের বৃত্তপূরণ করেছেন মেসি। ৩৬ বছর পর আর্জেন্টিনাকে বিশ্বকাপ জিতিয়ে অন্য এক উচ্চতায়

পৌঁছেছেন এই মহাতারকা। এর পর থেকেই মেসির অবসর ও ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলা না-খেলা নিয়েই প্রশ্নটা বেশি শোনা গেছে, যা নিয়ে এর আগেও কথা বলেছেন স্কালোনি। মেসিও বলেছেন, এত দূরের বিষয় তিনি এখনই ভাবতে চাইছেন না। গতকাল সংবাদ সম্মেলনে আবারও মেসির অবসর প্রসঙ্গ উঠেছে। এবার এ প্রশ্নটা এসেছে ভিন্নভাবে। মেসি কবে অবসর নেবেন তা নয়, মেসি অবসর নিলে কী হবে দলের কৌশল-প্রশ্নটা ছিল সেই প্রসঙ্গে। এর উত্তরে স্কালোনি বলেছেন, ''এটা মনে রাখা দরকার, মেসি এখনো খেলছে। সত্যি হচ্ছে, মেসি এখনো বেশ সক্রিয়। আমরা কি ওকে আগেভাগেই অবসরে পাঠিয়ে দিচ্ছি?'' চোট কাটিয়ে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে প্যারাগুয়ের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে ফিরেছেন মেসি। সেই ম্যাচে মেসি গোল না পেলেও আর্জেন্টিনা জিতেছে ১-০ ব্যবধানে। এর আগে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচে বলিভিয়ার বিপক্ষে চোটের কারণে দলে ছিলেন না মেসি। সেই চোট তাঁকে ভুগিয়েছে ইন্টার মায়ামির ম্যাচগুলোতেও। প্যারাগুয়ের বিপক্ষে শুরু থেকে মেসি খেলেননি। মাঠে নেমেছিলেন ৫৩ মিনিটে। পেরুর বিপক্ষেও মেসি শুরু থেকে খেলবেন কি না, সেটা স্পষ্ট করেননি স্কালোনি। মেসির চোট নিয়ে তিনি বলেছেন, ''মেসি ঠিক আছে। ও অনুশীলনের সময় বাড়াচ্ছে। আগামীকাল সিদ্ধান্ত নেব। মেসি যদি ঠিক থাকে, আমার মনে হয়, ও খেলবে।'' আগামীকাল সকাল সাড়ে সাতটায় পেরুর বিপক্ষে মাঠে নামবে আর্জেন্টিনা। বিশ্বকাপ বাছাইয়ে আগের তিন ম্যাচেই জিতেছে বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501